NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ হ্যাটট্রিক করে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

ব্যাটিংয়ে আমাদের সঙ্গে যা ঘটেছে, ওদের সঙ্গেও ঘটতে পারে ৮

কলকাতা ১১ জুন ২০২৪ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৫৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.6.2024, Vol.17, Issue No. 359 8 Pages, Price 3.00

রাজ্যের ৪ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ১০ জুলাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনে জিতে রাজ্যের একাধিক বিধায়ক সাংসদ হয়ে গিয়েছেন। অনেকে না জিতলেও লোকসভা ভোটে লড়ার জন্য পদত্যাগ করেছেন বিধায়ক পদ থেকে। এই সব আসনেই উপনির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। জানা গিয়েছে, রাজ্যের ১০টি বিধানসভা কেন্দ্রে দুই দফায় এই উপনির্বাচন করাতে চায় কমিশন। সেই মতো সোমবার রাজ্যের ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে কমিশন। আগামী ১০ জুলাই মানিকতলা, রায়গঞ্জ , রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে মানিকতলা গিয়েছিল তৃণমূলের দখলে। বাকি ৩টি কেন্দ্র যায় বিজেপির দখলে। এবারের লোকসভা ভোটের মুখে রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী এবং বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস তাঁদের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন। ৩ জনই তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে এবারে ভোটে নামলেও ৩ জনই পরাস্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ায় সেই ৩ আসনে উপনির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে মারা যাওয়ায় সেই আসন ফাঁকা হয়েছিল। কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে সেখানে উপনির্বাচন করানো যাচ্ছিল না। এবার একসঙ্গে কমিশন ৪টি কেন্দ্রে উপনির্বাচন করিয়ে নিচ্ছে। এই ৪ বিধানসভা কেন্দ্রেই আগামী ২১ জুন মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। ২৪ জুন স্ক্রুটিনি হবে। ১৩ জুলাই হবে ভোটের গণনা ও ফলাফল প্রকাশ।

১৮ জুন থেকে শুরু নতুন লোকসভার অধিবেশন!

নয়াদিল্লি, ১০ জুন: ১৮ জুন থেকে শুরু হতে পারে নতুন লোকসভার অধিবেশন। এমনটাই জানা যাচ্ছে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রে। বলা হচ্ছে, ১৮ ও ১৯ তারিখ হতে পারে নতুন সাংসদদের শপথগ্রহণ। ২০ জুন স্পিকার নির্বাচনের সম্ভাবনা রয়েছে। ২১ জুন দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশন হতে পারে। সেখানে ভাষণ দেবেন দ্রৌপদী মুর্মু। এবারের অধিবেশনের দিকে নজর থাকবে দেশের। দশ বছর পর বিরোধী নেতার আসনে বসতে চলেছে কংগ্রেস। মোট আসনের অন্তত ১০ শতাংশ আসন না পেলে যা পাওয়া যায় না। গত দু-বার তাদের আসনসংখ্যা ছিল ৪৪ ও ৫২। কিন্তু এবার ৯৯ সাংসদ হাত শিবিরের প্রতিনিধি হয়ে অধিবেশনে যোগ দেবেন। সব মিলিয়ে ইন্ডিয়া জোটের সাংসদ থাকবেন ২৩৪ জন।

আরও ৩ কোটি বাড়ি

নয়াদিল্লি, ১০ জুন: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধিনে আরও ৩ কোটি বাড়ি তৈরি করে দেবে কেন্দ্র সরকার। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ২০১৫-১৬ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধিনে গরিবদের জন্য এই বাড়ি তৈরি করে আসছে। এখন পর্যন্ত মোট ৪.২১ কোটি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। এবার অতিরিক্ত ৩ কোটি বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর।

মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে মন্ত্রিত্ব ভাগাভাগি

পুরনো দায়িত্বে বহাল রইলেন রাজনাথ, অমিত, গডকড়ি, নির্মলা

পুরনো দায়িত্বে শান্তনু, জোড়া দায়িত্ব সুকান্তর

নয়াদিল্লি, ১০ জুন: দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে তৃতীয় নরেন্দ্র মোদি মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক হল। মূলত মন্ত্রিত্ব ভাগাভাগির কাজ হল এদিন। প্রধানমন্ত্রীর লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকেই স্পষ্ট হয়ে গেল নতুন মন্ত্রিসভায় কে কোন মন্ত্রকের দায়িত্ব পাচ্ছেন। রবিবারই শপথ গ্রহণ করেছেন মোদি মন্ত্রিসভার ৭২ জন মন্ত্রী। এনডিএ-র মন্ত্রিসভার সব সদস্যদের নিয়ে সোমবার মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন যাঁদের যে দায়িত্বে দেওয়া হল,

প্রসঙ্গত, মোদি ৩.০ মন্ত্রিসভার ৭২ সদস্যের মধ্যে রয়েছেন ৩০ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং ৫ জন প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তৃতীয় বার শপথগ্রহণের আগে রবিবার সকালে নিজের বাসভবনেই একটি চা-চক্রের আয়োজন করেন মোদি। সেখানে যাওয়ার জন্য আগের দিন রাতে ফোন করে করে ডাকা হয়েছিল একাধিক সাংসদকে। যাঁরা ওই চা-চক্রে ডাক পেয়েছেন, তাঁরাই মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন।

কার হাতে কোন দপ্তর

প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদি

প্রতিরক্ষামন্ত্রী	রাজনাথ সিং
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	অমিত শাহ
রেলমন্ত্রী	অশ্বিনী বৈষ্ণব
অর্থমন্ত্রী	নির্মলা সীতারমণ
স্বাস্থ্যমন্ত্রী	জেপি নাড্ডা
কৃষিমন্ত্রী	শিবরাজ সিং চৌহান
সড়ক ও পরিবহণমন্ত্রী	নীতিন গডকড়ি
বিদেশমন্ত্রী	এস জয়শঙ্কর
ভারী শিল্পমন্ত্রী	এইচডি কুমারস্বামী
বন ও পরিবেশমন্ত্রী	ভূপেন্দ্র যাদব
সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী	কিরেণ রিজিজু
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী	চিরাগ পাসোওয়ান
জলশক্তি মন্ত্রী	সিআর পাটিল
পর্যটন ও সংস্কৃতিমন্ত্রী	গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত
খাদ্য ও উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী	প্রহ্লাদ জোশী
পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী	হরদীপ সিং পুরী
টেলিকম এবং উত্তরপূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রী	জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া
বস্ত্রমন্ত্রী	গিরিরাজ সিং
শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী	ধর্মেন্দ্র প্রধান
বিদ্যুৎ ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী	মনোহরলাল খাট্টার
নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী	অন্নপূর্ণা দেবী
বিমানমন্ত্রী	রামমোহন নাইডু
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রী	জিতনরাম মাঁঝি
বাণিজ্যমন্ত্রী	পীযূষ গোয়েল।
টেলি যোগাযোগ মন্ত্রী	জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া
জাহাজমন্ত্রী	সর্বানন্দ সোনোয়াল
পরিবেশমন্ত্রী	ভূপেন্দ্র যাদব
আদিবাসী মন্ত্রকের দায়িত্বে	জুয়েল ওরাঁও
কয়লা ও খনি মন্ত্রী	জি কিষেন রেড্ডি
ক্রীড়া মন্ত্রক ও শ্রম কর্মসংস্থানের দায়িত্বে	মনসুখ মান্ডব্য
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রক	বীরেন্দ্র কুমার
পঞ্চায়েত রাজ, মৎস্য, পশুপালন	লল্লন সিং
জাহাজ প্রতিমন্ত্রী	শান্তনু ঠাকুর
শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী	সুকান্ত মজুমদার

স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী

অজয় টামটা	সড়ক পরিবহন
সুরেশ গোপি	পেট্রলিয়াম গ্যাস এবং সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রক
সঞ্জয় কুমার	স্বরাষ্ট্র
রামনাথ ঠাকুর	কৃষি
প্রতাপ রাও যাদব	স্বাস্থ্য মন্ত্রক
ভি সোমান্না	জলশক্তি ও রেল
রাভনিত সিং বিট্টু	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং রেল
জিতিন প্রসাদ	বাণিজ্য ও শিল্প এবং তথ্য প্রযুক্তি
হর্ষ মালহোত্রা	পরিবহণ
জয়ন্ত চৌধুরী	শিক্ষা
পবিত্র মার্গারিটা	স্বরাষ্ট্র ও বস্ত্র
জর্জ কুরিয়ান	সংখ্যালঘু, মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ
মুরলীধর মোহল	কো-অপারেশন ও সিভিল এভিয়েশন
নিমুবেন জয়ন্তীভাই বাম্ভানিয়া	উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও রেশন
হর্ষ মালহোত্রা	কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, রোড ট্রান্সপোর্ট ও হাইওয়ে
ভূপতি রাজু শ্রীনিবাসা ভার্মা	ভারী শিল্প ও ইস্পাত
রাজভূষণ চৌধুরী	জলশক্তি
তোখান সাহু	আবাসন ও নগর বিষয়ক
সাবিত্রী ঠাকুর	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন
রক্ষা নিখিল খাদসে	ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ
দুর্গাদাস উইকে	আদিবাসী বিষয়ক
সতীশ চন্দ্র দুবে	কয়লা ও খনি
ভাগীরথ চৌধুরী	কৃষি ও কৃষক কল্যাণ
কমলেশ পাসোয়ান	গ্রামোন্নয়ন
সঞ্জয় শেঠ	প্রতিরক্ষা
এল মুরুগান	তথ্য-সম্প্রচার ও সংসদ বিষয়ক
বিএল ভার্মা	উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য, রেশন, ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ণ
কীর্তিবর্ধন সিং	পরিবেশ, বন, জলবায়ু পরিবর্তন, বিদেশ
শোভা কারান্দলাজে	অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প ও শ্রম-জীবিকা
এসপি সিং বাঘেল	মৎস্য, পশুপালন, দুগ্ধ ও পঞ্চায়েত রাজ
অনুপ্রিয়া প্যাটেল	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ এবং রাসায়নিক ও সার
নিত্যানন্দ রাই	স্বরাষ্ট্র
রামদাস আথাওয়ালে	সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ণ
কৃষ্ণা পাল	কোঅপারেশন
পঙ্কজ চৌধুরী	অর্থ
শ্রীপদ যশু নায়েক	বিদ্যুৎ ও রিনিউয়েবল এনার্জি

কাশ্মীরে পুণ্যার্থীদের উপর ভয়ানক জঙ্গি হামলার ঘটনায় তদন্ত করবে এনআইএ

শ্রীনগর, ১০ জুন: কাশ্মীরে পুণ্যার্থীদের বাসে হামলার ঘটনায় জড়িত জঙ্গিদের ধরতে জোরালো তল্লাশি অভিযান শুরু করল ভারতীয় সেনা। রিয়াসি জেলার বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়া টুডে'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই হামলার তদন্তভার ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র হাতে তুলে দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সূত্রের খবর, প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, পুণ্যার্থীদের বাসে হামলা চালানোর ঘটনায় পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার দু' থেকে তিন জন জঙ্গি জড়িত। এ-ও মনে করা হচ্ছে, গত মাসে রাজৌরি এবং পুঞ্চ

এলাকায় হামলার ঘটনাতেও যুক্ত ছিল এই জঙ্গিরা। সেই জঙ্গিদের খুঁজে বার করতে ঘটনাস্থলের আশপাশের এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হচ্ছে। কাছের জঙ্গলে জঙ্গি ডেরা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল)-র একটি দলও এই অভিযানে যোগ দিয়েছে। এলাকায় এলাকায় চলছে নাকা চেকিং।

সদ্য শেষ হয়েছে লোকসভা নির্বাচন। আর ভোট মিটতেই জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি হানা হয় রবিবার। রবিবার সন্ধ্যায় রিয়াসি জেলায় একটি মন্দির থেকে ফেরা পুণ্যার্থীদের বাসে হামলা চালায় জঙ্গিরা। বাসটি যখন শিব খোরি মন্দির থেকে বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের বেস ক্যাম্পের দিকে ফিরছিল, তখন ঘটনাটি ঘটে। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা পুণ্যার্থীদের বাস লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। বাসচালক গুলিবিদ্ধ হওয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে বাসটি খাদে পড়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন ৩৩ জন। সেই হামলারই তদন্তে নেমেছে ভারতীয় সেনা এবং এনআইএ।

তৃতীয়বারের প্রথম দিনেই বড় পদক্ষেপ

কৃষক কল্যাণমূলক প্রকল্পের ফাইলে সই প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১০ জুন: তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে রবিবার শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। সোমবার ছিল তৃতীয় দফার প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রথম দিন। সোমবার সকালেই সাউথ ব্লকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যান মোদি। তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন তাঁর গোটা মন্ত্রিসভা। তৃতীয় দফায় প্রথম যে ফাইলে সই করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, তা হল কৃষকদের কল্যাণমূলক প্রকল্প। এদিন প্রধানমন্ত্রী কিষাণ নিধির ১৭তম কিস্তি প্রকাশের অনুমোদন দেন নরেন্দ্র মোদি। এই স্বাক্ষরের ফলে উপকৃত হবেন নয় দশমিক তিন কোটি কৃষক। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ নিধির আওতায় প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা দেবে মোদি সরকার।

ফাইলে স্বাক্ষরের পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সরকার কিষাণ কল্যাণে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই দায়িত্ব নেওয়ার পরই কৃষক কল্যাণ সম্পর্কিত প্রথম ফাইলে স্বাক্ষর। আমরা ভবিষ্যতে কৃষক ও কৃষি খাতের জন্য আরও বেশি করে কাজ করে যেতে চাই।'

এদিকে রাজস্থান সরকার শনিবার প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে ২০০০ টাকা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে। ভাতা- ৬০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০০ টাকা করা হয়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা বলেন, 'রাজ্য সরকার কৃষকদের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি ২০০০ টাকা বাড়িয়েছে। কৃষকদের দেওয়া বার্ষিক ৬০০০ টাকা ভাতা বাড়িয়ে ৮০০০ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার অন্নদাতাদের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

কৃষকদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে মোদি সরকারের প্রথম মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনা শুরু হয়েছিল। এই প্রকল্পের অধীনে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৬০০০ টাকা সাহায্য পান। এই সাহায্য সরাসরি ডিবিটি-র মাধ্যমে কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। কৃষকরা প্রতি বছরে ২০০০ টাকার তিনটি কিস্তি পান। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের সুবিধা পেতে ১৭তম কিস্তির টাকা পেতে কৃষকদের অবশ্যই তাঁদের অ্যাকাউন্টে ই-কেওয়াইসি জমা করতে হবে। এখনও পর্যন্ত কেওয়াইসি জমা না করে থাকলে পিএম কিষাণ পোর্টালে গিয়ে এই কাজটি করে ফেলতে হবে। বায়োমেট্রিকের ভিত্তিতে বিভিন্ন সিএসসি কেন্দ্রে ই-কেওয়াইসি করিয়ে নিতে পারবেন কৃষকরা।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছিলেন ১৬তম কিস্তির টাকা পাওয়ার দিন। এর আগে কেন্দ্র সরকার ৯ কোটিরও বেশি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ২১ হাজার কোটি টাকা পাঠিয়েছে। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে এই প্রকল্পের ১৫তম কিস্তির টাকা ঢুকেছিল কৃষকদের অ্যাকাউন্টে। ১৬ তম কিস্তির অর্থ ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ঢুকেছিল কৃষকদের অ্যাকাউন্টে।

কৃষকদের পাশে থাকার ফোনবার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: হরিয়ানায় আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আশ্বাস দিলেন, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে পেয়ে আপ্লুত আন্দোলনকারীরা। সোমবার সকালে আন্দোলনরত কৃষকদের পাশে থাকার বার্তা দিতে হরিয়ানা পৌঁছেছেন তৃণমূলের পাঁচ সদস্য। প্রতিনিধি দলে রয়েছেন সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন, নাদিমুল হক, সাগরিকা ঘোষ ও সাকেত গোখলে। এদিন ফোনে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আপনারা যেভাবে আন্দোলন করছেন। এত মানুষ শহিদ হয়েছেন। গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। তার পরও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আপনার কাঁধে কাধ মিলিয়ে লড়াই করতে চাই। কেন্দ্রের সরকার তো আমাদের নয়। আর এই সরকার নড়বড়ে। আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যান। আমরা সবরকমভাবে পাশে আছি।'

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে জঙ্গি হামলা, জখম ১

ইম্ফল, ১০ জুন: মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিংয়ের কনভয়ে হামলা! সোমবার রাজ্যের কাংপোকপি জেলায় সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সশস্ত্র জঙ্গিদের অতর্কিত হামলায় বিরেনের নিরাপত্তা কর্মীদের মধ্যে একজন আহত হয়েছেন। জাতীয় সড়ক ৩৭-এ ওই হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত কয়েকদিনে নতুন করে অশান্ত হয়েছে মণিপুর। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনা ছিল জিরিবাম জেলায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা। গত ৬ জুন সেখানে একজনের মাথা কেটে খুনের ঘটনা ঘটেছে। এর পরই জ্বালিয়ে দেওয়া হয় অন্তত সত্তরটি বাড়ি। সব মিলিয়ে উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে সেখানে। তাই বিরেন সিং ওই অঞ্চল পরিদর্শন করতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ই তাঁর কনভয়ে ঘটল হামলার ঘটনা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে কুকি জঙ্গি গোষ্ঠীই ওই হামলার পিছনে রয়েছে।

সোনার দোকানে ডাকাতি, ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রানীগঞ্জে সোনার শোরুমে ডাকাতির ঘটনায় ঝাড়খণ্ড গ্যাংয়ের যোগ মিলেছে। আসানসোল থেকে যে চার চাকা গাড়িটি ছিনতাই করে পালিয়ে ছিল ডাকাত দল এই গাড়িটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। একজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের গিরিডি কাছে সরাইয়া জঙ্গল এলাকায় গাড়িটি পাওয়া গিয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিহারের গোপালগঞ্জের মোস্ট ওয়ান্টেড ডাকাত সুরুজ কুমার সিংকে।

আজ নবান্নে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ ভোট পর্বে প্রায় থমকে থাকা উন্নয়ন কর্মসূচিতে গতি সঞ্চার করতে উদ্যোগী হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা নির্বাচন শেষ হতেই আজ প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সভাঘরে ওই বৈঠকে রাজ্যের সব দপ্তরের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, বিভাগীয় সচিব, ডিভিশনাল কমিশনার, যুগ্ম সচিব ও তার উপরের স্তরের সমস্ত আধিকারিক ও জেলাশাসকদের সশরীরে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রাথমিক ভাবে ওই বৈঠক ১২ তারিখ ডাকা হয়েছিল। কিন্তু ওইদিন জামাই ষষ্ঠী থাকার কারণে একদিন এগিয়ে আনা হয়েছে বৈঠক।

এবার প্রায় আড়াই মাস ধরে চলেছে নির্বাচন প্রক্রিয়া। এর ফলে উন্নয়মের বহু কাজ আটকে রয়েছে। উন্নয়ন থমকে আছে। কী কী কাজ আটকে রয়েছে, কীভাবে তা আবার শুরু করা যায় তা নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা করবেন তিনি। নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, লোকসভা নির্বাচনের আগে সামগ্রিক প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার মেনে বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। নির্বাচন চলাকালীন এই প্রকল্প বা কর্মসূচিগুলির অগ্রগতি কতটা হয়েছে, সেই বিষয়ে খবরাখবর নিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে নির্বাচন চলাকালীন সামগ্রিকভাবে আইনশৃঙ্খলার গোটা বিষয়টি নির্বাচন

কমিশনের হাতে ছিল। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহার করা হয়েছে। এখন আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব রাজ্যের। তাই এই অবস্থায় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তাই এই বৈঠক থেকে পুলিশ তথা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের সতর্ক করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী ।

প্রশাসনিক কিছু রদবদলের সম্ভাবনাও থাকছে। নির্বাচন চলাকালীন রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গার পুলিশ সুপার, আইসি, ওসি-দের বদল করা হয়েছিল। কাউকে ভোটের কাজ থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা হয়েছিল। কমিশনের এসব সিদ্ধান্ত নিয়ে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সেইসব আধিকারিকদের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পদে রদ বদল করা হয়েছে। মঙ্গলবারের বৈঠক থেকে আরও বেশ কিছু রদবদল করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৫/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৪৪৯ নং এফিডেভিট বলে Raghunath Basak ও Raghunath Sarkar S/o. Satyanarayan Basak সাং পূর্বায়ন, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ১০/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Kumar Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sailendra Saha ও S. Kumar Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ জুন ২৮ শে জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গল বার পঞ্চমী তিথি। জন্ম কর্কট রাশি। অষ্টত্তরি চন্দ্র র বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা। মৃতে দোষ একপাদ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যয় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী উ হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(সাহিত্য সেবক প্রমথ নাথ বিশী র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

নাম-পদবী

গত ২২/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৫০০ নং এফিডেভিট বলে Ajim Mal ও Babusona Mal S/o. Fakir Mal সাং রামপাড়া, দক্ষীনডিহি, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৭০৬ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৫/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Samir Kumar Nandi S/o. Kartick Chandra Nandi ও Samir Nandy S/o. K. Nandy সাং কামারপাড়া, বেণীমাধব সোম লেন, চুঁচুড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৬৭৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Farida Khatun (old name) W/o. Sekh Golam Mostafa R/o. Digha, Dwarbasini, Pandua, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Farida Begam (new name) W/o. Sk Golam Mostafa নামে পরিচিত হইয়াছি। Farida Khatun W/o. Sekh Golam Mostafa & Farida Begam W/o. Sk Golam Mostafa D/o. Abdul Samad Mallick উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Monsur Ali (old name) S/o. Shaikh Soukat Ali R/o. Sujan Bagan, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Monsur Ali (new name) S/o. Sekh Soukat Ali নামে পরিচিত হইয়াছি। Shaikh Monsur Ali S/o. Shaikh Soukat Ali & Sk Monsur Ali S/o. Sekh Soukat Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Kumar Das S/o. Arjun Chandra Das ও Sanjay Das S/o. Arjun Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৭২৫ নং এফিডেভিট বলে Susanta Karmakar S/o. Ajit Karmakar ও Susanto Karmakar S/o. A. Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৫৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Subrata Khan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kartick Chandra Khan ও K. Khan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৫/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে Arup Kumar Chowdhury S/o. Amarendra Kumar Chowdhury ও Arup Chowdhury S/o. A. Kr. Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮৮৮ নং এফিডেভিট বলে Dulal Barman S/o. Kshetra Mohan Barman ও Dulal Barman S/o. Lt. K. Barman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৭৭৫ নং এফিডেভিট বলে Sukhendu Ballabh S/o. Manoranjan Ballabh ও Sukhendu Ballav S/o. Lt. M. Ballav, Manoranjan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩২ নং এফিডেভিট বলে Asok Kumar Bhattacharjee S/o. Bibhuti Bhushan Bhattacharjee ও Asok Kr. Bhattacharyya S/o. B. B. Bhattacharyya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৬০৪ নং এফিডেভিট বলে Jafar Ali Sk S/o. Sk Bahar Ali ও Jafar Ali S/o. Bahaali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮৮৯ নং এফিডেভিট বলে Anil Kumar Mallick S/o. Sailendra Nath Mallick ও Anil Mallick S/o. S. Mallick সাং পশ্চিম গোপীনাথপুর, হরিপাল, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৬/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ২৮৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Israil Sah (old name) S/o. Sk Mahaammad Ali R/o. Bharatpur, Talandu, Mogra, Hooghly-712148, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Israil (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Israil Sah & Sk Israil S/o. Sk Mahaammad Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি জাহাঙ্গীর সেখ পিতা- করিম বাক্স সেখ, গ্রাম মানিকনগর তেঘরিয়া নাকাশিপাড়া, জেলা-নদীয়া পিন- ৭৪১১২৪ পঃবঃ ১০/০৬/২৪ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে Jahingir Sekh ও Jahangir Sekh উভয়ে একই ব্যক্তি আমার আসল নাম Jahingir Sekh.

CHANGE OF NAME

I, NITU DEVI SHAW W/O Triloki Nath Prasad residing at C/O Durga Prasad Ke Bari, H. No. 13, BL. No. 14, P.O. & P.S.- Jagatdal, Dist- North 24 Parganas, PIN- 743125 hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore dated 18.05.2024 that my full and fair name is NITU DEVI SHAW and it is recorded in my Aadhar and PAN cards but in my ration card, my name is recorded as NITU SHAW. The purpose of this affidavit is to correct the name in ration card and other relevant documents to avoid future complications. NITU DEVI SHAW and NITU SHAW is the same and one identical person.

সাধারণ নোটিশ

আমি নিরু শাহ, পো : বাসিন্দা বেগোরখাল শিবরামপুর, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৪১। মূল দলিল নং ১-৯৩৬৫/১৮-৯৮৯৬/১৮, দাগ নং ৩২০, খতিয়ান নং ৭৩৫, জমির এরিয়া : ২কে-ওসিএইচ, আমি শ্যামা প্রসাদ পালচৌধুরী এর জমি ক্রয় করেছি। বর্তমানে আমি উক্ত সম্পত্তি এবং নিজ নামে বিভাজিত এবং দখলদার। আমি অফিসে আবেদন জানিয়েছি এবং তথ্য সকলের অবগতির জন্য জানিয়েছি।

তারিখ : ০৯.০৬.২০২৪
গৌতম দাস অ্যাডভোকেট,
আলিপুর জজেস এবং পুলিশ কোর্ট
কলকাতা -২৭

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী চঞ্চল কুমার বিশ্বাস, পিতা সৃষ্টিধর বিশ্বাস ইং ০৮/০৯/২০২০ তারিখে ৫৭৪৫ নং এবং ইং ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে ৭৯ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার ৫০৫৪ নং দাগে ৮৮৬৬, ৩৭৩৩৪, ৩৭৩৩৫, ৩৭৩৩৬, ৮৭২৪, ৪৫৪৭৯, ৪৫৪৮০, ৪৫৪৮১, ৪৫৪৮২ খতিয়ানে মোট ৪.৮৯ শতক সম্পত্তি ইং ১৯.০২.২০২৪ তারিখে ১৩০২-০১৭৭৮/২০২৪ নং দলিলে শ্রী মিলন কুমার দত্ত ও শ্রী অমিত দত্তের কাছ হইতে ক্রয় করি এবং BL & LRO অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য দরখাস্ত করিব। উক্ত পাওয়ার বা দাগের কারো কোনোরুপ আপত্তি থাকিলে BL & LRO কৃষ্ণনগর অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

হারানো দলিল

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল এনজিকন মার্কেটিং প্রাঃ লিঃ তাঁহার অ্যারিজিনাল দলিলের শেষ পৃষ্ঠা যাহার নং ১২৯১ অফ্ ২০০৯, যাহা মিনা পাড়া রোড, যাদবপুর -এ অবস্থিত সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত তাহা হারিয়ে ফেলেছেন। যাহার কারনে আমার মক্কেল কড়েয়া থানাতে একটি জেনারেল ডায়েরি করিয়াছেন যাহার জি.ডি নং ১৮২৫ তারিখে ২২.০৫.২০২৪। আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি খানি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহন করিতে চলেছেন।

এমতাবস্তায় উক্ত দলিল গুলি সম্পর্কে যদি কোন ব্যাক্তি বা কোন ব্যাক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যাক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যথায় উক্ত সময় পর কাহারো কোনপ্রকার দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না ।

ইতি
Sd/-
(রজত নাথ পাইন এন্ড কোং)
১০, কিরন শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা-৭০০০০১

ফেরার আসামি

নাম ঃ সোহেল শেখ @ সোহেল রানা, পিতার নাম- রাহিদুল শেখ, সাং- গোবিন্দপুর মরলপাড়া, থানা- কালীগঞ্জ, নদীয়া, Ref Kaliganj P.S.- Case No. 468/23 Dt. 21.07.23 U/S 448/376 (3) /325 IPC & 4 of POCSO Act & POCSO No. 83/23. উপরিউক্ত ব্যক্তি কালীগঞ্জ থানার উক্ত কেসের একজন ফেরার আসামি । মহামান্য আদালত উক্ত আসামির বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছে। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত আসামির সন্ধান পান, তাহলে নিম্নলিখিত কালীগঞ্জ থানার টেলিফোন নম্বর- **০৩৪৭৪২৯৫৩১৩**-এ যোগাযোগ করবেন।

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, শ্রীরামপুর, হুগলী।
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৪৫ অফ ২০২৩

দরখাস্তকারীঃ- শ্রী শংকর সেন, পিতা প্রয়াত সুশীল কুমার সেন, সাং- ১/১০, নিত্য গোপাল চ্যাটার্জী লেন, পাইক পাড়া, পোঃ- বেলগাছিয়া, থানা- টালা, কোলকাতা-৭০০০০৭।

আমার মক্কেল শ্রী শংকর সেন মাননীয় আদালতে প্রয়াত ছায়া সিন্হা ওরফে চায়া সিন্হা, স্বামী শ্রী প্রভানাথ সিন্হা, যিনি আহিরী টোলা, নাথের বাগান স্ট্রীট, পোঃ- জোড়াবাগান, থানা- হাটখোলা কোলকাতা-৭০০০০৫, এই ঠিকানায় বসবাস করিতেন -এর ত্যক্ত নিম্ন তপশীলে বিশদে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে উইল এবং তাহার প্রবেট পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়াছেন । এই প্রবেটে সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র নোটিশ জারী হইবার পর হইতে এক মাস (১ মাস) সময়ের মধ্যে মাননীয় আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, নতুবা আইনানুগ কার্য পদ্ধতি গ্রহন করা হইবে।

।। তপশীল সম্পত্তি ।।

জেলা- হুগলী, থানা ও সাবরেজিষ্ট্রী অফিস চণ্ডীতলা, মৌজা- চিকোরাগো জে.এল নং-৮১, পূর্বতন খতিয়ান নং- ২১৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৪৯ এল.আর দাগ নং-১২৪৩, শুনা জমি, পরিমান কমবেশী $০.১৮^{১}/_{২}$ শতক বা ০.১৮৫ সহস্রাংশ তদুপরিস্থিত গৃহাদি।

অনুমত্যানুসারে
নারায়ন ভদ্র
এ্যাডভোকেট

আদালতের আদেশ অনুসারে
সমীর চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদার
ডিঃ ডেলিগেট আদালত, শ্রীরামপুর, হুগলী, পঃবঃ ০৭/০৬/২০২৪।

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তার নামা

১) জয়চাঁদ কোলে ২) বিপ্লব কোলে ৩) বিমল কুমার কোলে সকলের পিতা শ্রী বিশ্বনাথ কোলে, সাং- গোপালনগর খালধার পোঃ- ডিহি রতনপুর, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী ৪) শ্রীমতি মমতা স্বামী অজিত কুমার সী সাং -৭৭/১(৯২) শিবতলা লেন সোস্টিতলা পোস্ট- শেওরাফুলি, থানা- শ্রীরামপুর বিগত ইং ২০/০২/২০১৭ তারিখে সিঙ্গুর সাবরেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV00029 নং আমমোক্তার দলিল মুলে শ্রী বিশ্বনাথ কোলে পিতা অভিমুন্য, সাং- গোপালনগর খালধার, পোস্ট ডিহিরতনপুর, থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যার তাপশিল জেলা- হুগলি, মৌজা রতনপুর , জে. এল নং ৪৯, L. R খতিয়ান নং ৯৩/২, R.S ও L.R দাগ নং ৬৭৩ যোলো আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমান ০.৪৩ শতক।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে আমার মক্কেল শ্রী বিশ্বনাথ কোলে পিতা অভিমুন্য-কে জানাইতে হইবে ।

ইতি
Mir Md Kalimuddin
Advocate
Chandernagore Court,
Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

ঈদে থাকবে না মৈত্রী-বন্ধন, বাস রুটে চাপ বাড়ার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে আসন্ন ঈদ-উল-আধহা উদযাপনের জন্য ভারত থেকে বাংলাদেশগামী ট্রেনগুলি সাময়িক সময়ের জন্য বাতিল করা হয়েছে। মঙ্গলবার পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, চলতি মাসের ২৩ জুন থেকে জুলাই মাসের ৩ তারিখের মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ ওই রুটে আন্তর্জাতিক ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

যার মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ রুটে চলা দুই দেশের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী মৈত্রী এক্সপ্রেস ও বন্ধন এক্সপ্রেস দুই ট্রেনই আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৩১০৯/১৩১১০ কলকাতা-ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস। ১৩১২৯/১৩১৩০ ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস। ১৩১২৯/১৩১৩০ কলকাতা-খুলনা-কলকাতা বন্ধন এক্সপ্রেস সাময়িকভাবে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেলের তরফে আরও জানানো হয়েছে, বাংলাদেশে ঈদ-উল-আধহা উদযাপনের জন্য ট্রেনগুলি আপাতত বাতিল করা হয়েছে। তাই জুন মাসের ১৪ থেকে ২২ জুনের মধ্যে সব আন্তর্জাতিক ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকছে।

রেল সূত্রে আরও জানানো হয়েছে বাতিল হওয়া ট্রেনের তালিকা। তারমধ্যে রয়েছে ১৩১০৯/১৩১১০ কলকাতা-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস, ১৩১০৭/১৩১০৮ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-কলকাতা-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং ১৩১২৯/১৩১৩০ কলকাতা-খুলনা-কলকাতা বন্ধন এক্সপ্রেস। ১৩১০৭ ঢাকা-ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস ১৪, ১৬, ১৮, ২১ জুন বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও ১৩১১০ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট , কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস ১৫, ১৯, ২২ জুন বাতিল করা হয়েছে। ১৩১০৮ কলকাতা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মৈত্রী এক্সপ্রেস ১৫, ১৭, ১৯, ২২ জুন বাতিল করা হয়েছে। ১৩১০৯ কলকাতা , ক্যান্টনমেন্ট মৈত্রী এক্সপ্রেস ১৪, ১৮, ২১ জুন বাতিল করা হয়েছে। ১৩১২৯ কলকাতা -খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেস ১৬, ২০ জুন বাতিল করা হয়েছে। ১৩১৩০ খুলনা -কলকাতা বন্ধন এক্সপ্রেস ১৬, ২০ জুন বাতিল করা হয়েছে।

যদিও উৎসব মিটলে অবশ্য আবার স্বাভাবিক পরিষেবা চালু করা হবে এই আন্তর্জাতিক দুই ট্রেনের বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল।

প্রসঙ্গত, ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ ও পরিষেবার ক্ষেত্রে এই দুটি ট্রেন যাত্রী মহলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয়। বহু যাত্রী প্রতিদিন এই ট্রেনগুলিতে করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসেন। আবার ভারত থেকেও অনেকে বাংলাদেশে যান। বন্ধন এক্সপ্রেস ও মৈত্রী এক্সপ্রেস ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও মজবুত করেছে। যদিও মাঝে ঈদ-উল-আজার জন্য ট্রেন পরিষেবা সাময়িকভাবে বাতিল থাকার কারণে অনেক যাত্রীকেই সমস্যায় পড়তে হতে পারে। তবে ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকলেও ভারত-বাংলাদেশ রুটে বাস পরিষেবা চালু থাকছে বলেই সূত্রের খবর। অনুমান করা হচ্ছে যদিও এই ক'টা দিন ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকার জন্য বাস রুটে যাত্রীদের ভিড় বাড়বে। যদিও জুন মাসের শেষের দিকে আবার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক রুটে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হবে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল।

ববির পর দিলীপের পাশে এবার উদয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে শোচনীয় পরাজয় হয়েছে দিলীপ ঘোষের। তিনি তো সরব হয়েছেনই। তার সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বও সরব হয়েছেন। রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের পর এবার দিলীপ ঘোষের পরাজয়ের মুখ খুললেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তাঁর সাফ বক্তব্য,'ওনাকে নিয়ে ওঁর দল পিংপং বলের মত খেলেছে।'

এর আগে ফিরহাদ হাকিমকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'যে লোকটা বিজেপিকে দাঁড় করাল এ রাজ্যে, দুই থেকে বিধায়ক সংখ্যা ৭৭ করল। তার এই অবস্থার জন্য সত্যিই খারাপ লাগছে। ওই মানুষটাকে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হল।' শুধু তাই নয়, সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডেলে 'ওল্ড ইস গোল্ড' পোস্ট করেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর সেই পোস্টকেও সমর্থন করেন ফিরহাদ। এরপর আজ উদয়নও কার্যত ভূয়সী প্রশংসা করলেন বিজেপি নেতার। তিনি বললেন, 'ওঁর একটা গুণ আছে। উনি সকলের সঙ্গে কথা বলেন। তা সে বিরোধী দলের হলেও। উনি লড়াই করে ১৮টা আসন এনেছিলেন। বিজেপি অন্যায় করেছে। ওর দল পিংপং বলের মত খেলল ওকে নিয়ে। ওর কেন্দ্র থেকে সরালো। এমন জায়গায় ঠেলল জিততে পারলেন না। হয়ত মেদিনীপুর থেকেও জিততেন না। কিন্তু ওটা জেতা আসন।'

সপ্তাহের প্রথম দিনে শিয়ালদা স্টেশনে যাত্রীদের ভিড়। স্বাভাবিক হল রেল পরিষেবা।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে টানেলে থামবে না মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার যাত্রী সুবিধায় নয়া পদক্ষেপ আনল কলকাতা মেট্রো। বিদ্যুৎ বিভ্রাটেও টানেলে আর থমকে থাকবে না মেট্রো রেল। উলটে গন্তব্যের পথে এগোতে থাকবে। সব ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের শেষের দিকে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে চালু হবে এই পরিষেবা।

মেট্রো রেল সূত্রে খবর, ব্লু লাইনে সেন্ট্রাল সাবস্টেশনে ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম চালু করা হবে। ইনভার্টার এবং অ্যাডভান্সড কেমিস্ট্রি সেল ব্যাটারিকে কাজে লাগিয়ে এই সিস্টেম চালু করা হবে। মেট্রো স্টেশনগুলিতে ২ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ৭টি বিইএসএস ইনস্টল করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। তার ফলে টানেলে থাকাকালীন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলেও অন্তত ৩০ কিলোমিটার বেগে রেক নিয়ে পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছতে পারবে মেট্রো। ফলে মেট্রো যাত্রীদের অনেকটাই সুরহা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বরাদ্দে নজর কেন্দ্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: জঙ্গলমহল এলাকায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বরাদ্দের খরচ খতিয়ে দেখতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অভ্যন্তরীন সমীক্ষক দল পাঠাচ্ছে। সমীক্ষক দল ওই খাতে কেন্দ্রের পাঠানো টাকার খরচের হিসেব সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখে মন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট জমা দেবে। চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ওই দল কলকাতায় আসছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যের কাছে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এই দল ২৩ জুন কলকাতায় আসছে। ২৮ তারিখ পর্যন্ত তাঁরা জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করবেন। ২০২৩ এর অক্টোবর থেকে ২০২৪ এর মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্রের তরফে পাঠানো অর্থের খরচ তাঁরা পরীক্ষা করে দেখবেন। যদিও কবে কোন পাঠানো টাকা কীভাবে খরচ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত নথি ও ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিল্লিকে পাঠায় রাজ্য। তাতে কোনও খুঁত মেলেনি বলে রাজ্য পুলিসের শীর্ষস্তরের দাবি। তারপরেও রাজ্যকে র বেকায়দায় ফেলার জন্য বিভিন্ন ইউ ফন্দিফিকির চলছে।

সানমার্গ ফাউন্ডেশনের উৎকৃষ্ট শিক্ষার ১৮তম সংস্করণ উপস্থাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-এ ১৮ তম সংস্করণের আয়োজন করল সানমার্গ ফাউন্ডেশন। রাম অবতার গুপ্ত উৎকৃষ্ট শিক্ষা নিয়ে আলোকপাত হয়। ভারতে একমাত্র পুরস্কার অনুষ্ঠান যেখানে ছাত্রদের হিন্দিতে তাঁদের চমৎকার পারফরম্যান্সের জন্য সম্মানিত করা হয়। এই পুরস্কার অনুষ্ঠানটি হিন্দির গুরুত্ব সম্পর্কে যুবকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে। অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হল কলকাতার জিডি বিড়লা সভাগৃহে। এই বছর বিখ্যাত সেলিব্রিটি, জ্যোতিষী এবং প্রেরণাদায়ক বক্তা জয় মাদানের একটি বিশেষ লাইভ অনুষঠান করা হয়। শিক্ষা থেকে কেরিয়ারের যাত্রা সম্পর্কে বলেন তিনি। একটি লাইভ অর্জুন পুরস্কার প্রতিযোগিতাও থাকে এই অনুষঠানে।

এই পুরস্কার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বোর্ডের মোট ১৭৪ জন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধিত করা হয়েছে। ৪টি বোর্ড- সিআইএসসিই, সিবিএসই, ইন্টারন্যাশনাল বোর্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের যথাক্রমে ১০ এবং ১২ শ্রেণি থেকে ১৫ জন টপার ছিল যারা নির্বাচিত হয়েছে। ৫টি শীর্ষ বিদ্যালয়, বিভিন্ন বোর্ডের ৩ জন শীর্ষ শিক্ষক এবং ৪ জন কলেজের শীর্ষ স্থানীয় এবং হিন্দিতে পাঠ্যক্রম বাইরে অ্যাডিশনাল কারিকুলামের সঙ্গে যুক্ত ৩ জনকে পুরষ্কার দেওয়া হয়েছে। এই বছর, ৩টি বিশেষ বিভাগে একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের অর্জুন পুরস্কার, শিক্ষকদের জন্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

এবছর যারা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, মানসিক চ্যালেঞ্জ, মানসিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন, তাঁদের জন্যও বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত, সানমার্গ হল পূর্ব ভারতের বৃহত্তম প্রচারিত এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় হিন্দি দৈনিক, যার সদর দফতর কলকাতায়। এটি স্বামী করপতরি জি মহারাজ দ্বারা মানবতা এবং ধার্মিকতার স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ এটিই একমাত্র সংবাদপত্র যা বাংলার প্রতিটি কোণায় পৌঁছায় এবং রাজ্যের ২৩টি জেলাকে কভার করে। এটি পাটনা, ভুবনেশ্বর, কলকাতা এবং রাঁচি থেকেও প্রকাশিত হয়।

২০০১ সালে, সানমার্গ ফাউন্ডেশন, যা আগে (সানমার্গ ত্রাণ তহবিল কলকাতা) নামে পরিচিত ছিল, হিন্দি ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গত ১৮ বছর ধরে,হিন্দিতে দক্ষতা অর্জনকারী ছাত্র, শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত করে আসছে এই ফাউন্ডেশন।

,সানমার্গের প্রেসিডেন্ট মিসেস রুচিকা গুপ্তা বলেন, 'সানমার্গ ফাউন্ডেশনে, আমরা বিশ্বাস করি যে প্রতিটি ছাত্র তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। এই পুরস্কার অনুষ্ঠান হিন্দি প্রচারে আমাদের অঙ্গীকারের প্রমাণ হিসাবে কাজ করেছে। আশা করি আমরা হিন্দি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ জাগিয়ে তুলব।'

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১১ জুন ২০২৪ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ মঙ্গলবার

মানিকতলা বিধানসভা উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থীর নাম নিয়ে জল্পনা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২২ সালে প্রয়াত হন মানিকতলার বিধায়ক সাধন পাণ্ডে। তখন থেকেই বিধায়কহীন উত্তর কলকাতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র এই এলাকা। অবশেষে সোমবার মানিকতলায় উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। ১০ জুলাই এখানে ভোট। আর এবার সকলে মুখিয়ে, এই কেন্দ্রে কাকে প্রার্থী করে তৃণমূল তা দেখতে। সাধন পাণ্ডের প্রয়াণের পর এই কেন্দ্র আঁকড়ে রেখেছেন তাঁর মেয়ে তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী শ্রেয়া পাণ্ডে।

এদিকে শ্রেয়াকে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করা হবে কি না তা নিয়ে চলছে জল্পনা। আর এই প্রসঙ্গে শ্রেয়া জানান, 'এটা আমি বলতে পারব না। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নেবেন। দল আমাকে মানিকতলা বিধানসভার আহ্বায়ক করেছিল। আজ অবধি যতটা পেরেছি দায়িত্ব পালন করেছি। বিধায়কের কোনও তহবিল না থাকলেও, মানিকতলার বাসিন্দাদের পাশে থেকেছি। ভোটের জন্য আমরা প্রস্তুত।'

এদিকে সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে মানিকতলা বিধানসভার অন্তর্গত বেশ কিছু ওয়ার্ডে বিজেপি বেশ ভাল ফল করেছে। লোকসভা ভোটের একেবারে গায়ে গায়ে উপনির্বাচন। শ্রেয়া পাণ্ডে অবশ্য জানাচ্ছেন, '২০১৯ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে আমাদের ভোট পাঁচ গুণ বেড়েছে। জয়ের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।'

এখানে বলে রাখা শ্রেয় , মানিকতলা বিধানসভার বিধায়ক ছিলেন সিপিএম নেতা শ্যামল চক্রবর্তী। ১৯৯৬ সালে পরেশ পালের হাত ধরে ডানপন্থী রাজনীতির সূচনা এখানে। যদিও ২০০৬ সালে আবারও সিপিএম এখানে ক্ষমতায় আসে। তবে ২০১১ সাল থেকে পর পর তিনবারের বিধায়ক সাধন পাণ্ডে। ভোট ঘোষণা হতেই কিছুটা আবেগপ্রবণ শ্রেয়া। তিনি বলেন, বছর তিনেক আগে এক জুলাইয়ে বাবা অসুস্থ হয়েছিলেন। আরও একটা জুলাই আসছে। এবার মানিকতলার ভোট। বাবার আশীর্বাদকে পাথেয় করেই ভোটের ময়দানে তাঁদের লড়াই বলে জানান তিনি।

বাহিনী থাকায় স্কুল খোলায় সমস্যা, মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত প্রায় আড়াই মাস ধরে চলেছে লোকসভা নির্বাচন। এরপর ৪ জুন হয় ফল ঘোষণা। আর এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বহুদিন বন্ধ রাখতে হয়েছে স্কুল। তবে ছুটি কাটার পরেও রাজ্যের বহু স্কুল খোলার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে নয়া সমস্যা। কারণ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এখনও রয়েছেন স্কুলে। এই বিষয়টিকে সামনে রেখে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী জিষ্ণু চৌধুরী ও অয়ন পোদ্দার। অবিলম্বে এই বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপের আর্জিও জানান। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী বুধবার এই আবেদন শুনবে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সূচি অনুসারে, ৯ মে থেকে ২০ মে পর্যন্ত স্কুলগুলিতে ছিল গরমের ছুটি। এদিকে তীব্র তাপ প্রবাহের জন্য ২২ এপ্রিল থেকে ৩ জুন পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছিল ছুটি। যেহেতু ভোট মিটে যাওয়ার পরও বাহিনী থাকছিল সেই কারণে ছুটির মেয়াদ আরও বাড়ানো হয়। এদিকে ২৭ মে স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেখানে জানানো হয়েছে, ১০ জুন থেকে চালু হবে স্কুল। এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সোমবার খুলেছে স্কুল।

প্রসঙ্গত, লোকসভায় রাজ্যে সাত দফায় অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলায় কিছু এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কমিশনের পক্ষ থেকে। তার মেয়াদ ১৯ জুন। ভোটের পর যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেই জন্যই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা যায়। সেক্ষেত্রে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় স্কুলগুলিতে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে স্কুল শুরু করার ক্ষেত্রে সমস্যার কথা সামনে এসেছে।

বাহিনীগুলির ক্যাম্পের জন্য মূলত ব্যবহার করা হয় এই স্কুলগুলিকে। যে নির্দিষ্ট এলাকায় ভোটের ডিউটিতে কেন্দ্রীয় জওয়ানরা থাকেন তার আশেপাশের এলাকার স্কুলগুলিতে করা হয় ক্যাম্প। এখন দেখার এই আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত ঠিক কী সিদ্ধান্ত নেয়।

নারদ মামলায় বাকিদের তদন্ত কোনপথে ? প্রশ্ন এসএমএইচ মির্জার আইনজীবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নারদ মামলায় মুকুল রায়-সহ অন্যান্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কী তদন্ত হয়েছে, তা নিয়ে এবার আদালতে প্রশ্ন তুললেন এসএমএইচ মির্জার আইনজীবী শ্যামল ঘোষ। সোমবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে নারদ মামলার শুনানি ছিল। এদিন শুনানির সময়েই তিনি বলেন, নারদ মামলায় শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিম, এসএমএইচ মির্জার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলা হচ্ছে। কিন্তু বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কি তদন্ত হচ্ছে তা এদিন জানতে চান এসএমএইচ মির্জার আইনজীবী।

নারদকাণ্ডে অভিযুক্ত এসএমএইচ মির্জা

এরপরই বিচারক এদিন ইডির কাছে জানতে চায়, বাকিদের ক্ষেত্রে তদন্তের কি হাল হকিকত। মির্জার আইনজীবী বলেন, 'মুকুল রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে আমার মক্কেল অভিযুক্ত। অথচ মুকুল রায় বা বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী তদন্ত হচ্ছে কেউ জানে না। এতে শুধু আমরা সাফার করছি।'

যদিও ইডির আইনজীবী বলেন, মামলাটি হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে। নারদ মামলায় এসএমএইচ মির্জা গ্রেফতারও হন এবং প্রায় ৫৬ দিন জেলে ছিলেন। তাঁর আইনজীবী প্রশ্ন করেন, ৫৬ দিন ধরে তাঁর মক্কেল জেল খাটলেন, অথচ মূল অভিযুক্ত কেন গ্রেফতার হল না তা নিয়েও। আগামী ২৮ জুন ফের এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করেছে আদালত।

এই মামলায় রাজ্যের চারজন হেভিওয়েট নেতাকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। যদিও পরবর্তীতে তাঁরা জামিনও পেয়ে যান। কিন্তু শুনানির সময় তাঁদের প্রতিবারই সশরীরে হাজিরা দিতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয় আদালতের তরফে। এদিন সেইমতো মদন মিত্র, শোভন চট্টোপাধ্যায়রা হাজির হন আদালতে।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাংবাদিক ম্যাথু স্যামুয়েলের একটি স্টিং অপারেশন ঘিরে হইচই পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। একের পর এক নেতাকে সেই ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা যায়। এই মামলায় কয়েকজনকে নিয়ে হইহই চললেও, একাধিক অভিযুক্তকে নিয়ে তদন্ত কোন পথে চলছে বা আদৌ তাঁরা তদন্তের মধ্যে পড়ছেন কি না তাও স্পষ্ট নয় বলে এদিন আদালতে দাবি করেন আইনজীবী।

কর্মশ্রী প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাজেটে পেশ করা ঘোষণা মতোই চালু হল প্রকল্প। এবার গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে 'কর্মশ্রী' প্রকল্প চালু করল রাজ্য সরকার। ২০২৪ সালের বাজেটেই এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো শুরু হল কর্মশ্রী প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজও। এই প্রকল্পে ৫০ দিনের কাজ দিচ্ছে রাজ্য। ৭ জুন পর্যন্ত প্রায় ৩৮ হাজার জব কার্ড তৈরি বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথ উদ্যোগে কাজ দেয়। তবে সম্প্রতি এই ১০০ দিনের কাজের টাকা বকেয়া নিয়ে রাজ্য বারবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। রাজ্যের তরফ থেকে অভিযোগ, কেন্দ্র বাংলাকে ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে বঞ্চিত করেছে। পাল্টা কেন্দ্র ব্যাখ্যা দিয়েছে, টাকা দিলেও রাজ্য কাজের হিসাব দেখাতে পারেনি। ১০০ দিনের কাজের টাকা নয়ছয় হয়েছে। তাই নিয়ম মেনে টাকা আটকানো হয়েছে। দুই সরকারের মধ্যে তরজা যখন চরমে, সেই আবহে ভোটের আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন 'কর্মশ্রী' প্রকল্পের কথা।

এই কর্মশ্রী প্রকল্প সম্পর্কে মমতা বলেছিলেন, রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নিজেদের টাকাতেই এই প্রকল্প চালাবে। ৫০ দিনের কাজ দেবে প্রত্যেক জবকার্ড হোল্ডারকে। সেই প্রকল্পেরই বাস্তবায়ন শুরু। যে পরিসংখ্যান সামনে আসছে, তাতে ৭ জুন পর্যন্ত প্রায় ৩৮ হাজার জবকার্ড তৈরি করেছে সরকার। চলতি অর্থবর্ষে ৭৫ লক্ষ জবকার্ড হোল্ডারের টার্গেট রাজ্যের। অর্থাৎ ৫০ দিনের কাজ পাবেন ৭৫ লক্ষ মানুষ। পুরো টাকাই দেবে রাজ্য সরকার।

ভাটপাড়ায় ফের দুষ্কৃতী হানা, তিনটি সোনার আংটি ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: একেবারে ফিল্মি কায়দায় দুষ্কৃতী হানা। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পরিচিতর বাড়িতে হানা এক দুষ্কৃতীর। পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করলে তা দিয়ে অস্বীকার করে গৃহকর্তা। টাকা না পেয়ে গৃহকর্তার ছেলের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে তিনটি সোনার আংটি নিয়ে চম্পট দেয় ওই দুষ্কৃতী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে ভাটপাড়া পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের মাদরাল ব্যানার্জীপাড়ায়। ঘটনার তদন্তে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মচারী দেবায়ন দে-র বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হানা দেয় এক দুষ্কৃতী। রাস্তায় বাইক নিয়ে দাঁড়িয়েছিল আরেকজন। যদিও সেইসময় দেবায়ন বাবু বাড়িতে ছিলেন না। বাড়িতে তখন তাঁর শ্বাশুড়ি মা ছিলেন। কিছুক্ষন বসে থাকার পর ওই দুষ্কৃতী ফোন করে দেবায়নকে বাড়িতে ডাকে। দেবায়নের শ্বাশুড়ি কল্পনা চৌধুরী জানান, একজন যুবক আচমকা ঘরে ঢুকে জামাইয়ের খোঁজ করতে থাকে। বাড়িতে না থাকায় আগত যুবক জামাইকে ফোন করে। জামাই বাড়িতে এলে তাকে ঘরে আটকে রাখে। কল্পনা দেবীর অভিযোগ, জামাইকে পিস্তল দেখিয়ে ওই যুবক ভয় দেখায় এবং টাকা দাবি করে। দেবায়নের অভিযোগ, আগ্নেয়াস্ত্র বের করে ওই দুষ্কৃতী তাঁর কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করে। টাকা দিতে অস্বীকার করলে পাঁচ বছরের পুত্র সন্তানের মাথায় পিস্তল ঠেকায় ওই দুষ্কৃতী। এরপর দেবায়ন বাবুর হাতের তিনটি সোনার আংটি ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। দেবায়নের দাবি, আগত দুষ্কৃতী তাঁর পরিচিত। অভিযুক্ত নৈহাটির বাসিন্দা দেবাশীষ মুখার্জি ওরফে ছোটকা। চার-পাঁচ বছর আগে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেবাশীষ তাঁর বাড়িতে এসেছিল। তখনও তাঁর কাছে টাকা ধার চেয়েছিল দেবাশীষ। দেবায়ন আরও জানান, আজ থেকে ১২-১৩ বছর আগে পুরানো এক বন্ধুর মাধ্যমে দেবাশীষের সঙ্গে তাঁর পরিচিত হয়েছিল। তখন তিনি অবিবাহিত ছিলেন। যদিও ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে মাদরালের দে পরিবার। এদিকে ওইদিন রাতেই দেবায়ন ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযুক্ত দেবাশীষের খোঁজ চালাচ্ছে।

হালিশহরে গয়নার ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনায় ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার বিকেলে এক মহিলার সাইকেলের সামনে ঝুড়িতে রাখা গয়নার ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় কয়েকজন দুষ্কৃতী। হালিশহর চৌমাথা এলাকার ঘটনা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নামে হালিশহর থানার পুলিশ। রবিবার রাতে কল্যাণীর বেদীভবন এলাকা থেকে পুলিশ তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ ছিনতাই হওয়া গয়নাগুলো উদ্ধার করেছে। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কিনা, পুলিশ তা খতিয়ে দেখবে।

নিউটাউন ইস্যুতে সোহমের পাশে নেই দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক রেস্তোরাঁর মালিককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের তারকা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। শনিবারের এই ঘটনায় বিরোধীরা তো বটেই এমনকি দলের অনেকেও পাশে নেই তাঁর। সোহমের সঙ্গে খুবই ভাল সম্পর্ক তৃণমূলের তারকা-সাংসদ দেবের। তবে এই ঘটনাকে তিনি কোনওভাবেই সমর্থন করেন না, তাও স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন দেবও।

সোমবার তিনি শনিবারে নিউটাউনে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে জানান, 'সোহম আমার খুব ভাল বন্ধু। কিন্তু বন্ধু বলে আমি সবকিছু সমর্থন করতে পারি না। সোহমের ক্ষমা চাওয়া উচিত।' একইসঙ্গে এও জানান, 'সোহমের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, ও ঠিক কাজ করেনি।' শনিবার রাতে নিউটাউনের এক রেস্তোরাঁয় শুটিং করতে গিয়েছিলেন সোহম চক্রবর্তী। সেখানেই গাড়ি পার্কিং নিয়ে রেস্তোরাঁ মালিকের সঙ্গে বচসা বাঁধে। তাতেই কথা কাটাকাটি এবং রেস্তোরাঁ মালিকের গায়ে হাত তোলেন সোহম। সোহমের সেদিনের ঘটনার ভিডিয়ো সামনে আসতেই নিন্দার ঝড় ওঠে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

সোহম নিজের ভুল স্বীকার করেন ঠিকই। তবে একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে যে অনেক বেশি সংবেদনশীল হতেই হতো। এদিন দেবও বলেন, 'সোহম একজন জনপ্রতিনিধি। আমি ওকে বুদ্ধিমান বলে ভাবতাম। ও যা করেছে, ঠিক করেনি।'

অন্যদিকে, এই ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'সোহম চ্যাপ্টার ক্লোজড। পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন, সেটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। থানায় আদৌ কোনও অভিযোগ হয়েছিল কিনা দেখতে হবে।' মূলত সোহম ইস্যু এড়িয়েই যান কুনাল।

গরম আর আর্দ্রতায় নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষা আসতে এখনও দেরি। তার আগে আরও এক দফা গরমে পুড়ছে বঙ্গবাসী। গত কয়েক দিন ধরেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি রয়েছে। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, বাংলাজুড়ে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা। বর্ষার ঢোকার এখনও সম্ভাবনা নেই। ১৪ জুন পর্যন্ত বর্ষা আসছে না বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। এদিকে আগামী বুধবার জামাইষষ্ঠী। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, গরম আরও বাড়বে জামাইষষ্ঠীতে। তাপপ্রবাহও জারি থাকবে পশ্চিমের একাধিক জেলায়। এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এক ধাক্কায় কলকাতার তাপমাত্রা বাড়ল চার ডিগ্রি সেলসিয়াস। চল্লিশের কাছাকাছি কলকাতা। দক্ষিণবঙ্গে সোমবার ও মঙ্গলবার চরমে অস্বস্তি। আগামী তিন দিন শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে। সোমবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রা থেকে ৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। রবিবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের তুলনায় ৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

তবে উত্তরবঙ্গে মৌসুমী বায়ু ঢুকেছে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমানে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। ১৩ তারিখ দক্ষিণের সব জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমীবায়ু দেরিতে প্রবেশ করেছে।১৪ তারিখ বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া দক্ষিণের সব জেলায়। এর পশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহ চলবে আগামী ৩ দিন। কারণ, উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ভারত পর্যন্ত হিট ওয়েভ রয়েছে। তারই জেরে উত্তর-পশ্চিমের গরম হাওয়া ঢুকছে বাংলায়। তারই জেরে তীব্র গরমের দাপট চলছে সর্বত্র। বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমান-সহ পশ্চিমের জেলায় তাপমাত্রা ৪২ থেকে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে। গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম এই সমস্ত জেলায়। অন্যদিকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে তীব্র গরম সঙ্গে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি সব জেলায়। ১৪ তারিখ থেকে তাপমাত্রা কমবে। ১৪ তারিখ থেকে ১৬ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও এখনই কমছে না গরম, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত কসবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে দফায়-দফায় ফের উত্তপ্ত কসবা। শনিবারের পর রবিবার রাতেও ইন্দুপার্কে চলে বোমাবাজি। সঙ্গে চলল গুলিও। অভিযোগ, শনিবার রাতে হামলা চালায় বহিরাগত দুষ্কৃতীরা। এরপর রবিবার দুপুরে বর্তমান কাউন্সিলর লিপিকা মান্নার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানায় প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ ও তাঁর গোষ্ঠীর লোকজন। আর তারই জেরে এই হামলা বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মূলত, শনিবার রাতে রাজডাঙা ইন্দুপার্ক ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডে দফায় দফায় অশান্তি শুরু হয়। ওই ওয়ার্ড কাউন্সিলর লিপিকা মান্নার দিকে আঙুল তোলেন বাসিন্দরা। জানা গিয়েছে, এই ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভা ভোটে খারাপ ফল করেছে। আর সেই দায় লিপিকার গোষ্ঠী ঠেলছে প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ ও তাঁর অনুগামীদের দিকে। আর তাতেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি।

স্থানীয় বাসিন্দার বক্তব্য, রবিবার রাতে রাস্তার আলো নিভিয়ে বোমাবাজি করা হয়। মিলেছে গুলির শেল। বোমাবাজির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় কসবা থানায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'লিপিকা মান্নার ছেলেরা আমাদের মহিলাদের উপর অত্যাচার করছে। এক মহিলাকে মেরেছে।' অন্যদিকে, সুশান্ত কুমার ঘোষ জানান, 'নির্বাচনের ফল বেরনোর পর থেকে এই আক্রমণ চলছে। যারা এত বছর ধরে তৃণমূল করছে তাদের উপর বেছে বেছে এই অত্যাচার করা হচ্ছে। সুশান্ত ঘোষকে ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকতে দেওয়া যাবে না, এটাই ওদের উদ্দেশ্য। জেলা সভাপতি দেবাশিস কুমারকে ঘটনা জানিয়েছি। গতকাল থানায় কেন অভিযোগ জানানো হয়েছে সেই কারণে দুষ্কৃতী বাহিনী তাণ্ডব চালিয়েছে। দলীয় নেতৃত্ব ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমার অনুরোধ, আপনি নিজে ব্যাপারটা দেখুন, নাহলে বড় ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

বিনা টিকিটে যাত্রা রুখতে অভিযান, বিপুল জরিমানার অর্থ রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেলকে ফাঁকি নয়! টিকিট চেকিংয়ের বিশেষ অভিযান চালাল ভারতীয় পূর্ব রেল। উদ্দেশ্য একটাই যাত্রীদের বিনা টিকিটে ট্রেনে যাত্রা প্রতিরোধ করা। এই অভিযানের মাধ্যমে পূর্ব রেল তরফে যাত্রীদের সচেতনও করা হয়। সময়ের দোহাই দিয়ে টিকিট ক্রয় না করার অজুহাত অনেকেরই। তবে তার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রেল। সময় সাশ্রয় করতে বেশিরভাগ স্টেশনে বসানো হয়েছে টিকিট কাটার এটিভিম মেশিন চালু হয়েছে অন মোবাইল অ্যাপও।

বর্তমানে, লোকাল ট্রেনের টিকিটের ন্যূনতম মূল্য মাত্র ৫ টাকা এবং ১০ টাকা মূল্যেও বহুদূর অবধি ট্রেনে যাওয়া যায়। সড়কপথে বা অন্য মাধ্যমে গেলে খরচের পরিমান তার তিন থেকে চারগুণ পড়বে। কিন্তু সেটুকু টাকা দিতেও যাত্রী সাধারণের এত গড়িমশি কেন, তা রীতিমতো ভাবাচ্ছে রেলকে।

পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে সঠিক মূল্যের টিকিট কেটে ট্রেনে নির্ঝঞ্ঝাট যাত্রা উপভোগ করুন। এখন দেখার কবে টনক নড়ে রেল যাত্রী একাংশের।

বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী

হাওড়া বিভাগে ধৃত যাত্রীর সংখ্যা ৬৫,৪০০ জন। সংগৃহীত জরিমানা ২.৪৩৯ কোটি টাকা।

শিয়ালদহ বিভাগে ধৃত যাত্রীর সংখ্যা ৫৮,৬০০ জন। সংগৃহীত জরিমানা ১.৭৭০ কোটি টাকা।

আসানসোল বিভাগে ধৃত যাত্রীর সংখ্যা ৪৫,৭০০ জন। সংগৃহীত জরিমানা ২.৬৯৪ কোটি টাকা।

মালদা বিভাগে ধৃত যাত্রীর সংখ্যা ১১,২০০ জন। সংগৃহীত জরিমানা ০.৬৬৯ কোটি টাকা।

পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, হাওড়া-শ্রীরামপুর ব্যান্ডেল-শেওড়াফুলি, শিয়ালদা-নৈহাটী, শিয়ালদহ-ক্যানিং, দুর্গাপুর-আসানসোল যাতায়াত করতে যেখানে ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা ভাড়া লাগে, সেখানে বাসে যেতে আনুমানিক ৪০ টাকা -৭০ টাকা খরচ পড়ে। বিনা টিকিটে যাত্রা করলে জরিমানা হিসেবে ন্যূনতম ২৫৫ টাকা দিতে হয়। এছাড়াও অতিরিক্ত খরচের সঙ্গে যাত্রীদের মর্যাদা ও সম্মান হানি হয়, জেনেও কিছু মানুষ রেলের এই সামান্য ভাড়াটুকু দিতেও রাজি নয়।

পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে এই অভিযানের মাধ্যমে যাত্রীদেরকে সঠিক মূল্যের টিকিট ক্রয় করার অনুরোধ করা হচ্ছে। পূর্ব রেল বছর ব্যাপী টিকিট চেকিং অভিযান চালাচ্ছে এবং মে মাসেও অভিযানের অংশ হিসেবে পূর্ব রেলের চারটি ডিভিশনে (হাওড়া, শিয়ালদা, মালদা, আসানসোলে) প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৯০০-র মতো বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী যাত্রী ধরা পড়েছে। আর যার ফলস্বরূপ পূর্ব রেলওয়ে প্রায় ৭ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩০০০০ হাজার জরিমানা হিসেবে সংগৃহীত করেছে। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,

পূর্ব মেদিনীপুরে নতুন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব মেদিনীপুরের নতুন জেলাশাসক হলেন পূর্ণেন্দু কুমার মাঝি। রবিবারই, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসককে বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নবান্ন। যদিও, নতুন জেলাশাসকের নাম ঘোষণা হয়নি। এরপর সোমবারই পূর্ব মেদিনীপুরের নতুন জেলা শাসকের নাম ঘোষণা করা হয়।

প্রসঙ্গত, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক হিসেবে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে জয়শ্রী দাশগুপ্তকে নিয়োগ করা হয়েছিল। আদর্শ নির্বাচনী বিধি উঠে যেতেই রদবদল শুরু করা হল জেলা প্রশাসনে। জয়শ্রী দাসগুপ্তকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা রবিবারই জানানো হয়। তাঁকে পাঠানো হয় পার্সোনাল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দফতরে। অন্যদিকে, ১৯৯৫ ব্যাচের ডব্লুবিসিএস অফিসার পূর্ণেন্দু কুমার মাঝিকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক পদে নিয়ে আসা হল। তিনি স্টেট ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের এমডি পদে ছিলেন। নবান্ন একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নতুন জেলাশাসকের নাম ঘোষণা করে।

গত প্রায় তিন বছর পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক ছিলেন পূর্ণেন্দু মাঝি। তাঁকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তনবীর আফজলকে। লোকসভা নির্বাচনের সময় তনবীরকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় জয়শ্রীকে। ভোট মিটতেই জয়শ্রী দাশগুপ্তকে সরিয়ে আবার দায়িত্ব দেওয়া হল পূর্ণেন্দু মাঝিকে। লোকসভা নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি শুরু হতেই একাধিক জেলায় প্রশাসনিক কর্তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের তরফে। একাধিক জেলার এসপি, ওসি বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কমিশন। পুরুলিয়ার জেলার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কন্টাইয়ের এসডিপিও দিবাকর দাস, ভূপতিনগর থানার ওসি গোপাল পাঠক এবং পটাশপুর থানার ওসি রাজ কুণ্ডুকে সরিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।

এদিকে ভোটের মাঝেই এই প্রশাসনিক রদবদল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের অঙ্গুলিহেলনে প্রশাসনিক পদে এই রদবদল করছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, আগামী মঙ্গলবার লোকসভা নির্বাচন মেটার পর প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। পুলিশের এসপি, সিপি, আইজি, ডিআইজি পদমর্যাদার অফিসারদের সেদিনের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখরের যুগেও সকলে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের প্রশংসা করতেন

রবীন্দ্রনাথ শুধু নাট্যকার নন, নট ও নির্দেশকও। মনে করা হয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তিনিই নতুন ধারার থিয়েটারের পথিকৃৎ। কয়েকটি ছাড়া তাঁর লেখা সব নাটকই তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়েছিল। নিরন্তর নিষ্ঠা ও অনুধ্যানে গড়ে উঠত তাঁর প্রতিটি প্রযোজনা পর্ব। এ ব্যাপারে তিনি যেমন জোর দিতেন, তেমনই আবার খুঁতখুঁতেও ছিলেন। সাধারণ দর্শকের সমক্ষে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি প্রতিভা-তে প্রথম আবির্ভূত হলেও তার আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে অলীকবাবুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ বিষয়ে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে তিনি বলেছেন, 'বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের সখ ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ-কার্যে আমার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। আমার এই বিশ্বাস অমূলক ছিল না, তাহা প্রমাণ হইয়াছে।' এর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানময়ী গীতিনাট্যে মদনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনয় বিষয়ে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-কথা থেকে জানা যায় যে, ঠাকুরবাড়ির একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিবাহ-উৎসব নামে একটি গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ নারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। আর একবার খ্যাতনামা অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির সঙ্গেও তাঁকে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল। যৌবনে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে ভাবাবেগের প্রাবল্য দেখা যেত। তাঁর নিজের মত ছিল যে, 'অভিনয়ে কিছু তেজস্বিতা বরং ওভারএকটিং ভাল, যাহাতে অভিনেতার আত্মাভিমানজনিত সঙ্কোচের যে অভ্যাস দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া ও দর্শকের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে।' (রবীন্দ্র-কথা, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)। ১৯০০ সালের ১৬ ডিসেম্বর সঙ্গীত সমাজের উদ্যোগে অভিনীত বিসর্জন-এর রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় দেখে যতীন্দ্রমোহন বাগচী লেখেন, তসে আমার জীবনের এক অপূর্ব উন্মাদনী অভিজ্ঞতা। কবিবরের রঘুপতির অভিনয় দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া গেলাম।দ ১৯১১-তে রাজা-র অভিনয় দেখে সীতা দেবী লিখেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুরদা সাজিয়া ছিলেন।... ঠাকুরদারূপী কবিবরের নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।' অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য, এবং গানগুলি আমাকে অভিভূত করেছিল।' ১৯৩৫-এ ৭৪ বছর বয়সে কলকাতায় রাজা-র পরিবর্তিত রূপ অরূপরতন-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার ভূমিকায় মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। যাতে তাঁর পরিহাসপ্রিয়তা ও সঙ্গীতরসিক রূপটিকে দেখা যায়। তবে তাঁর শেষ বয়সের অভিনয়ে ছিল সংযমশাসিত শান্তি ও জ্ঞানের অবিচল স্থিতি। সাধারণ নাট্যশালায় গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখরের যুগেও কলকাতার শিক্ষিত সমাজ রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে।

আনন্দকথা

এরূপ কথাবার্তার পর মাস্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সদর ফটক পর্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনি ফিরিলেন। আবার নাটমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত।

ঠাকুর সেই ক্ষীণালোকমধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন। একাকী — নিঃসঙ্গ। পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে কাকী বিচরণ করিতেছেন! আত্মারাম; সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালবাসে! অনপেক্ষ!

অবাক্ হইয়া মাস্টার আবার সেই মহাপুরুষদর্শন করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আবর যে ফিরে এলে?

মাস্টার — আজ্ঞা, বোধ হয় বড়-মানুষের বাড়ি — যেতে দিবে কি না; তাই যাব না ভাবছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

লালুপ্রসাদ যাদব

১৯৪৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ লালুপ্রসাদ যাদবের জন্মদিন।
১৯৫১ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুবোধকান্ত সহায়ের জন্মদিন।
১৯৬৮ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

হ্যাটট্রিক নরেন্দ্র মোদি

প্রদীপ মারিক

দেশবাসী তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করলেন নরেন্দ্র মোদিকে। দেশবাসী মনে করেন নরেন্দ্র মোদি গণতন্ত্রের যোগ্য পুরোহিত। দেশের মানুষ এনডিএ-তেই তাদের আস্থা রাখল টানা তৃতীয়বার। ভারতের ইতিহাসে বিজেপির এক ঐতিহাসিক কীর্তি। কারণ ভারতীয় রাজনীতিতে কোনও দলের পক্ষে এই ধরনের ধারাবাহিক সাফল্য পাওয়া বিরল। সেই ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রাখলেন মোদি। মোদি বললেন, 'আমাদের এই জোট ভারতের আত্মা, শেকড়ের প্রতিবিম্ব। আমরা সর্বতভাবে সংবিধানের প্রতি সমর্পিত। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভোট পূর্ব জোট এতটা সফল হয়নি আগে। সরকার চালানোর জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন, গণতন্ত্রের সেটাই নিয়ম। কিন্তু, দেশ চালানোর জন্য দেশের মানুষের সমর্থনের প্রয়োজন পড়ে। আমাদের কাছে সেটাই রয়েছে তাই দেশের উন্নতিতে আমরা কোনও কসুর বাকি রাখব না। এন.ডি.এ সবচেয়ে সফল জোট। ভারতের রাজনীতিতে এটি একটি অর্গানিক জোট।' তিনি আরো বলেন, 'আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আগামী ১০ বছরে এই জোট সুশাসন, বিকাশ, মহিলা ক্ষমতায়ন, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্তের জীবনে সরকারের দখল কমিয়ে আনবে। সমস্ত দলের জনপ্রতিনিধি আমার জন্য সমান। সবাইকে বুকে টেনে নিতে কখনও কার্পণ্য করিনি। যে দলগত ভাবনা থেকে, তৃণমূল স্তর থেকে আমরা কাজ করেছি, সেটাই আমাদের জোট মজবুত করেছে। কেবলমাত্র হাত নেড়ে-ছবি তুলে, জোটবদ্ধ প্রমাণ করতে চাইনি। স্থানীয় এবং জাতীয় স্তরের চাহিদা এবং আকাঙ্খাগুলির মধ্যে সমন্বয় থাকা বাঞ্ছনীয়।' এটাই তো প্রকৃত দেশ নেতার কাজ। কারণ তিনি সকল জনপ্রতিনধিদের সমান চোখে দেখেন। তার এই কথায় প্রত্যেক ভারতবাসীর গর্ব হওয়া উচিত। গণতন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে একটি গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ধারণা। গণতন্ত্রের মূল্য রাজনৈতিক সমতার মূল নীতির উপর নির্ভর করে। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের প্রতি মর্যাদা এবং সম্মান দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থার বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতা দিয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে সুষ্ঠ আন্দোলন দেশের উন্নতির পক্ষে। কারণ গণতন্ত্র মানেই একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণ বা রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভারতবাসীকে পূর্ণ গণতন্ত্রের মর্যাদা দিতে পেরেছে একমাত্র নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। নরেন্দ্র মোদি একটার পর একটা উন্নয়নের কাজ দেশের জনগণ সদরে গ্রহণ করছে এটা আবার প্রমাণিত। বিরোধীদের কাজই তো বিরোধিতা করা, গণতন্ত্রের মন্দিরে দাঁড়িয়ে তারা বিরোধিতা করবেন এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সেটা হওয়ায় উচিত গঠন মূলক বিরোধিতা। ইন্ডি জোট ঘোঁট বিভিন্ন ভাবে সংসদ অচল করে দিতে চাইবে, তাই সজাগ থাকতে হবে বিজেপি সহ সমস্ত শরিকদের, একটা ছোট্ট ভুলও যেন না হয়। সংসদে এ বার কঠিন লড়াই, মোদি সরকার কে বিচক্ষণতার প্রমান করতে হবে। ২০২৪ সালে বিরোধী পক্ষ বিভিন্ন ভাবে বাধা সৃষ্টি করবে, কিন্তু দেশের স্বার্থে তাদেরকেও বোঝাতে হবে। বিরোধী দলগুলির প্রধান দায়িত্ব হল প্রশাসনের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে প্রশ্ন করা, বিদ্যমান আইনে পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া এবং যারা অন্য পক্ষকে সমর্থন করেছিল তাদের স্বার্থে কথা বলা। সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই বিরোধী দলগুলি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। বিরোধী দলগুলি ক্ষমতাসীন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত, নীতি এবং কাজগুলি যাচাই করে। তারা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং সরকারকে তার কাজের কৈফিয়ত আদায় করে। বিরোধী দলগুলি সামাজিক সমস্যার জন্য অন্যান্য আইন, নীতি এবং পন্থা উপস্থাপন করে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে, তারা আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার প্রচার করে এবং দেশের উন্নতির জন্য নিজেদের দায়বদ্ধতা বজায় রাখে। সরকারী বিল এবং উদ্যোগগুলি বিরোধী দলগুলি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়, যারা কোনও ত্রুটি, বাদ দেওয়া বা সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবগুলি নির্দেশ করে আইনের দক্ষতা এবং ন্যায়সঙ্গততা উন্নত করতে, তারা পরিবর্তন এবং উন্নতির পরামর্শ দেয়। সংসদীয় অধিবেশন চলাকালীন, বিরোধী দলগুলি সরকারের মন্ত্রীদের উত্তর, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা পেতে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করতে পারে। এই পদ্ধতি সরকারকে উচ্চ শাসনের মানদণ্ডে ঠেলে দেয় এবং তথ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করে, দেশের গণতন্ত্র মজবুত হয়। বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদীয় কমিটিতে বসেন যেগুলি বিশেষ সরকারী কার্যক্রম বা নীতি ডোমেইন তত্ত্বাবধানের ভূমিকায় থাকে। তারা সরকারের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে, নীতিমালা মূল্যায়ন করে এবং বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সংস্কারের জন্য পরামর্শ প্রদান করে। আউটরিচ প্রোগ্রাম, পাবলিক ইভেন্ট এবং প্রচারণার মাধ্যমে, বিরোধী দলগুলি সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগ করে। তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণকে উদ্দীপিত করে, তাদের ধারণার জন্য সমর্থন তৈরি করে এবং রাজনৈতিক উদ্বেগ সম্পর্কে জনসাধারণের বোঝা বাড়ায়। একটি শক্তিশালী বিরোধী দল ক্ষমতাসীন দলকে জনগণের দাবি ও উদ্বেগের প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য করে। সরকারগুলি জনগণের স্বার্থে কাজ করতে আরও অনুপ্রাণিত হয় যখন তারা সচেতন যে তাদের সিদ্ধান্তগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করা হবে এবং চ্যালেঞ্জ করা হবে। প্রশাসনকে তার কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে বিরোধী দলগুলি অপরিহার্য। তারা তথ্য অনুসন্ধান করে সংসদীয় প্রশ্ন, বিতর্ক এবং অডিট কমিটি সহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা প্রচার করে। লোকসভার বিরোধী দলনেতার ভূমিকা সংসদীয় রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের পাবলিক আকাউন্ট কমিটি, পাবলিক আন্ডারটেকিং এবং যৌথ সংসদীয় কমিটির সদস্য হন তিনি। সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন, সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন, সিবিআই ডিরেক্টর, জাতীয় মানবাধিকার সংগঠনের চেয়ারপার্সন, লোকপাল বাছার যে কমিটিতেও সামিল থাকেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সংসদ ভবনে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের উপস্থিত মনে করিয়ে দেবে ভারতবর্ষ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ টানা তৃতীয় বার ভারতবাসীর দায়িত্বে। মোদির নেতৃত্বই দেশের গৌরব এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। আগামী পাঁচ বছর এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে এবং বৈশ্বিক মঞ্চে একটি গতিশীল ও প্রগতিশীল জাতি হিসেবে ভারতের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করার জন্য খুবই গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে উঠবে। ভারতকে আবার জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসনে নিয়ে যাবে মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার।

স্বাদে সীতাভোগ

তন্ময় কবিরাজ

যাকে নিয়ে গল্প তাকে খুঁজতে হলে বর্ধমান স্টেশনে নেমে হেঁটে আসতে হবে কার্জন গেট চত্বর। রেল স্টেশন থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। চারদিকে ব্যস্ত জীবন। চারমুখী রাস্তা। একদিকে উল্লাস হয়ে সোজা মহানগর কলকাতা চলে যাচ্ছে, অন্যদিকে নবাবহাট হয়ে দুর্গাপুর,তার আগে পড়বে গণেশ মিষ্টান্ন ভান্ডার।আর একটি রাস্তা সোজা ডাক্তার পাড়া খোশবাগান,পথেই দেখা হয়ে যাবে নেতাজি ও ইন্ডিয়ান সুইটস, উল্টোদিকের রাস্তাতে কোর্ট চত্বর , বাবুর দোকান। এই ছোটো ভৌগলিক বর্ণনাতে সব দোকানেতেই ট্রেতে রাখা দুধ সাদা সীতাভোগ, আজকের গল্পের নায়িকা, পাশে গল্পের হিরো,অবশ্যই সিতাভোগের দোসর মিহিদানা। তবে বর্তমানে বর্ধমান শহরে সীতাভোগের জনপ্রিয়তায় রাধাবলভ ও বৈজ্যনাথ তো আছেই। শুধু সীতাভোগের জন্য দূরপাল্লার ট্রেন থেকে নেমে যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মের হকার স্টল থেকেই সীতাভোগ কেনার জন্য হুড়োহুড়ি পরে যায়। আবেগ এতোটাই বেশি যে, কোয়ালিটি কোয়েন্টিটি যাই হোক না কেন, বাড়ি ফেরার সুখে সীতাভোগের মিষ্টিমুখ আলাদাই তৃপ্তি এনে দেয়। সীতাভোগ তাই মান অভিমানের হালকা রোমান্স। আবেগের সমার্থকও বলা যেতেই পারে। সবুজের বুক চিরে সৌরভের দাদাগিরি যেমন চলতো একসময়, মিষ্টিপ্রিয় বাঙালিও মধুমেহকে তোকাক্কা না করে ভরসা রেখেছে সীতাভোগে, কারন এ দিল মাঙ্গে মোর। সীতাভোগের জনপ্রিয়তা আজ বাংলা ছাড়িয়ে বিদেশেও। বাংলাদেশ, দুবাইয়ের সীতাভোগের চাহিদা রয়েছে। সেখানে জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। সীতাভোগ যেমন সংসারের শান্তি, তেমনই বাণিজ্যে লক্ষ্মী। সীতাভোগ চাল, ছানা, দুধ চিনি সহযোগে প্রস্তুত করা হয়। সিতাস প্রজাতির গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে তৈরি করা হয় বলে এর সুগন্ধ এতো বেশি। নবদ্বীপ হালদার মজা করে বলেছিলেন, 'বাগবাজারের রসগোল্লা, ভীম নাগের সন্দেশ/বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা দরবেশ।' ইতিহাস বলছে, সীতাভোগের জন্ম ১৯০৪ সালে। জনক ভৈরবচন্দ্র নাগ। বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে অতিথি আপ্যায়নের মাধ্যম হিসাবে সীতাভোগের পথ চলা শুরু। তখন বড়লাট জর্জ ন্যথানিয়েল কার্জন বিজনচাঁদ মহতাবকে মহারাজ খেতাব দিতে আসেন বর্ধমানে। কার্জনকে খুশী করতে সীতাভোগ বানাতে বলা হয়। পরে কার্জন সাহেবও সীতাভোগের স্বাদে মোহিত হয়ে যথেষ্ট সুখ্যাতি করেছিলেন। সেদিন বর্ধমানের গোলাপবাগে বসেছিল অতিথি আপ্যায়নের অনুষ্ঠান। কার্জন পুরস্কারও দিয়েছিলেন। তবে সময় বদলে গেছে। ফিউশন মিষ্টির সঙ্গে সাবেক মিষ্টির প্রতিযোগিতা চলছে। ফলে চাহিদা থাকলেও বিভিন্ন কারনে বিক্রিবাটাতে কিছুটা ভাটা তো পড়েইছে। তাছাড়া, সীতাভোগ, মিহিদানা আঞ্চলিকভাবে কদর থাকলেও এদের বাজার সেভাবে বিস্তৃত হয়নি। ফলে প্রতিযোগিতায় কিছুটা ব্যাকফুটে সীতাভোগ। সাজানো কাপপ্লেটের মত শোভা দিচ্ছে। লড়াই করে বাঁচতে হচ্ছে এই সীতাভোগকে। বর্ধমান শহরের এক প্রসিদ্ধ মিষ্টি ব্যবসায়ী বলছেন, সীতাভোগ রাজঘরানার খাবার। আজ যেহেতু রাজা নেই তাই খাবারের প্রতি সেই টানও ক্রমশ কমছে। সাধারণের কথা ভেবে মিষ্টি তৈরি করতে গিয়ে দ্রব্যমূল্যের বাজারে সমস্যা হচ্ছে। মান ধরা রাখা এক মস্ত সমস্যা। ফলে ঘি আর ডালডার বিতর্কে এক শ্রেনীর মিষ্টি প্রেমী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বিশ্বাসের অভাবে কেউ আর সাহস পাচ্ছে না কিনতে। বিক্রেতারা দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। সীতাভোগের বিকল্প হিসাবে ক্রেতা ট্র্যাডিশনাল রসগোল্লা, লর্ডস, কালাকাদের উপর বেশি ভরসা রাখেন। অন্যদিকে, সীতাভোগের ধর্মীয় গুরুত্ব সেভাবে নেই। মাখা সন্দেশ যেমন পূজো অর্চনাতে আবশ্যিকভাবে বিগ্রহের পাশে শোভা পায়, সীতাভোগের কপাল এখনও সেভাবে খোলেনি। দানাদার অনেকদিন ধরে রাখা যায়। সীতাভোগের ক্ষেত্রে সেটাও সম্ভব নয়। অনেকে বানিয়ে ফ্রিজে রাখলে সেটা শক্ত হয়ে যায় আর স্বাদেরও রদবদল ঘটে। সীতাভোগ ঠিক আম আদমির নাগালে আসছে না। অথচ এই সীতাভোগের একসময় প্রশংসা করেছিলেন পন্ডিত জহরলাল নেহেরু থেকে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। মানুষ তখন খোলা মনে খেত। রোগের ভয় ছিল না। মানুষকে খাওয়াতে মানুষ ভালবাসত। বাড়িতে টোটকা করলেই রোগ সেরে যাবে। এখন ভেজালের যুগ। অতি সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ পাচ্ছে, ভারতের মসলায় ক্যান্সারের মত মরণ রোগের উপাদান রয়েছে। তাই নেপাল, ব্রিটেন সহ ইউরোপের অনেকে দেশেই ভারতের মশলা নিষিদ্ধ। মিষ্টির ক্ষেত্রেও তাই, শুধু কারন আলাদা। আগে বাড়ি এলে কাঁচের প্লেটে রসগোল্লার সঙ্গে যেকোনো এক প্রকার মিষ্টি থাকবেই, সেটা বিয়ের দেখাশোনা হোক বা নিমন্ত্রণ রক্ষা করা। সেই অর্থে সীতাভোগ ডানপন্থী বলা যেতেই পারে। গরীব সাধারন ৫০-১০০ গ্রাম শখ করে কালে ভদ্রে খেল সেটা আলাদা ব্যাপার। তবে বলা হয়, রামায়ণের সঙ্গে এই সীতাভোগের সম্পর্ক রয়েছে। সীতার নাকি প্রিয় ছিল এই সীতাভোগ, আর সেখান থেকেই নাম হয়েছে সীতাভোগ। সীতাভোগের ইতিহাস কথা ১৯৭৬ সালে ১৫ নভেম্বর তারিখে রেডিওতে সম্প্রচারিত হয়। ২০১৭ সালে জিআই ট্যাগ অর্জন করে বর্ধমানের এই সুন্দরী। সাহিত্যের পাতাতেও সীতাভোগের কথা বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে লেখা আছে, 'ছেলেগুলি মিহিদানা, সীতাভোগ লইয়া ভনতা খেওয়ালিতে আরম্ভ করিল।' যদিও ইতিহাসবিদ কে. টি. আচায়ার সীতাভোগের উৎপত্তি সম্পর্কে আর একটি সমান্তরাল ধারণার জন্ম দিয়েছেন। ভাষাবিদ সুকুমার সেনের দাবি অবশ্য অন্যরকম। পরিবেশবিদ দেবল দেব বলছেন, সীতাভোগ যে চাল থেকে তৈরি হতো সেটা আর পাওয়া যায় না। তবে ইতিহাস বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, বাঙালির ফ্যান্টাসিতে সীতাভোগ যে চিরকাল থেকে যাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রজনীকান্ত সেনও তাই মিহিদানা সীতাভোগ নিয়ে তাঁর সরস মন্তব্য করেছেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রানিগঞ্জে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার এক

পুলিশ অফিসারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ব্যবসায়ী মহল থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: এক পুলিশ অফিসারের সাহসিকতায় পুলিশের প্রতি আস্থা বেড়েছে কয়লাঞ্চলে, মত রানিগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের।

রবিবারের রোমহর্ষক ডাকাতির ঘটনায় ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খনি অঞ্চলে। দোকানে সোনা লুটপাটের পর ঠিক পালানোর আগেই শ্রীপুর ফাঁড়ির এক পুলিশ আধিকারিক নিজের জীবন বাজি রেখে একেবারে সিনেমার হিরোর মতো ডাকাত দলের বিরুদ্ধে একাই গুলির লড়াইয়ের ছবি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তেই পুলিশের প্রতি অনেকেরই চিন্তা ভাবনা পাল্টেছে।

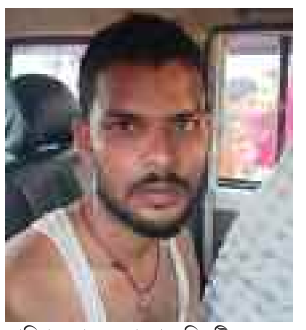

রানিগঞ্জ শহরে পরপর তিনটি বড়সড় দুষ্কৃতীমূলক ঘটনায় পুলিশ সফলভাবে দুষ্কৃতীদের লড়াই করে সফলতা পাওয়ায় অনেকেই মনে করছেন পুলিশ প্রশাসন সজাগ ও সচেতন থাকলে অনেকটাই রোখা যাবে দুষ্কৃতীমূলক কাজ। অন্তত, কয়লা অঞ্চল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন মানুষজনের পুলিশ প্রশাসনের সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে এরকমই কথা উঠেছে যে সকলের কাছ থেকে।

ইতিমধ্যেই রানিগঞ্জ অঞ্চলে ২০২২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রামবাগান এলাকায় এক ডাকাতির ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে ডাকাত দলের গুলির লড়াই সেই মুহূর্তে তিন ডাকাত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পরবর্তীতে রানিগঞ্জে এক শিল্পপতির নাতিকে অপহরণের পর ছেড়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতী, সে ক্ষেত্রেও পুলিশ প্রশাসনের ব্যাপক সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে। একই ভাবে এবার রানিগঞ্জে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় আবারও নায়কের ভূমিকায় সেই পুলিশ। নিজের জীবনের পরোয়া না করে সাতজন দুষ্কৃতীর সঙ্গে লড়াই করে পুলিশের ওই আধিকারিক, এক ডাকাত আহত হয় পরবর্তীতে পুলিশ প্রশাসন তাদের ধাওয়া করে, ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলার সারিয়ার জঙ্গল থেকে দুষ্কৃতীর ছিনতাই করা চারচাকা গাড়ি ও বেশ কিছু কার্তুজ সহ, লুট করা বেশ কিছু সোনার গয়না সমেত উদ্ধার করে এক ডাকাতকে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে আসানসোল জেলা আদালতে সোমবার তাকে হাজির করলে বিচারক ধৃতকে পুলিশি হেপাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ দেন। পুলিশের এই সফলতা লক্ষ্য করে আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ তথা সিপিআইএমের বর্ষীয়ান নেতা বংশ গোপাল চৌধুরী পুলিশের ভূমিকায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকায় স্বভাবতই খুশি ব্যবসায়ী। যদিও প্রত্যেকেই রানিগঞ্জ ও সমগ্র শিল্পাঞ্চল কয়লা অঞ্চলে আরো বেশি করে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে ঘটনাস্থলে আতঙ্কের পরিবেশ জারি রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন তদন্তের স্বার্থে ঘটনাস্থলের চারপাশ ঘিরে দিয়েছেন ব্যারিকেড দিয়ে, পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা ঘন ঘন ঘটনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চালাচ্ছেন খোঁজ- তল্লাশি। জানা গেছে, সোমবার বিকেলে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার পরিদর্শন করেন ঘটনাস্থল।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ই-মেল আইডি- sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩০.০১.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সবির খান,** পিতা নাদির খান এবং শ্রীমতি ইভানা মুফতি স্বামী সারিরখান ,৪৪৯/এ/২, জি টি রোড, টাওয়ার -২, ফ্ল্যাট নং ২৪এইচ, ২৫তম তল, টাইপ- এইচ, মৌজা : মাহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলি, কলকাতা : ৭১২২০২, কলকাতা প্রয়াগের নিকট, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৭,৬১,৫২১.০০ (সাঁইত্রিশ লাখ একষট্টি হাজার পাঁচশো একুশ টাকা) টাকা ৩০.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৭ জুন ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **৩৭,৬১,৫২১.০০ (সাঁইত্রিশ লাখ একষট্টি হাজার পাঁচশো একুশ টাকা) টাকা ৩০.০১.২০২৪ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট অ্যাপার্টমেন্ট নং ২৪এইচ কার্পেট এরিয়া ৫৩৩ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া ৬৬৩ বর্গফুট (ব্যালকনি/বারান্দা এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৮৪ বর্গফুট এবং ১ মোটর কার ঢাকা স্পেস একতলায় উক্ত হাউসিং কমপ্লেক্সে, এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত কমবেশি ২৫তম তলে টাওয়ার নং ২ হাউসিং কমপ্লেক্স নিউ কলকাতা প্রয়াগ অব অ্যালকোভ স্থিত। উক্ত ফ্ল্যাট পরিমাণ মোট এরিয়া ৬.৮৫৪১ একর, কমবেশি অবস্থিত এলআর দাগ নং ১৩৩৫৩, ১৩৩৫৪, ১৩২৩৮, ১৩২৩৯, ১৩৩৫১ এবং ১৩৩৫২ সমুদয় নথিভুক্ত এলআর খতিয়ান নং ১১৩৩১ (হ্যাপি নিকেতন প্রা.লি.এর নামে) মৌজা : মাহেশ, জেএল নং ১৫, থানা : শ্রীরামপুর, হোল্ডিং নং ৪৪৯/এ/২, জি টি রোড, ওয়ার্ড নং ১৯ এবং ২০, শ্রীরামপুর পুরসভা অধীন, জেলা : হুগলি,পিন : ৭১২২০২, পশ্চিমবঙ্গ।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ১০৩৫৮৮ থেকে ১০৩৬৩৪, দলিল নং ০৬০৫০৪০৮৯ -২০২৩ সালের। সম্পত্তি শ্রীমতি ইভানা মুফতি স্বামী শ্রী সাবির খান এবং শ্রী সাবির খান পিতা শ্রী নাদির খান এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : বেঙ্গল লক্ষ্মী কটন মিল রোড, দক্ষিণে : জগন্নাথ ঘাট লেন এবং অন্যান্যর সম্পত্তি,পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : শিবতলা লেন এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৭.০৬.২০২৪
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

বৈঙ্ক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসাত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু:
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি(গুলি) প্রদানপূর্বক নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ-কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি/গুলি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তি/পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকা এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/জামিনদার এর নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টা.)
সহ-ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী রুমা দে এবং প্রয়াত প্রণব কুমার দে-এর বৈধ উত্তরাধিকারী **শাখা: শিশিরকুঞ্জ**	জয়া অ্যাপার্টমেন্টের প্রথম ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ''এ''-এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার জেএল নং-৪১, রে. সা. নং-২৪২, তৌজি নং-১৪৬, আরএস দাগ নং-৪৬৫, আরএস খতিয়ান নং-৪৬২, এলআর খতিয়ান নং-৫৭০/১, এলআর দাগ নং- ৫৮৮, হাল এলআর খতিয়ান নং ৪১৩২, দক্ষিণ পাড়া রোড হোল্ডিং নং ১০০/১২ মৌজা- হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগনা, প্রণব কুমার দে -এর নামে (ডিড অফ কনভেয়েন্স নং আই-৫০৩২/১৭)। জমির সীমানা: **উত্তর**- ড. কে কে হালদার ও লিলি হালদার। **দক্ষিণ**- শ্রী শঙ্কর দাসের বাড়ি। **পূর্ব**- ১৪ ফুট প্রশস্ত পৌর সড়ক। **পশ্চিম**- আরএস দাগ নং ৪৬৩ এর জমি। ফ্ল্যাটের সীমানা: **উত্তর**- উন্মুক্ত আকাশ। **দক্ষিণ**- উন্মুক্ত আকাশ। **পূর্ব**- উন্মুক্ত আকাশ। **পশ্চিম**- লবি, সিঁড়ি, লিফ্ট তারপর ফ্ল্যাট নং- বি।	১) ০৫/০৪/২০২৪ ২) ০৭/০৬/২০২৪ ৩) **১৪,৫১,৮৮১/- টাকা** (চোদ্দো লক্ষ একান্ন হাজার আটশত একাশি) **০৫-০৪-২০২৪ তারিখ অনুযায়ী**
ঋণগ্রহীতা: শ্রী প্রসূন চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীমতী সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী **শাখা: শিশিরকুঞ্জ**	মৌজা- হরিহরপুর, পরগনা- আনোয়ারপুর, জে.এল. নং ৪০, তৌজি নং- ১৪৬, আরএস নং- ১১৯, খতিয়ান নং. ৩২৩, আর.এস. খতিয়ান নং- ৬৬৭, এলআর খতিয়ান নং ১৫০৩, হাল এলআর খতিয়ান নং- ৭৮৮৫, আরএস দাগ নং- ২০৮ এবং এলআর দাগ নং- ৯৫৪, হোল্ডিং নং- ৪০৪/১, ঋষি বঙ্কিম সরণি, ওয়ার্ড নং- ০৯, থানা- বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা-তে অবস্থিত মোট কমবেশি ৩ কাঠা ১০ বর্গফুট এলাকা সহ আবাসিক দুই তলা ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধকের সম্প্রসারণ, যার সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস বারাসত, বারাসত পৌরসভার মধ্যে শ্রী প্রসূন চক্রবর্ত্তীর নাম (স্বত্ব দলিল নং আই-৩৯৬৭/২০১২)। **বিল্ডিং সহ ২ কাঠা ১০ বর্গফুট জমির সীমানা: উত্তর**- প্লট নং ''ডি''। **দক্ষিণ**- প্লট নং ''বি'' এবং সাধারণ স্থান। **পূর্ব**- প্লট নং ''এ'' এবং ''এ১''। **পশ্চিম**- প্লট নং ''বি''। **১ কাঠা খালি জমির সীমানা: উত্তর**- আরএস দাগ নং ৫৫৭। **দক্ষিণ**- প্লট নং ''এ''। **পূর্ব**- ৬ ফুট সাধারণ পথ। **পশ্চিম**- প্লট নং ''ডি''।	১) ২৭/০২/২০২৪ ২) ০৭/০৬/২০২৪ ৩) **১৮,৩৫,৬৭৭/- টাকা** (আঠারো লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত সাতাত্তর) **২৭-০২-২০২৪ তারিখ অনুযায়ী**

তারিখ: ০৭.০৬.২০২৪
স্থান: শিশিরকুঞ্জ

স্বা/- চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SVC CO-OPERATIVE BANK LTD.

লিগাল অ্যান্ড রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
এসভিসি টাওয়ার, জওহরলাল নেহরু রোড, ভাকোলা, সান্তাক্রুজ পূর্ব, মুম্বই : ৪০০ ০৫৫, ফোন নং : ৭১৯৯৯৯৮২/৯২৮/৯৭০/৯৮৬/৯৭৫

দখল নোটিশ

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী এসভিসি কো-অপারেটিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড পূর্বতন দ্য শামরাও বিথাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ (১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে এবং উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ২৩.০১.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতার প্রতি দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন, **১. মেসার্স নোভাটেক প্রোজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রা লি পূর্বতন মেসার্স নোভাটেক প্রসেস ইকুইপমেন্টস প্রা লি (প্রধান ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা)** রেজিস্টার্ড অফিস : ৬০১, ৭ম তল, বালাজি ইনফোটেক, প্লট নং এ/২৭৮ রোড নং ১৬/এ, ওয়াঙ্গেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, থানে ওয়েস্ট-৪০০৬০৪, এবং/বা প্লট নং ডব্লু-৮৪, প্লট নং ডব্লু-৮৫, প্লট নং ডব্লু-৯৬, অ্যাডিশনাল অম্বরনাথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গ্রাম-জাম্বিভালি, তালুক-উল্লাসনগর, থানে-৪২১৫০৬ এবং/বা প্লট নং এ-৪০, তালোজা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, গ্রাম-পেন্ধার, তালুক- পানভেল এবং জেলা : রাইগড়-৪১০২০৮ এবং/বা বারাকপুর, কল্যাণী এক্সপ্রেস হাইওয়ে, গ্রাম-নৈহাটি, পো মান্দ্রাল, কাঁকিনাড়া, জেলা :উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩১২৬, এবং/বা নিশ্চিন্তপুর, স্ট্রিট-ভাদুতলা, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১২৯। **২. শ্রী সুকুমার ঘোষ (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদতা)** ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০তল, এ-উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি, পোখরান রোড নং ২ এর ওপর, গ্রাম-মাজিওয়াড়ে, তালুক এবং জেলা : থানে-৪০০৬১০, এবং/বা ফ্ল্যাট নং ৬০১, ৭মতল, বিল্ডিং নং ১, পুষ্পমঙ্গল কমপ্লেক্স, পাঁচপাখারি বাবু শেঠের পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, থানে (পশ্চিম) থানে - ৪০০৬০১ এবং/বা ফ্ল্যাট নং ১৭/১০৩, ফেজ ৩, সিদ্ধাচল কমপ্লেক্স পোখরান রোড নং ২ এর ওপর, গ্রাম-মাজিওয়াড়ে, তালুক এবং জেলা : থানে-৪০০৬১০। **৩. শ্রী সৌমদীপ ঘোষ (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ১০০৩, ১১শ তল, এ-উইং,বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১ কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি, পোখরান রোড নং ২ এর ওপর, গ্রাম-মাজিওয়াড়ে,তালুক এবং জেলা : থানে-৪০০৬১০, এবং/বা ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০মতল, এ-উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি, পোখরান রোড নং ২ এর ওপর, গ্রাম-মাজিওয়াড়ে, তালুক এবং জেলা : থানে-৪০০৬১০, এবং/বা ৩০২, গোদাবরী সঙ্গম গার্ডেনস তাঁতিগেড়িয়া, মেদিনীপুর- ৭২১১০২। **৪. শ্রী রাজদীপ সুকুমার ঘোষ (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০ম তল,এ-উইং,বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি, পোখরান রোড নং ২ এর ওপর, গ্রাম-মাজিওয়াড়ে, তালুক এবং জেলা : থানে-৪০০৬১০, এবং/বা ফ্ল্যাট নং ১০০৩, ১১শ তল, এ-উইং,বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি, পোখরান রোড নং ২ এর ওপর, গ্রাম : মাজিওয়াড়ে, তালুক এবং জেলা : থানে-৪০০৬১০। **৫. শ্রীমতি মাধুরী সুকুমার ঘোষ (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ১০০৩, ১১শ তল,এ-উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি, পোখরান রোড নং ২ এর ওপর,গ্রাম : মাজিওয়াড়ে, তালুক এবং জেলা : থানে -৪০০৬১০, এবং/বা ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০ম তল, এ-উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি, পোখরান রোড নং ২ এর ওপর, গ্রাম : মাজিওয়াড়ে,তালুক এবং জেলা : থানে -৪০০৬১০, এবং/বা ফ্ল্যাট নং ৬০১, ৭ম তল, বিল্ডিং নং ১, পুষ্পমঙ্গল কমপ্লেক্স, পাঁচপাখাড়ি, বাবুশেঠে এর পেট্রোল পাম্পের সংলগ্ন, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ,থানে (পশ্চিম), থানে : ৪০০৬০১। **৬. মেসার্স ডর্ভ প্রসেস ইকুইপমেন্টস প্রা লি (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৬০১, বিল্ডিং নং ১, পুষ্পমঙ্গল কমপ্লেক্স, মানোর পাড়া, পুরানো আগ্রা রোড, থানে (পশ্চিম) : ৪০০৬০১। এবং /বা প্লট নং এ-৪০, তালোজা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, গ্রাম- পেন্ধার, তালুক : পানভেল এবং জেলা : রাইগড়-৪১০২০৮ এবং/বা শপ নং ৭, একতলা, যশোবন্ত সিএইচএসএল,সুইমিং পুলের নিকট, মনীষা নগর, কালওয়া, থানে : ৪০০৬০৫ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা ২১,১৯,৩৭,৬৫৫.৮০ টাকা (একুশ কোটি উনিশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার ছশো পঞ্চান্ন টাকা এবং আশি পয়সা) টাকা ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী এবং ৩১.১২.২০২৩ থেকে সুদ সহ দায়বদ্ধতা ছাড়াও এই নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বন্ধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত আইনগত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে যে, এসবিসি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি. অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের ১৩ ধারার ১৩(৪) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত বিস্তারিত সম্পত্তির **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন ০৬.০৬.২০২৪।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন এসভিসি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের, পূর্বতন দ্য শামরাও বিথল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি নামে পরিচিত, এর নিকট বকেয়া **২১,১৯, ৩৭,৬৫৫.৮০ (একুশ কোটি উনিশ লাখ সাঁইত্রিশ হাজার ছয়শো পঞ্চান্ন টাকা এবং আশি পয়সা) টাকা ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ ৩১.১২.২০২৩ থেকে এবং এলসিএস এবং আইনি এবং অন্যান্য ব্যয় সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

এসবিসি কনসোর্টিয়াম এসভিসি ব্যাঙ্ক,ব্যাঙ্ক অব বরোদা (দেনা ব্যাঙ্ক),স্টান্ডার্ড চ্যার্টার্ড ব্যাঙ্ক এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের অনুকূলে বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তির পরিমাণ

ক্রম নং	বিবরণাদি	ক্রম নং	বিবরণাদি
১.	ডাঙ্গা ৪৩ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১১৬১, এলআর দাগ নং ২২৪৫	২.	শালি ৩৮ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১১৬২ এলআর দাগ নং ২২৪৪
৩.	শালি ৩৬ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১১৬৮ , এলআর দাগ নং ২২৩৫	৪.	শালি ৩০ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১১৬৯ এলআর দাগ নং ২২৫৮
৫.	শালি ১৫ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১১৭০,এলআর দাগ নং ২২৫৭/৩১৭৮	৬.	শালি ২৬ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১১৭৩, এলআর দাগ নং ২২৫৫
৭.	শালি ১৭ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১১৭২,এলআর দাগ নং ২২৫৬	৮.	শালি ৭০ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১১৭১, এলআর দাগ নং ২২৫৯
৯.	বাস্তু ১৯ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১১৭৭, এলআর দাগনং ২২৫৪	১০.	পুকুর ৩২.৫০ ডেসিমেল -৬৫ ডেসিমেল থেকে আরএস দাগ নং ১১৮১, এলআর দাগ নং ২২৩৪ এবং
১১.	পুকুর পাড় ৮০.৫০ ডেসিমেল -০২ একর ৬১ ডেসিমেল থেকে আরএস দাগ নং ১১৮২, এলআর দাগ নং ২২৩৩, **অর্থাৎ মোট ০৪ একর ০৭ ডেসিমেল।**		

১০০ বর্গফুট শেড নির্মিত এবং আরও ভবন নির্মিত অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সম্পত্তি ভাটপাড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩২ অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআরও নৈহাটি, হাবালি শহর পরগনা, মৌজা : মাদ্রাইল, সম্পত্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রায়ত অধিকার, দখলদারি সমন্বিত, জেএল নং ২, আরএস নং ১৪, তৌজি নং ১১৯৩ প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি সহ, স্বত্বাধিকারী শ্রী সুকুমার ঘোষ।

২. জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর থানা : শালবনি, মৌজা : নিশ্চিন্তপুর, পশ্চিমবঙ্গ : ৭২১১২৯, জেএল নং ৫১৬, আরএস খতিয়ান নং ৫৫, এলআর খতিয়ান নং ৫৫:

ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া	ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া
১	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩	০.২৩০০ একর	২	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৯৪	১.৪৭০০ একর
মোট	১.৭০০০ একর				

জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর থানা : শালবনি, মৌজা : নিশ্চিন্তপুর, পশ্চিমবঙ্গ : ৭২১১২৯, জেএল নং ৫১৬, আরএস খতিয়ান নং ৪, ২৮ এলআর খতিয়ান নং ৫২:

ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া	ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া	ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া
১.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫	০.০৫০০ একর	২.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৬	০.১৫০০ একর	৩.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৭	০.০২০০ একর
৪	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৮	০.১০০০ একর	৫.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯	০.০১০০ একর	৬.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১২	০.১৬০০ একর
৭.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৪	০.০১০০ একর	৮.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৫	০.১০০ একর	৯.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৯	০.১২০০ একর
১০.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২০	০.১২০০ একর	১১.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২২	০.০৭০০ একর	১২.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৩	০.১৫০০ একর
১৩.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৭	০.১০০০ একর	১৪.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৩	০.০৮০০ একর	১৫.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪২	০.০১০০ একর
১৬.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩/৮৭	০.১০০০ একর	১৭.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৮৮	০.০৮০০ একর	১৮.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৭/৯১	০.০৯০০ একর
১৯.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৭/৯২	০.০৫০০ একর	২০.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৯৫	০.৩০০০ একর	২১.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৯৬	০.২৮০০ একর
২২	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৯৭	০.৩০০০ একর	২৩.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/১০০	০.১২০০ একর	মোট	২.৪৮০০ একর	

জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর থানা : শালবনি, মৌজা : নিশ্চিন্তপুর, পশ্চিমবঙ্গ, জেএল নং ৫১৬, আরএস খতিয়ান নং ৪, ২৮, ২৯ , এলআর খতিয়ান নং ৪৮ :

ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া	ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া	ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া
১.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪	০.০১০০ একর	২.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১০	০.১০০ একর	৩.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১১	০.১৩০০ একর
৪	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৩	০.০১০০ একর	৫.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৬	০.১২০০ একর	৬.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৭	০.০২০০ একর
৭.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৮	০.০১০০ একর	৮.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২১	০.০২০০ একর	৯.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৪	০.০২০০ একর
১০.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৫	০.০২০০ একর	১১.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৬	০.০৭০০ একর	১২.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৮	০.০২০০ একর
১৩.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৯	০.০২০০ একর	১৪.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩০	০.০৩০০ একর	১৫.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩১	০.০১০০ একর
১৬.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩২	০.০২০০ একর	১৭.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৪	০.০৩০০ একর	১৮.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৫	০.০৫০০ একর
১৯.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৬	০.০২০০ একর	২০.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৭	০.২৫০০ একর	২১.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৯	০.০৩০০ একর
২২	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪০	০.০৪০০ একর	২৩.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪১	০.১১০০ একর	২৪.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৩	০.০৪০০ একর
২৫.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৪	০.০৭০০ একর	২৬	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৫	০.০৪০০ একর	২৭.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৬	০.০৪০০ একর
২৮.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৭	০.৩২০০ একর	২৯	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৮	০.০৪০০ একর	৩০.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/১০১	০.২৫০০ একর
মোট	১.৮৭০০ একর							

জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা : শালবনি, মৌজা : নিশ্চিন্তপুর, পশ্চিমবঙ্গ, জেএল নং ৫১৬, আরএস খতিয়ান নং ২৯, এলআর খতিয়ান নং ৫০/১ :

ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া	ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া	ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া
১.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৮	০.০৮০০ একর	২	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৯	০.০৭০০ একর	৩	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৯৮	০.৩৬০০ একর
৪.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৯৯	০.১৯০০ একর	মোট	০.৭০০০ একর				

মোট এরিয়া : ৬.৭৫০০ একর মেসার্স নোভাটেক প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.-এর সকল নির্মাণ/বিল্ডিং/গঠনকৃত ফ্যাক্টরি শেড/সকল প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি সহ গঠনকৃত নির্মাণ সহ স্বত্বাধীনে

তারিখ : ০৬.০৬.২০২৪
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীমতি মেঘা এস মাঝগাঁওকার
চিফ ম্যানেজার (অফিসিয়েটিং) এবং অনুমোদিত অফিসার

HDFC BANK

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

শাখা : ৪, ম্যাঙ্গো লেন, ৬ষ্ঠ তল, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণি, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন (০৩৩)-৬৬০৮-৬২৩৪ CIN L65920MH1994PLC080618 ওয়েবসাইট : www.hdfcbank.com

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন এ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেট্ এ্যান্ড এনফোর্সমেন্টে অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এ্যাক্ট ২০০২ (এ্যাক্ট) এর ধারা ১৩(২) ও তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস্) ২০০২-এর রুল ৩-এর অধীন।
যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী হাউসিং ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশন লিঃ (এইচডিএফসি লিমিটেড) -এর অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন এ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস এ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইনটারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর ধারা ১৩(১২) ও সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস্ ২০০২ -এর রুল ২-এর অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবী বিজ্ঞপ্তি জারি করেন, যেখানে তিনি ঋণগ্রহীতা (গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ) যাদের তালিকা নীচে দেওয়া আছে, তাঁদেরকে নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক প্রদান করতে বলেন দাবী বিজ্ঞপ্তিত মত সংশ্লিষ্ট ঐ বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঐ বিজ্ঞপ্তির কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে পাওয়া যাবে এবং ঐ ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ) যদি তাঁরা চান তবে ঐ বিজ্ঞপ্তির কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে যে কোন কাজের দিন অফিস চলাকালীন সময়ে সংগ্রহ করতে পারেন।
উপরের উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এতদ্বারা নোটিশ জারি করা হচ্ছে আরও একবার, ঐ উক্ত ঋণগ্রহীতা (গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর উদ্দেশ্যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে এইচডিএফসি লিমিটেড-কে তাঁরা যেন বকেয়া অর্থরাশি, যা নীচে বর্ণনা করা আছে, তাঁদের নামের সাথে তৎসহ অতিরিক্ত সুদ বার্ষিক ১৮ শতাংশ হারে, দাবী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো, ঐ নির্দিষ্ট তারিখ থেকে নীচে বর্ণিত কলম(সি) অনুসারে, পরিশোদ করার তারিখ পর্যন্ত/ উদ্ধার করা পর্যন্ত, যা ঐ লোন এগ্রিমেন্ট ও অন্যান্য ডক্যুমেন্ট/ লিখিত প্রতিবেদন এর সাথে পঠিত যদি থাকে, যা ঋণগ্রহীতা(গণ) দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তাদের লোন পরিশোধের সিকিউরিটি হিসাবে নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদ এইচডিএফসির কাছে মর্টগেজ করা আছে ঐ ঋণগ্রহীত(গণ)-এর মাধ্যমে।
উল্লিখিত ১৩ ধারার উপধারা (৮) অনুসারে সুরক্ষিত পরিসম্পদ খালাস করার সময়সীমার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ) -এর নাম	মোট বকেয়া পরিমাণ	দাবী বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সুরক্ষিত পরিসম্পদ /স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
(ক)	(বি)	(সি)	(ডি)	(ই)
১	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী শেখ রেজওয়ান রাব্বানি	১,৫২,৬৪,৮৭৮ টাকা ৩১.০৩.২০২৪* অনুযায়ী	১৫.০৫.২০২৪	সম্পত্তি ইউনিট নং ১৬এ(ডুপ্লেক্স), পরিমান ২২৬৭ বর্গফুট (২১০.৬৯ বর্গ মিটার) আনুমানিক, এবং এক কাজের লোকের কোয়ার্টার পরিমাণ ৩৪ বর্গফুট (৩.১৬ বর্গমিটার), আনুমানিক এবং টেরেস এরিয়া পরিমাণ ২৩২.৫৩ বর্গফুট (২১.৬১ বর্গমিটার) আনুমানিকস মোট বিল্ট আপ এরিয়া ২৫৮৬.৪০ বর্গফুট (২৪০.৩৭ বর্গমিটার) আনুমানিক ১৭তমতলে, এবং একটি কার পার্কিং স্পেস স্বাধীন বিভিন্ন স্থানে কার পার্কিং স্পেস এবং একটি কার পার্কিং স্পেস স্বাধীন কার পার্কিং স্পেসে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ''পি এস শ্রীজন ওজন'' নামে পরিচিত, অবস্থিত ২০৬০, দক্ষিণ কুমারখালি, কামালগাজির নিকট,ই এম বাইপাস, কলকাতা : ৭০০১০৩, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের (উক্ত সম্পত্তিতে)।
২	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী বীরেন্দ্র কুমার রাম	৫৯,০৬,৩১৪ টাকা ৩১.০৩.২০২৪* অনুযায়ী	১৫.০৫.২০২৪	সম্পত্তি ডুপ্লেক্স নং ই২, পরিমাণ ২০১২ বর্গফুট (১৮৬.৯৯ বর্গমিটার) আনুমানিক, এবং জমির পরিমাণ ১৬৬৮ বর্গফুট (১৫৫.০২ বর্গমিটার) কমবেশি এবং দোতলার ছাদের ব্যবহার খেলা টেরেস হিসেবে এবং বসবাসের প্রকল্প পরিচিত 'বাটিকা গ্রিন সিটি'' এর লন, সিঁড়ি এবং অন্যান্য সুবিধা ব্যবহারের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা : দিমনা, সার্ভে ওয়ার্ড নং : ৯, এমএনএসি, হোল্ডিং নং ০০৯০০০০২৮৯০০০এ১,অংশ নতুন প্লট নং ১৯৫৬, নতুন খাতা নং ২৩৮, থানা নং ১৬৪৩, জামশেদপুর, থানা : ম্যাঙ্গো, জেলা: পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খণ্ড,পিন : ৮৩১০১৮। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ক্যাম্পাস রোড,দক্ষিণে : ডুপ্লেক্স নং ই৪, পূর্বে : ক্যাম্পাস রোড, পশ্চিমে : ডুপ্লেক্স নং ই১।
৩	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী রাজর্ষি সেন শর্মা **সহ-ঋণগ্রহীতা** শ্রীমতি অর্পিতা সেন শর্মা	২৪,১১,৭১২ টাকা ৩১.০৩.২০২৪* অনুযায়ী	২৪.০৫.২০২৪	সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ২সি, পূর্ব উত্তর পশ্চিম দিকে, (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫ বর্গ মিটার) আনুমানিক, তল-৩, অমৃত বাটী,হোল্ডিং নং ১১৮, রবীন্দ্র নগর (পশ্চিম), এলআর দাগ নং ৩৮৬, (অংশ), এলওপি নং ৪১৭, সিএস প্লট নং ৪২০, ৪২৮ (অংশ),জেএল নং ৫৭, ওয়ার্ড নং ৩০, মৌজা : লস্করপুর,থানা : সোনারপুর,কলকাতা : ৭০০১৫৩ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং নির্মাণ ভবিষ্যত ও বর্তমানের যাবতীয় তদস্থিত (উক্ত সম্পত্তির)। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : এলওপি নং ৪১৫, দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক,পূর্বে : এলওপি নং ৪১৮,পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।
৪	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী মৈনাক চক্রবর্তী	১৯,৬৮,৯৪০ টাকা ৩১.০৩.২০২৪* অনুযায়ী	২৪.০৫.২০২৪	সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ২বি, পরিমাণ ৬৫০ বর্গফুট (৬০.৪১ বর্গ মিটার) আনুমানিক, দক্ষিণ/পূর্ব/উত্তর অংশে তিনতলায় ভবনের নাম 'গণপতি কুঞ্জ', নির্মিত জমির পরিমাণ ০২ কাঠা ০৪ ছটাক, ১৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : রঘুনাথপুর,জেএল নং ৮, দাগ নং ১৬৩, খতিয়ান নং ২৮৯৬, হোল্ডিং নং এএস/১৭০/১/১৭/০৯,ব্লক আরজি,ওয়ার্ড নং ৯, বিধাননগর পুরসভা অধীন, প্রেমিসেস নং আরজি-২৩/২, সরকার বাগান, রঘুনাথপুর, থানা : বাগুইআটি, কলকাতা ৭০০০৫৯, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ নির্মাণ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের (উক্ত সম্পত্তিতে)। প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং আরজি-২৩/৩, সরকার বাগান , রঘুনাথপুর, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং আরজি-২৩/১, সরকার বাগান, রঘুনাথপুর,পূর্বে প্রেমিসেস নং আরজি-১৭/১/ই, সরকার বাগান, রঘুনাথপুর,পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
৫	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী সৈকত ঘোষ **সহ-ঋণগ্রহীতা** শ্রীমতি সমর্পিতা ঘোষ	২৬,২৬,৫০২ টাকা ৩১.০৩.২০২৪* অনুযায়ী	১৫.০৫.২০২৪	সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ১৪এইচ, পরিমাণ ৮৮৪ বর্গফুট (৮২.১৬ বর্গ মিটার) (এসবিইউ) আনুমানিক, ১৫তমতলে, টাওয়ার নং ৬, বসবাসের কমপ্লেক্স পরিচিত 'নিউ কলকাতা-প্রয়াগ' নামে, নির্মিত জমির পরিমাণ ৬.৮৫৪১ একর কমবেশি, অবস্থিত মৌজা : মাহেশ, জেএল নং ১৫, এলআর দাগ নং ১৩৩৫৩, ১৩৩৫৪, ১৩২৩৮, ১৩২৩৯, ১৩৩৫১, ১৩৩৫২, এলআর খতিয়ান নং ১১৩৩১, আরএস দাগ নং ৪৩৭৮, ৪৩৭৯, ৪৩৩২, ৪৩৩৩, ৪৩৭৬, ৪৩৭৭ ওয়ার্ড নং ১৯ এবং ২০ শ্রীরামপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৪৪৯/এ/২, জি টি রোড, মাহেশ, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি,পিন : ৭১২২০২, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং নির্মাণ বর্তমান ও ভবিষ্যতের (উক্ত সম্পত্তিতে)। সম্পত্তি প্রেমিসেসের চৌহদ্দি : উত্তরে : বেঙ্গল লক্ষ্মী কটন মিল রোড, দক্ষিণে : জগন্নাথ ঘাট লেন এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : শিবতলা লেন এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।
৬	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী হীমাংশু কুমার **সহ-ঋণগ্রহীতা** শ্রীমতি কমল গুপ্তা	৩৪,৭৭,১১৬ টাকা ৩১.০৩.২০২৪* অনুযায়ী	২৪.০৫.২০২৪	সম্পত্তি ইউনিট নং এল১৪এ, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৭০ বর্গফুট (৯০.১৫ বর্গ মিটার) আনুমানিক, পঞ্চমতলে, ব্লক ৩, এবং একটি স্বাধীন কার পার্কিং স্পেস একতলায় উক্ত ব্লকে এবং খোলা টেরেসের এককভাবে ব্যবহারের অধিকার সমন্বিত ফ্ল্যাটের (যদি কিছু থাকে), বসবাসের প্রকল্প পরিচিত 'সাউথইউন্ডস'', নির্মিত জমির পরিমাণ ৪৮৬.৬৪ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : মানিকপুর, জেএল নং ৭৭, দাগ নং ৪৭৮, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৬-৪৯০, ৪৯৬, ৪৯৮-৫০৩, ১১০৪, ১২৭১, ১২৭৩-১৩০০, ১৩০৭-১৩০৯, ১৩১১, ১৩৩২, ১৩৩৪-১৩৩৬, ১৩৩৮, ১৩৪৪-১৩৪৬, ১৪১৩, ওয়ার্ড নং ২৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, প্রেমিসেস নং ১৩২, ঘোষাল পাড়া রোড, থানা : সোনারপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৮, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং যাবতীয় নির্মাণ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের (উক্ত সম্পত্তিতে)।
৭	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী প্রান্তিক চক্রবর্তী **সহ-ঋণগ্রহীতা** শ্রী সুদীপ্ত চক্রবর্তী এবং শ্রী তাপস চক্রবর্তী (সহ-ঋণগ্রহীতা) (প্রয়াত)-এর জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত আইনি উত্তরাধিকারী(গণ), আইনি প্রতিনিধি(গণ), উত্তরাধিকারী (গণ) এবং নিযুক্ত(গণ)	১৭,৫২,১০৬ টাকা ৩১.০৩.২০২৪* অনুযায়ী	২৪.০৫.২০২৪	সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং এ৩, দক্ষিণ দিকে (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া-৭১০ বর্গফুট) (৬৬ বর্গ মিটার) আনুমানিক, ৪র্থতল, অবস্থিত এলওপি নং ৪১, এলআর দাগ নং ২৯৯৫, এবং ২৯৯৬, মৌজা : পারুই, এলআর খতিয়ান নং ১০০৭, এবং ১২১৯, প্রেমিসেস নং ৬৩৫, পারুই দাস পাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ১২৮, থানা : পর্ণশ্রী, কলকাতা : ৭০০০৬১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, । সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া কে এম সি সড়ক, দক্ষিণে : ১৪ ফুট চওড়া কে এম সি সড়ক, পূর্বে : এলওপি নং ৪০, শ্রীশঙ্কর প্রিয় চক্রবর্তী, পশ্চিমে : এলওপি নং ৪২, শ্রী গোপাল সেনের সম্পত্তি।
৮	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী নন্দু চৌধুরী **সহ-ঋণগ্রহীতা** শ্রীমতি কবিতা চৌধুরী **জামিনদাতাগণ** শ্রী সুবীর ঘোষ শ্রীমতি শ্রীলা ঘোষ	৩,৯২,০০,৫৪১ টাকা ৩১.০৩.২০২৪* অনুযায়ী	১৫.০৫.২০২৪	সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৩৭, পরিমাণ ২৫৯৯ বর্গফুট (২৪১.৫৪ বর্গ মিটার) (এসবিইউ) আনুমানিক, এবং ছাদের অংশ এরিয়া ১৬২১ বর্গফুট (১৫০.৬৫ বর্গ মিটার) আনুমানিক নির্মাণের অধিকার ব্যতীত, ১১শ তলে,পরিচিত ভবন 'দেবদূত টাওয়ার' এবং ৩ কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ৫২৫ বর্গফুট (৪৮.৭৯ বর্গ মিটার) আনুমানিক, একতলায় উক্ত ভবনের, নির্মিত জমির পরিমাণ ১১ কাঠা ৩৬ বর্গ ফুট কমবেশি, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪৩, (এ/৪৩/৩৭), ডা.মেঘনাথ সাহা সরণি (পূর্বতন সাউদার্ন এভিনিউ), অ্যাসেসি নং ১৪০৮৭০৪০০৮৭১, ওয়ার্ড নং ৮৭, কোলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : লেক, কলকাতা : ৭০০০২৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং উক্ত সম্পত্তি স্থিত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ সমুদয় । উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৪৪বি, রাজা বসন্ত রায় রোড, দক্ষিণে : ডা. মেঘনাথ সাহা সরণি, পূর্বে : ৪৫এ, সাউদার্ন এভিনিউ, পশ্চিমে : ৪১/বি, সাউদার্ন এভিনিউ এবং সম্পত্তি জমি প্লট পরিমাণ ০১ কাঠা ৪০ বর্গফুট (৭০.৬৩ বর্গ মিটার) আনুমানিক, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬বি, গৌর লাহা স্ট্রিট, অ্যাসেসি নং ১১-০২০-১০-০০৬৬-০, ওয়ার্ড নং ২০, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : জোড়াবাগান, কলকাতা : ৭০০০০৬, এবং তদস্থিত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় নির্মাণ সমুদয়। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৭, গৌর লাহা স্ট্রিট, দক্ষিণে : ৭ ফুট চওড়া পুরসভার চলার পথ গৌর লাহা স্ট্রিট থেকে এবং পরবর্তীতে ১ গৌর লাহা স্ট্রিট, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ৫/১, গৌর লাহা স্ট্রিট, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৬এ, গৌর লাহা স্ট্রিট।

* এ অতিরিক্ত বার্ষিক ১৮% হারে সুদ, প্রযোজ্যমতো, অন্যান্য খরচাদি, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি যা বকেয়া পরিশোধের /উদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত।
যদি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া রাশি এইচডিএফসিকে ফেরত দিতে খেলাপ করেন, তবে এইচডিএফসি এ্যাক্টের ধারা ১৩(৪) অনুসারে এবং প্রযোজ্য রুল অনুসারে একান্তভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর ঝুঁকিতে ও খরচ এবং পরিণতি সাপেক্ষে অগ্রসর হবে।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)কে এ্যাক্ট অনুসারে, উপরোক্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ স্থাপর সম্পত্তি নিয়ে এইচডিএফসির কাছ থেকে লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কোনরকম বিক্রয় লীজ বা অন্য কোনভাবে লেনদেন থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। যদি কোন ব্যক্তি এর অন্যথা করেন বা কেউ এই বিধি লঙ্ঘনে প্ররোচিত করেন তবে এ্যাক্ট বা রুল অনুসারে তার কারাদন্ড এবং / অথবা জরিমানা হতে পারে।

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/- হীরক কুমার পারুই
অনুমোদিত অফিসার

তারিখ- ১১.০৬.২০২৪
স্থান- কলকাতা

রেজি অফিস : এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল (পশ্চিম), মুম্বই - ৪০০০১৩

মালদায় বিজেপির ভরাডুবিতে অন্তর্ঘাতের তত্ত্ব খুঁজছে বিজেপির একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দক্ষিণ মালদায় চরম ভরাডুবির পর মোদি সরকার গঠনের সময় বিজয় মিছিলে কর্মী সমর্থকদেরই সঙ্গ পেল না বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। জেলার একাংশ নেতৃত্বের অন্তর্ঘাতের কারণেই দলীয় প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছে বলেও অভিযোগ বিজেপির বেশ কিছু নেতা কর্মীদের। যার কারণে রবিবার রাতে বিজেপির মোদি সরকার গঠনের সময় মালদা শহরে বিজয় মিছিলেও হাতে গোনা কয়েকজনের উপস্থিতিতেই র‍্যালি হয়। আর এই ঘটনাকে ঘিরে ফের দক্ষিণ মালদায় বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যেই চলে এসেছে। বিজেপির জেলার এক নেতার কথায়, এবারের লোকসভা নির্বাচনের সময় যেভাবে প্রার্থীর সমর্থনে মাঠে ময়দানে কর্মী সমর্থকরা নেমেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু যেভাবে বিজেপি প্রার্থীর ভরাডুবি হল তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে মাত্র সাড়ে আট হাজার ভোটে দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থীর শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী কংগ্রেসের কাছে পরাজিত হন। আর এবারের নির্বাচনে সেই পরাজয়ের ব্যবধান গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৬৮ ভোটে। এতেই বিজেপর দলীয় স্তরে অভিযোগ উঠেছে যে, দলের একটা বড় অংশ দক্ষিণ মালদার প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনে কাজ করেনি।

দলের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে প্রথম থেকেই শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে বিজেপি প্রার্থী করা নিয়ে দলের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। যদিও শ্রীরূপাদেবী ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রয়েছেন। নির্বাচনে প্রার্থী করা নিয়ে অনেকে তাকে বহিরাগত আখ্যা দিয়েও বিভিন্ন স্তরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে মাঠে ময়দানে দলের কর্মী সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড় ছিল। কিন্তু প্রার্থী পরাজিত হতেই এদিনের সরকার গঠনের বিজয় উৎসবের মিছিলেও কয়েকজন কর্মকর্তা ছাড়া কোনো কর্মী সমর্থকদের দেখা যায়নি।

উল্লেখ্য, এবারে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৬৮ ভোটে পরাজিত করেন। বিজেপির এত বিপুল ব্যবধানে পরাজয় তা দলের সক্রিয় কর্মী, সমর্থক থেকে শুরু করে একাংশ নেতারা মেনে নিতে পারছেন না। যার ফলেই তাদের মুখে এখন অন্তর্ঘাতের শব্দ উঠে আসছে। যদিও এব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী কাছ থেকে।

বিজেপির জেলার কার্যকরী সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি বলেন, এমনটা ফল হবে আশা করতে পারিনি। কিন্তু কোথায় কি ত্রুটি হয়েছে সেটা দলগতভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখানে অন্তর্ঘাতের প্রশ্ন নেই। মানুষের রায় শেষ কথা। সাধারণ মানুষের পছন্দের প্রার্থী জয়ী হয়েছে। এর বেশি আর কিছু বলা যাবে না। তবে ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি ভালো ফল করেছে। এর বাইরে মানিকচক, বৈষ্ণবনগর, ফরাক্কা, মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির আশানুরূপ ফল হয়নি। তবে চেষ্টা থাকবে আগামীতে সাংগঠনিক বৃদ্ধি এবং দলকে জেতানোর।

এবার তৃণমূল কর্মীকে ব্যাপক মারধর, তপ্ত আরামবাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ লোকসভা হেরে গিয়েও বিজেপির তাণ্ডবের অভিযোগ। এবার এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ উঠল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মারধরের ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে হুগলির আরামবাগ পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের অর্জুন পাড়াতে। জানা গেছে, আহত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর নাম রঞ্জিত হাঁসদা। ওই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর অভিযোগ এদিন তিনি রাতে ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ করেই সেই সময় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাকে লাঠি বাঁশ দিয়ে ব্যাপক মারধর করে। ঘটনার কথা জানতে পেরেই এলাকার স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা আহত রঞ্জিত হাঁসদাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। যদিও এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই বলেই দাবি করেছে আরামবাগের বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজেপি কর্মীদের মারধর করলে স্থানীয় মহিলারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এদিনের মারধরের ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাপা উত্তেজনা রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত আরামবাগের বিভিন্ন এলাকায়। ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, আরামবাগে রাতের অন্ধকারে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের বাড়িতে গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে, মায়েদের ঘর থেকে বের করে আনা হচ্ছে, তাদের গায়ে হাত দেওয়া হচ্ছে। ওয়ার্ডের সমস্ত মায়েরা রাস্তায় বেরিয়ে আসেন ঝাঁটা নিয়ে। তা দেখে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, বিজেপি বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি করছে সেই জায়গায় আরামবাগের কাটাবনিতেও আমাদের এক তৃণমূল কর্মীকে মারধর করেছে। সবমিলিয়ে এই ঘটনা এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

সিউড়ি ১ নম্বর ব্লকের বিজেপি পরিচালিত কড়িধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ও এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ভরসা করে বাংলার উন্নয়ন যজ্ঞের সামিল হওয়ার জন্য সোমবার তারা স্বইচ্ছায় তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারে যোগদান করলেন। আগত সকলকে তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের পক্ষ থেকে সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী যোগদান করান। আর তার ফলে কড়িধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত হল।

নাগরিক পরিষেবা ঠিকঠাক-না পাওয়ার অভিযোগে স্মারকলিপি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে মহকুমা শাসকের কাছে দেওয়া হল স্মারকলিপি। মহকুমা শাসক (গঙ্গারামপুর) পি প্রমথ এর কাছে সোমবার স্মারকলিপি তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সত্যেন রায়, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অশোক বর্ধন, বিজেপির গঙ্গারামপুর শহর মণ্ডলের সভাপতি বৃন্দাবন ঘোষ সহ আরো অনেকে।

বিজেপি অভিযোগ, লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পরেই গঙ্গারামপুর পুরসভার অন্তর্গত বেশ কিছু এলাকায় জ্বলছে না পথবাতি, পাওয়া যাচ্ছে না যথাযথ পানীয় জলের পরিষেবা। নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। প্রতিবাদে রবিবার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি নেতা-কর্মী, সমর্থকেরা। আর সোমবার এ বিষয়ে লিখিত আকারে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় গঙ্গারামপুর মহকুমা শাসকের কাছে।

এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় জানান, 'গঙ্গারামপুরের মানুষের অপরাধ তাঁরা বিপ্লব মিত্রের (বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী) বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। ফল প্রকাশের পর থেকেই গঙ্গারামপুরে পথবাতি, পুরসভা এলাকার জঞ্জাল, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সবরকম পরিষেবা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কিছুর প্রতিবাদ জানানোর জন্যই আমরা মহকুমা শাসকের দপ্তরে এসেছি। উনি বিষয়টা দেখবেন বলে কথা দিয়েছে।'

যদিও তৃণমূলের তরফে এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রকে ১০,৩৮৬ ভোটে হারিয়ে দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। ভোটের ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে গঙ্গারামপুরে নিজের শহরেই লিড পাননি বিপ্লব মিত্র।

খানাকুলে এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু নিয়ে এবার জোর তরজা শুরু তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। ভোটের আগের দিন রাতে অর্থাৎ ১৯ মে রাতে খানাকুলের রামচন্দ্রপুর এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। তাতে উভয় পক্ষেরই জখম হন। তার মধ্যে তৃণমূলের এক কর্মী মারাত্মক ভাবে আহত হন। আবার ওই রাতেই আহত হন বিজেপির এক উপপ্রধানও। কিন্তু তৃণমূলের এই কর্মীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এরপরেই কয়েকদিন চিকিৎসার পর তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলেও রবিবার রাতে তার মৃত্যু হয়। আর এই ঘটনায় ব্যাপক ভাবেই তরজা শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যেই। তৃণমূলের দাবি, ওই দিনের সংঘর্ষে বিজেপির লোকজন তাকে পিটিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে। আর তাতেই এই তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি তৃণমূল নেতাদের। মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম মনোরঞ্জন দিগের। বয়স ৪৫ বছর। জানা গিয়েছে, ভোটের আগের দিন রাতে রামচন্দ্রপুর এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় মনোরঞ্জন বাবুর মাথা ফেটে যায়। পাশাপাশি আরও ৯ জন গুরুতর আহত হন। এরপর স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁদের উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর তিনি বাড়ি চলে যান। এরপর হঠাৎই রবিবার রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এরপর পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মনোরঞ্জন বাবুর পরিবারের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে ধারালো অস্ত্রের কোপ দিয়েছিল। সেই কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, যে কোনও মৃত্যুই বেদনাদায়ক, শুনলাম উনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস রাজনীতির রং চড়াচ্ছে। কারণ মনোরঞ্জন বাবু ভালো হয়ে বাড়িতেই ছিলেন। নিত্যকার মতো কাজ করেছেন। রবিবারও তিনি ট্রলিভ্যানে করে মালপত্র বহন করেছেন। তাহলে কিভাবে তৃণমূল এই দাবি করতে পারে যে বিজেপির মারে তার মৃত্যু হয়েছে। আমি শুনেছি উনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মারা যান। তৃণমূলের স্বপন নন্দী বলেন, ভোটের আগের দিনই ওনাকে মারা হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। রবিবার রাতে মারা গিয়েছেন। এর জন্য দায়ী বিজেপিই।

তালিত সাই কমপ্লেক্স মাঠ পরিদর্শন করলেন কীর্তি আজাদ ঝা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমানে তালিত সাই কমপ্লেক্স মাঠ পরিদর্শন করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের জয়ী প্রার্থীর সাংসদ কীর্তি আজাদ ঝা। পরিদর্শন করে তিনি বলেন, বহুদিনের অবহেলিত এই মাঠ পড়ে রয়েছে যেখানে কেন্দ্র সরকার কোনও কাজ করেনি এই মাঠেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিজেপির প্রচার এসে ভোট প্রচার করে যান কিন্তু মাঠের দিকে কোনও নজর দেন না। চার দিনের মধ্যেই বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী কীর্তি আজাদ পরিদর্শন করে দেখলেন এবং তিনি বললেন এই মাঠকে তিনি স্টেডিয়াম রূপে পরিণত করবেন। যেটা বর্ধমান জেলায় এত বড় স্টেডিয়াম এই প্রথম হবে, পাশাপাশি দীর্ঘ কয়েক দশকের তালিত রেলওয়ে ওভার ব্রিজের দাবি পূরণ করার আশ্বাস দিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদ ঝা।

উল্লেখ্য, কীর্তি আজাদ ভোট প্রচারে বেরিয়ে তালিত রেল গেটের কাছে দীর্ঘক্ষণ আটকে ছিলেন, কার্যত সেই অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে তিনি তালিত গ্রামবাসীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে এবং দূরদূরান্ত পর্যন্ত কম সময়ে রেল গেটকে দূরে রেখে ওভারব্রিজ দিয়ে গন্তব্যে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারে সেই লক্ষ্যে তালিত রেল স্টেশনের রেল গেট পরিদর্শন করেন সাংসদ কীর্তি আজাদ ঝা।

এদিন সাংসদ এলাকায় পৌঁছে স্থানীয় বিধায়ক ও নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এছাড়া তালিতবাসী এবং জন সাধারণের সঙ্গে কথা বলেন।

কীর্তি আজাদ ঝা সাংবাদিকদের মুখোমুখি বলেন, এর আগের বিজেপির সাংসদ কোনো কাজ করেননি। সুতরাং বহুমত দিয়ে ভোটে জিতিয়েছেন এই এলাকার গ্রামবাসী তবে আমি পালিয়ে যাব না, বারোমাস এখানে থেকে মানুষের পাশে থেকে কাজ করব।

এখানকার মূল সমস্যা রেল গেটের বদলে ওভারব্রিজের দাবি নিয়ে লোকসভা সংসদে তুলে ধরব, এবং জাতীয় সড়ক ও রেল মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে এই দাবি পূরণ করব।

১০ জুলাই বাগদা বিধানসভায় উপনির্বাচনের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: লোকসভা নির্বাচন মিটতে না মিটতেই বিধানসভার উপনির্বাচন। আগামী ১০ জুলাই বাগদা বিধানসভায় উপনির্বাচন ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের। গত বিধানসভা নির্বাচনে বাগদা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। তাঁকে এবার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করে জোড়াফুল শিবির। বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। বর্তমানে লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী হয়ে লড়াই করে বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর এর কাছে পরাজিত হয়েছেন বিশ্বজিৎ। এবার সেই উপনির্বাচন ঘোষণা করলেন নির্বাচন কমিশন। বাগদা বিধানসভায় মোট ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। মোট ভোটার ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৬৪। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে তথ্য অনুযায়ী বর্তমান বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের ভোটে বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর বাগদায় বিধানসভায় তৃণমূল থেকে ২০ হাজার ভোটে এগিয়ে। বিধানসভার উপনির্বাচন বিজেপি তাদের ঘর ধরে রাখতে পারবে নাকি সম্প্রতি এগিয়ে থাকা বিধানসভা কেন্দ্র ছিনিয়ে নেবে তৃণমূল শিবির তবে এবার বিধানসভা নির্বাচনে কি ফলাফল হয় সেটাই দেখার।

৬ দিন নিখোঁজ থাকার পর প্রৌঢ়ের পচা গলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ৬ দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে পুকুর পাড় সংলগ্ন একটি ঝোপ থেকে প্রৌঢ়ের পচাগলা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার কোতুলপুরে। জানা গিয়েছে, ওই প্রৌঢ়ের নাম অনুপ বাগ। বাড়ি কোতুলপুর থানার বামুনাইরি গ্রামে। ঘটনাটি নিছক আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনো কারণ আছে তা খতিয়ে দেখছে কোতুলপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৬ দিন আগে কোতুলপুর থানার বামুনাইরি গ্রামের বাসিন্দা অনুপ বাগের সঙ্গে তাঁর পরিবারের কথা কাটাকাটি হয়। এরপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান বছর ষাটেকের অনুপ বাগ। পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালিয়েও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি। গ্রাম থেকে বেশ কিছুটা দূরে মদনমোহনপুর অঞ্চলের কাঁথাসিটে এলাকার একটি পুকুরের পাড় সংলগ্ন ঝোপে এক প্রৌঢ়ের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পরলে পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি শনাক্ত করেন। পরে কোতুলপুর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠানোর উদ্যোগ নেয়। মৃতদেহের গলায় দড়ির ফাঁস লেগে রয়েছে। এই ঘটনা নিছক আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রবল গরমে হাঁসফাঁস দশা, জোরালো হচ্ছে মর্নিং স্কুলের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে। সঙ্গে দোসর চড়া রোদ। এমনিতেই হাঁসফাঁস দশা জেলার মানুষের। আর এরই মাঝে সরকারি নির্দেশিকা মেনে খুলল স্কুল। প্রতিটি স্কুলেই পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার হাতেগোনা। যারা স্কুলে এসেছে তারাও অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। অসুস্থ হয়ে পড়ছেন শিক্ষক শিক্ষিকারাও। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ক্রমশ জোরালো হচ্ছে মর্নিং স্কুলের দাবি।

প্রবল দাবদাহে পুড়ছে পশ্চিমের জেলাগুলি। বাঁকুড়ার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রির কোঠা পার করে ফেলে। সঙ্গে বাতাসে মাত্রাতিরিক্ত জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির কারণে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে সাধারণ মানুষ। দক্ষিণবঙ্গের জন্য বৃষ্টির আশার কথা এখনো শোনাতে পারেনি আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে এমন অস্বস্তিকর আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে স্থায়ী হতে পারে আরো কয়েকদিন। এরই মাঝে সরকারি নির্দেশিকা মেনে খুলে গেল সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলি। স্কুল নিয়ম মেনে খুললেও প্রবল গরমের জেরে জেলার প্রায় প্রতিটি স্কুলেই পড়ুয়াদের উপস্থিতি

ছিল হাতেগোনা। যে সমস্ত পড়ুয়ারা এদিন স্কুলমুখী হয়েছিল তাদের কেউ কেউ এদিন অসুস্থও হয়ে পড়ে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের একাংশও অস্বস্তিকর গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এই পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক এমনকী শিক্ষক শিক্ষিকাদের তরফে ক্রমশ জোরালো হচ্ছে মর্নিং স্কুলের দাবি।

বিজেপির পোলিং এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজেপির অভিযোগ সোমবার সন্ধ্যায় বিষ্ণুপুর বিধানসভার ঢ্যামনামারা ১৮২ নম্বর বুথের বিজেপির পোলিং এজেন্ট সুন্দর আলি মণ্ডলকে বেধড়ক মারধর করে বেশ কিছু তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব। তৃণমূলের দাবি, এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। আহত বিজেপি কর্মীর অভিযোগ রবিবার সন্ধ্যায় যখন তিনি স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে চা খেতে যায়, ঠিক তখনই কিছু তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তার উপর চড়াও হয়। রড, লাঠি দিয়ে তাকে মারধর করা হয়। তারপর হঠাৎ করেই এক দুষ্কৃতী বন্দুক বের করে ভয় দেখাতে থাকলে প্রাণভয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যান ওই বিজেপি কর্মী। তিনি জানান, শুধুমাত্র বিজেপি করার জন্য এবং এজেন্ট থাকার জন্য তাকে মারধর করেছে তারা। এরপর আহত বিজেপি কর্মী সুন্দর আলি মণ্ডলকে রাতেই বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে আনা হয় চিকিৎসার জন্য বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন আহত বিজেপি কর্মী। পাশাপাশি এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন বিজেপি। এমনকী এই ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেই বিষয়েও নজর রাখুক প্রশাসন। সমগ্র ঘটনার কথা অস্বীকার করেছে তৃণমূল, তৃণমূল জেলা নেতৃত্বে দাবি এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। নির্বাচনে প্রচুর পরিমাণে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই টাকা ভাগবাটোয়ারা নিয়ে এই ধরনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তাদের।

বলাগড়ে গ্রাম জুড়ে আক্রমণ ষাঁড়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বলাগড়: রাস্তায় বের হলেই আতঙ্ক। বার বার পিছন ফিরে দেখতে হচ্ছে। সে ধেয়ে আসছে না তো? এই ভয়েই এখন থরহরিকম্প অবস্থা হুগলির বলাগড়ের চরকৃষ্ণবাটি পঞ্চায়েতের বেনালিচর ও পদ্মডাঙা গ্রামে। গ্রাম জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ষাঁড়। সেই ভয়েই কার্যত ঘরবন্দি অবস্থা গ্রামের মহিলাদের। পুরুষরা যাও বা বের হচ্ছেন, হাতে রাখতে হচ্ছে লাঠি। সেখানেও আবার আরেক বিপদ। লাঠি উঁচিয়ে ধাওয়া করলেও আরও মেজাজ বাড়ছে ষাড়ের। এমনকী কোনও গৃহস্থের বাড়িতে গবাদি পশু দেখলে, তাদের দিকেও তেড়ে যাচ্ছে সে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, আগে এই এলাকায় দুটি লাল ষাঁড়ের দাপটে ফসলের বেশ ক্ষতি হয়েছে। তার উপর আবার সম্প্রতি গ্রামে এসেছে একটি কালো ষাঁড়। আর এই কালো ষাঁড়টিকে নিয়েই চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে এলাকাবাসীদের। তার মেজাজ যেন সবসময় রাগী। স্থানীয় সূত্রে খবর, ষাঁড়ের শিংয়ের গুঁতোয় একজনের হাত কেটেছে। ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে আরও পাঁচ জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে গ্রামবাসীরা মিলিতভাবে স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসে গণস্বাক্ষর করা দরখাস্ত জমা দিয়েছেন। তাঁদের আর্জি, ষাঁড়টিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। এই বিষয়ে বলাগড় ব্লক প্রাণী সম্পদ বিভাগের আধিকারিক বরুণ মৌলির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি জানান, 'বিষয়টি আমরা শুনেছি। হয়তো কেউ তাকে আগে আক্রমণ করেছে। তার শিং ধরে ভেঙে দিয়েছে। তাই সে মানুষকে ভয় পেয়ে নিজের আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ করছে। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে ধরে, আগে তার চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করতে হবে।'

৫০০ কেজি বাখর বল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে মালদা- কাঠিহার প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে বেআইনি চোলাই তৈরির উপকরণ প্রায় ৫০০ কেজি বাখর বল উদ্ধার করল আবগারি দপ্তরের অফিসার কর্মীরা। সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ মালদা কোর্ট স্টেশনে রেল পুলিশের সহযোগিতা নিয়েই এই অভিযান চালায় আবগারি দপ্তরের অফিসারেরা। মালদা - কাটিহার প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটি কামরা থেকেই বিহারের নয়জন মহিলাকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকেই বেশ কিছু বস্তাবন্দি বেআইনি চোলাই তৈরির বাখর বল উদ্ধার হয়েছে।

আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়েই মালদা কোর্ট স্টেশনে কাটিহার প্যাসেঞ্জার ট্রেনের চার নম্বর কোচে অভিযান চালানো হয়। ওই কামরার সিটের নিচেই বস্তাবন্দি বেআইনি চোলাই তৈরির এই উপকরণগুলি লুকনো ছিল। এরপরেই এই ঘটনায় সন্দেহজনক নয় জন মহিলাকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া বাখর বলগুলি মালদা থেকে বিহারের কাটিহারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল অভিযুক্ত মহিলারা। এই ঘটনার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে জেলা আবগারি দপ্তর।

উজবেকিস্তানে গেল নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মথুরাপুরের আম

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

নদিয়ার মাটি প্রধানত বিখ্যাত শ্রীচৈতন্যদেবের বিশ্বজোড়া হরিনামের প্রেমের বাণী প্রচার করার জন্য। সময় যত এগিয়েছে গঙ্গা দিয়ে গড়িয়েছে তত জল, বর্তমানে আন্ত-বাণিজ্যিক সম্পর্কে কখনো নদিয়ার লিচু পৌঁছে যাচ্ছে আফগানিস্তানে তো কখনো আবার নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের হিমসাগর আম চলে যাচ্ছে উজবেকিস্তানে। এলাকার এক স্থানীয় আম চাষি বিদ্যুৎ বিশ্বাস জানাচ্ছেন, রিসার্চ এগ্রো বায়ো কোম্পানি উজবেকিস্তানের একটি কোম্পানিকে এনেছিল যারা কৃষ্ণগঞ্জ মাজদিয়ার মধুরাপুরের আম বাগানে। আম বাগানে এসে তারা নির্দিষ্ট ১০টি আমের গাছকে বায়ো পেস্টিসাইডস পদ্ধতিতে ফলনের দিকে নজর দেয়। তারা বলেছিল, আমের ফলন যেমনই হোক না কেন তারা সমস্ত আম নিয়ে যাবে। কোনওরকম ভাবেই কীটনাশক ওষুধ আমের ফলনে ব্যবহার করা যাবে না। অনাবৃষ্টি এবং প্রখর দাবদাহে অন্য বাড়ের তুলনায় এবারে আমের ফলন যথেষ্ট কম হলেও এই দশটি গাছে আমের মোটামুটি ভালোই ফলন হয়েছে। শুধু তাই নয়, আম চাষি আরো জানালেন, বাজার কেজি প্রতি ৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে হিমসাগর আম। সেখানে এই হিমসাগর আম ডবল দাম দিয়ে তারা সমস্ত আম কিনে নিয়েছেন। অর্থাৎ কেজি প্রতি হিমসাগর আম ১২০ টাকা দামে তারা কিনছেন।

একদিকে যেমন আম চাষিরা ডবল লাভের মুখ দেখছেন তেমনি নদিয়ার আম বিদেশের মাটিতে বিদেশি মানুষদের রসনার তৃপ্তি করছে, এটি যথেষ্ট গর্বের বিষয় বলে তারা মনে করছেন। জৈব পদ্ধতিতে আম চাষ করে আরও বেশি পরিমাণে মুনাফা লাভের পরামর্শ দিলেন। আম চাষিদের কাছে আরও সুখবরের বার্তা দিলেন উজবেকিস্তানের ব্যবসায়ীরা। আগামী বছর অনেক বাগানে এসে তারা এই ভাবেই আম কিনবেন। বিদেশে আম যাওয়াই খুশি আম চাষি সহ জেলার বাসিন্দারা

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: সোমবার হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার মহিষরেখা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার একটি ঝোপের মধ্যে থেকে এক মধ্য বয়সি ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল দশটা নাগাদ এলাকার লোকজনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মৃতদেহটি দেখতে পায় এবং পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মৃতদের গায়ে রক্তের দাগ থাকায় তাকে অন্য কোথাও মেরে ফেলে যাওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যও ছড়িয়েছে।

মায়ের বকুনি খেয়ে অভিমানে আত্মঘাতী যুবতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মায়ের বকুনি খেয়ে অভিমানে আত্মঘাতী এক যুবতী। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোয়ালীদাড়া এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, মৃত ওই যুবতীর নাম মাসুমা বেগম। বাড়ির কাজ করা নিয়ে মায়ের বকুনি খেয়ে কীটনাশক খেয়ে নেয় মাসুমা। বিষয়টি নজরে আসতেই পরিবারের লোকেরা তড়িঘড়ি তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে। পরবর্তীতে সেখান থেকে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় তাকে। কিন্তু সেখানেও অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য মালদা নিয়ে যাবার সময় পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশের তরফে।

দ্বিতীয়বার সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পদে প্রেম সিং তামাং

গ্যাংটক, ১০ জুন: দ্বিতীয়বার সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চার প্রধান প্রেম সিং তামাং। সোমবার পালজোর স্টেডিয়ামে সিকিমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য শপথবাক্য পাঠ করালেন প্রেমকে। ২০২৪-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী শিবিরকে কার্যত ধূলিস্যাৎ করার পর হিমালয় ঘেরা ছোট্ট সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসলেন একদা দুর্নীতির দায়ে জেলখাটা প্রেম সিং তামাং। গত ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে প্রকাশ্যে এসেছিল ৩২ আসন বিশিষ্ট সিকিম বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। যেখানে দেখা যায়, বিরোধী শিবির সিকিম ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টকে (এসডিএফ) কার্যত ধুয়ে মুছে সাফ করে ৩১টি আসন জিতেছে প্রেম সিংয়ের দল এসকেএম। মাত্র একটি আসন পেয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবনকুমার চামলিংয়ের দল এসডিএফ। ভোট শতাংশের হিসেবে এসকেএম পেয়েছে ৫৭ শতাংশ ভোট এবং এসডিএফ মাত্র ২৭ শতাংশ। এই পাহাড়ি রাজ্যে একটি আসন পায়নি বিজেপি ও কংগ্রেস। ভোটের ফল প্রকাশের ৬ দিন পর সোমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন প্রেম সিং। তার পাশাপাশি রাজ্যপাল এদিন শপথবাক্য পাঠ করান তাঁর মন্ত্রিসভার বাকি সদস্যদের।

সোনিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হাসিনার

নয়াদিল্লি, ১০ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শপথগ্রহণ উপলক্ষে দিল্লি এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রবিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের সেই অনুষ্ঠান শেষে সোমবার সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শেখ হাসিনা। দীর্ঘদিন পর এই মুখোমুখি সাক্ষাতে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন দুজনেই। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস চেয়ারপার্সনের এই মৈত্রীর ছবি ইতিমধ্যেই ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সোমবার দুপুরে সেখানেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কংগ্রেস হাইকম্যান্ড সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। দুই সন্তান-সহ সোনিয়াকে দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরেন তিনি। তিন জনের সঙ্গেই কুশল বিনিময় করেন শেখ হাসিনা।

মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে রহস্যময় জন্তু!

নয়াদিল্লি, ১ জুন: একে একে সাংসদরা এসে তখন মন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করছেন। তার পর নথিপত্রে সই করে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহদের সঙ্গে করমর্দন করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসছেন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রবিবার রাষ্ট্রপতি ভবন সেজে উঠেছিল। নিরাপত্তা ছিল আঁটসাঁট। এমন অবস্থায় দর্শকদের মোবাইলে ধরা পড়ল এক 'বিরল' দৃশ্য। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চের পিছনে এক 'রহস্যময়' জন্তুর নড়াচড়া ধরা পড়ে অনেকের ক্যামেরায়।

রবিবার রাত থেকেই সমাজমাধ্যমে মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের একাধিক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিওগুলির মধ্যে সকলের নজর কেড়েছে সেই 'রহস্যময়' জন্তু! মোদির শপথে হানা দিল কে? চিতাবাঘ না বিড়াল, তা নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে নেটপাড়ায়।

শপথ গ্রহণের পর নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা জানালেন শাহবাজ শরিফ: অবশেষে নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা জানাল পাকিস্তান। রবিবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন মোদি। তার পর সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। উল্লেখ্য, এনডিএ নির্বাচনে জেতার পরে পাকিস্তানের তরফে কোনও শুভেচ্ছাবার্তা পাঠানো হয়নি। জওহরলাল নেহরুর পরে প্রথমবার কোনও প্রধানমন্ত্রী তিনবার শপথ নিয়েছেন। তৃতীয় বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রবিবার শপথগ্রহণ করেন মোদি। শপথগ্রহণের আগেই বহু রাষ্ট্রনেতাই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমন্ত্রিত ছিলেন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে।

মেট্রো রেলওয়ে
কলকাতা

মেট্রো চত্বরে সিঙ্গল-ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ

- মেট্রো চত্বরে সিঙ্গল-ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার না করার জন্য মেট্রো ব্যবহারকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে।
- স্টেশনগুলিতে প্লাস্টিক বর্জ্যের উৎপত্তি হ্রাস করতে এবং তার পরিবেশ-বান্ধব নিষ্পত্তির জন্য মেট্রো রেলওয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।
- মেট্রোকে প্লাস্টিক মুক্ত করা যাত্রীদেরই দায়িত্ব।
- সিঙ্গল-ইউজ প্লাস্টিকের কিছু পণ্য হল প্লাস্টিকের কাঠি সহ ইয়ার বাড, প্লাস্টিকের লাঠি, বেলুন, প্লাস্টিকের পতাকা, ক্যান্ডি স্টিক, আইসক্রিম স্টিকস, মিষ্টির বাক্সো মোড়ানোর প্যাকিং ফিল্ম বা পলিস্টিরিন (থার্মোকল)-এর মোড়ক, আমন্ত্রণপত্র এবং সিগারেটের প্যাকেট, প্লাস্টিক বা পিভিসি ব্যানার, স্টারার ইত্যাদি।

প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **04 nos.** different development work(s) vide **Memo No. :- 70/SBGP/24 & e-NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT 01/24-25, Date: 10.06.2024.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **10.06.2024 at 05:30 PM.** Bid Submission End Date (Online): **17.06.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **20.06.2024 at 02:00 PM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

BONGAON MUNICIPALITY

Balance work of Cement Concrete Road in different wards under AMRUT project within Bongaon Municipality. **Tender reference – WBMAD/AMRUT/NIeT/357/BM/2023-24/PWD 2nd call Date: 10.06.2024.** Tender ID- 2024_MAD_690904_1, 2024_MAD_690904_2, 2024_MAD_690904_3, 2024_MAD_690904_4, 2024_MAD_690904_5, 2024_MAD_690904_6, 2024_MAD_690904_7, 2024_MAD_690904_8, 2024_MAD_690904_9, 2024_MAD_690904_10, 2024_MAD_690904_11, 2024_MAD_690904_12, 2024_MAD_690904_13, 2024_MAD_690904_14, 2024_MAD_690904_15, 2024_MAD_690904_16. 1.Bid Submission Start date – 10.06.2024 at 06.55 PM. 2.Prebid meeting date – 20.06.2024 at 02.00 PM. 3.End date – 26.06.2024 at 12.00 PM. 4.Bid opening date :- 28.06.2024 at 12.00 PM. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/ Chairman,
Bongaon Municipality

Tender Notice

On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No	NIT No. Scheme name & Estd Cost,	
1	Construction of Concrete Road	1) From the House of Uttam Ponda towards River Boundary, NIT -279/ 15th FC/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 223778.00 2) From the house of Ganesh Dolai towards Rajanibala SSK , NIT -278/ 15th FC/ NIT / BGP /2024, Scheme Cost- 129140.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1 is : 18/06/2024 , 2-00 p.m.

For details Pradhan **Mob-9593018053** Up Pradhan **Mob-7407741092/ brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com**

Howrah Municipal Corporation
Borough-I
28, Shree Aurobinda Road-711106
Ph: 033-2655-7187
TENDER NOTICE
NIQ.: TN/002/AE/B-I/24-25, Date: 10.06.2024

For details Please refer to Borough-I, Notice Board. And Wbsite (www.hmc.gov.in) & wbtenders.gov.in. Last Date of Application : **26.06.2024**.

Sd/-
Assistant Engineer
Borough-I, H.M.C.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/561/23-24/ 2nd Call Dated 07.06.2024	Construction of Drain from Padma Madhur Main Drain to H/O Buddhadev Mondal at Natunpally in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.42,52,386.00

Bid Submission end date: **27.06.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

NIT No. 01-TN/EE/P & D/24-25 তারিখ : ০৭.০৬.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি), **এইচএমসি (দ্বিতীয় কল) শৈলেন মান্না স্টেডিয়াম ক্লাব হাউস-এ সিকিউরিটি গার্ড সরবরাহের জন্য** প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত সরবরাহকারী যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একই কাজের জন্য তাদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির বিস্তারিত ই-টেন্ডার নোটিশ এবং পি অ্যান্ড ডি ডিপার্টমেন্ট **https://wbtenders.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। **ডাক দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ ২২.০৬.২০২৪ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। উল্লেখ্য টেন্ডার আইডি : 2024_MAD_690218_1**

এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।

১(৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
১০.০৬.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

দ্য পেরিয়া করমালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
CIN: L01132WB1913PLC220832, দূরভাষ: ৯১-৩৩-২২২৩৩৩৯৪
ই-মেল: periatea@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট: www.periatea.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

(ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) অথরিটির কাছে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারসমূহর হস্তান্তরণ)

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথোরিটি (গণনা, নিরীক্ষণ হস্তান্তরণ এবং ফেরৎ) রুলস, ২০১৬-র বন্দোবস্ত অনুসারে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত যা কর্পোরেশন অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক দ্বারা প্রজ্ঞাপিত, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ থেকে কার্যকরী এবং অধিকন্তু সংশোধন সমূহ ("দ্য রুলস" হিসেবে উল্লিখিত)।

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) অথোরিটি'র নামে, পরপর সাত বছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারগণ দ্বারা অনাবেদিত অথবা না দেওয়া লভ্যাংশের বিষয়ে সকল শেয়ার হস্তান্তরণের জন্য বন্দোবস্ত রয়েছে, অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যেও এই রুলে।

উক্ত রুল অধীনে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষর কাছে, আর্থিক বর্ষ ২০২৪-২০২৫ সময়কালে, যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারসমূহ হস্তান্তরণযোগ্য সংশ্লিষ্ট সেই সকল শেয়ারহোল্ডারদের প্রত্যেককে কোম্পানি ব্যক্তিগত জ্ঞানপত্র পাঠিয়েছে।

সেই সকল শেয়ার হোল্ডারগণ যাঁদের শেয়ার সমূহ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষর কাছে হস্তান্তরণের জন্য বাকি রয়েছে, তাঁদের বিশদ, কোম্পানি এর ওয়েবসাইট **www.periatea.com**-এ আপলোড করেছে। শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

শেয়ারহোল্ডারগণ লক্ষ্য করতে পারেন যে, অনাবেদিত লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষর কাছে হস্তান্তরিত করা শেয়ারসমূহ তৎসহ সকল সুবিধাদি যা এই সকল শেয়ারের উপর সঞ্চিত হয়েছে, যদি কিছু হয়ে থাকে, পরে তা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষর কাছে দাবি জানানো যেতে পারে, রুল অধীনে নির্ধারিত প্রক্রিয়াকরণ অনুসরণের পরই।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ, যাঁরা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করে আছেন এবং যাঁদের শেয়ারসমূহ, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষর কাছে হস্তান্তরণযোগ্য, তাঁরা লক্ষ্য করতে পারেন এই প্রকার হস্তান্তরণের উপর, মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(সমূহ) যা তাঁদের নামেই রেজিস্টার্ড আছে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাতিল হবে এবং বিনিময় সাপেক্ষ নয় বলে গণ্য হবে।

শেয়ারহোল্ডারগণ আরও নজর করতে পারেন যে কোম্পানি দ্বারা এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিশদকে কোম্পানি প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি হিসেবে মান্য এবং যথেষ্ট হিসেবে গণ্য করতে হবে। আইইপিএফ কর্তৃপক্ষর কাছে রুল অনুসারে, শেয়ার হস্তান্তরণের উদ্দেশ্য।

যদি কোম্পানি ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বা তার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনও সাড়া না পায়, তাহলে, কোম্পানি শেয়ার হস্তান্তরণ করবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষর কাছে, রুলে নির্ধারিত মতো প্রক্রিয়াকরণ অনুসারে।

যদি এই বিষয়ের উপর শেয়ারহোল্ডারদের কোনও প্রকার জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহলে তাঁরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, মেসার্স লিঙ্ক ইন টাইম প্রাইভেট লিমিটেড, সূর্য, ৩৫, মেফ্লাওয়ার এভিনিউ, সেন্থিল নগরের পিছনে, সোরিপালায়ম রোড, কোয়েম্বাটুর - ৬৪১০২৮ ফোন: +৯১ ৪২২ ৪৯৫৮৯৯৫/ ২৫৩৯৮৩৫-৮৩৬, ইমেল: **coimbatore@linkintime.co.in**

দ্য পেরিয়া করমালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ সিঙ্ঘানিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০.০৬.২০২৪

HARISHPUR GRAM PANCHAYAT
PENRO, UDAYNARAYANPUR, HOWRAH

TENDER NOTICE

E-Tender (1ST Time Call) is invited by The Prodhan, Harishpur Gram Panchayat, under Udaynarayanpur Dev. Block in district Howrah from bonafied and resourceful contractors for the Eleven nos civil work.

Tender Reference Number –	
1) 01/HGP/15TH CFC/(2024-25)	2) 02/HGP/15TH CFC/(2024-25)
3) 03/HGP/15TH CFC/(2024-25)	4) 04/HGP/15TH CFC/(2024-25)
5) 05/HGP/15TH CFC/(2024-25)	6) 06/HGP/15TH CFC/(2024-25)
7) 07/HGP/15TH CFC/(2024-25)	8) 08/HGP/15TH CFC/(2024-25)
9) 09/HGP/15TH CFC/(2024-25)	10) 10/HGP/15TH CFC/(2024-25)
11) 11/HGP/15TH CFC/(2024-25)	

Bid submission of Start date- **10/06/2024 from 2:00 p.m.** & Bid submission of Last date- **18/06/2024 to 5:00 p.m.** & Bid Opening date- **21/06/2024.** Intending tenderers may visit for the website, **https://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/- Prodhan,
Harishpur Gram Panchayat,
Udaynarayanpur, Howrah

KABI KRITTIBAS B.ED COLLEGE
Recognized by NCTE and Affiliated to
BABA SAHEB AMBEDKAR EDUCATION UNIVERSITY

Applications are invited from eligible candidates:
ASSISTANT PROFESSOR FOR B.ED :
POLITICAL SCIENCE 01, FINE ARTS 01.
Eligibility : As Per latest NCTE norms.
Send your CV along with all the documents within 7 days to concern mail ID:
kabikrittibasbedcollege@gmail.com
Contact: 8372910203 / 7001144515

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. :
UKM/040(e)/2023-24(2nd Call) dt 08.06.2024

Supply, delivery, installation, testing & commissioning of 100Amp battery with pH sensors along with software & hardware maintenance of data server at 10.84 MLD WTP at Babughat, Uttarpara. Bid Submission Closing Date–**19/06/2024**. For Details: - wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

TENDER

AN EXPERIENCED CONTRACTOR / DEVELOPER IS REQUIRED FOR CONSTRUCTION OF G+4, BUILDING in TURNKEY basis IN THE Premises No. 51-2222 (Plot No. 219 in Block No. DB) in Street No. 2222, Mouza - Kochpukur, J.L. No. 02, Category-HIGC situated in the New Town, Police Station - Kolkata Leather Complex, Dist. - South-24-Parganas CO-OP SOCIETY MEASURING 400 SQ MT. OF LAND IN WBHIDCO MAY CONTACT IN THE FOLLOWING ADDRESS C/O. Sangram Saha, A1-10/159, Santoshpur Road Bye Lane, P.O. - Bidhangarh, P.S. - Rabindra Nagar, Dist.- North-24-Parganas, Pin - 700066 WITHIN 7 DAYS.

MOHARKUNJ CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD
REG NO. 27/RTAH/HIG Dated 16.01.2023
C/ O. Sangram Saha
A1-10/159 Santoshpur Road Bye Lane
P.O. - Bidhangarh, P.S. - Rabindra Nagar
Dist. - North-24-Parganas, Pin - 700066

সাধারণ ঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারেন্টারস টু কর্পোরেট ডেটরস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১০২(১) ধারা অধীনে শ্রী প্রণয় সুরেকা, অ্যালেক্স গ্রিন এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা CIN : U74999WB2012PTC173609-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	**শ্রী প্রণয় সুরেকা** IT PAN : ASTPS8646P
২.	আবেদন অনুমোদনের নির্দেশের বিস্তারিত	C.P. (IB)/74(KB)2022, উল্লেখ্য তারিখ : ০৫.০৬.২০২৪
৩.	ইনসলভেন্সি প্রক্রিয়া বন্ধের আনুমানিক তারিখ	০২.১২.২০২৪ অর্ডার প্রাপ্তির পর থেকে ১৮০ দিন
৪.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	**মনীশ জৈন** আইপি রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
৫.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	প্রযত্নে মনীশ মহাবীর অ্যান্ড কোং, চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ২বি, গ্রান্ট লেন, রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, বজরঙ্গ ভবন, লালবাজার বাটা শপের নিকট, কলকাতা - ১২ যোগাযোগ নং - ৯৮৩০২৪৮৬৮৪, ৮৫৮২৮০৬২২১ ইমেল আইডি : **ipcamanishjain@gmail.com**
৬.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	প্রযত্নে মনীশ মহাবীর অ্যান্ড কোং, চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ২বি, গ্রান্ট লেন, রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, বজরঙ্গ ভবন, লালবাজার বাটা শপের নিকট, কলকাতা - ১২ **ইমেল আইডি : pirp.prannaysureka1@gmail.com ipcamanishjain@gmail.com**
৭.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	০২.০৭.২০২৪ (নোটিশ জারির পর থেকে ২১ দিন)
৮.	(ক) সংশ্লিষ্ট দাবি এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত উপলব্ধ	**https://ibbi.gov.in/en/home/downloads**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, উল্লেখ্য তারিখ ০৫.০৬.২০২৪ C.P. (IB)/74(KB)2022, ধারা ১০০ অধীনে আবেদনের অনুমোদন দিয়েছে।

শ্রী প্রণয় সুরেকা-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০২.০৭.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

তারিখ : ১১.০৬.২০২৪ **মণীশ জৈন**
স্থান : কলকাতা **আইপি রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023**

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
মণিকরণ ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম নং	বিস্তারিত	বিবরণাদি
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**মণিকরণ ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৮.০১.২০০৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং / লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51109WB2008PTC122141
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৯/এ/১বি, চেতলা রোড, কলকাতা, হাওড়া, পব-৭০০০২৭, ভারত
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	০৫.০৬.২০২৪
৭.	লিকুইডেশন প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	০৫.০৬.২০২৪ (অর্ডার কপি গৃহীত ০৮.০৬.২০২৪)
৮.	লিকুইডেটরের হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	বৃন্দা বিদাসারিয়া IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329
৯.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯, ওয়েস্টন স্ট্রিট, ইউনিট ১০৭, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৩ **cabrindadalmia@gmail.com**
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯, ওয়েস্টন স্ট্রিট, ইউনিট ১০৭, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৩ **manikara.vincom@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৫.০৭.২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **মণিকরণ ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড** -এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ০৫.০৬.২০২৪।

মণিকরণ ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৫.০৭.২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

শেয়ারহোল্ডারগণ দেউলিয়াগ্রস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের দাবি দাখিল না করলে, এমন শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক দাবি কর্পোরেট দেউলিয়া প্রক্রিয়ার সময়ে দাখিলকৃত হলে, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস)রেগুলেশন এর ধারা ৩৮ অধীনে দাখিলকৃত হিসেবে গণ্য হবে।

তারিখ : ১০.০৬.২০২৪ **শ্রীমতি বৃন্দা বিদাসারিয়া**
স্থান : কলকাতা **লিকুইডেটর -মেসার্স মণিকরণ ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড বিষয় সম্পর্কিত**

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER 2nd call
N.I.E. ET. No. 405/PW/Eng/24 Dt. 11.03.24
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC

SE,
Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
Lalbagh, P.O. & Dist- Murshidabad, Pin-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:- 03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender (2nd Call)

e-Tender are invited through online bid system under following tender **NIeT) No: 463/MM/PWD/ NIeT/ 2023-24, Date: 10-06-2024.** The last date for online submission of tender is **28-06-2024 (Tuesday)** upto **14.00 Hours.**
For details please visit website: https://wbtenders.gov.in

Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

সাধারণ ঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারেন্টারস টু কর্পোরেট ডেটরস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১০২(১) ধারা অধীনে শ্রী প্রত্যুষ কুমার সুরেকা, অ্যালেক্স গ্রিন এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা CIN : U74999WB2012PTC173609-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম :	**শ্রী প্রত্যুষ কুমার সুরেকা** IT PAN : AWGPS4036A
২.	আবেদন অনুমোদনের নির্দেশের বিস্তারিত	C.P. (IB)/76(KB)2022, উল্লেখ্য তারিখ : ০৫.০৬.২০২৪
৩.	ইনসলভেন্সি প্রক্রিয়া বন্ধের আনুমানিক তারিখ	০২.১২.২০২৪ অর্ডার প্রাপ্তির পর থেকে ১৮০ দিন
৪.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	**মনীশ জৈন** আইপি রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
৫.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	প্রযত্নে মনীশ মহাবীর অ্যান্ড কোং, চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ২বি, গ্রান্ট লেন, রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, বজরঙ্গ ভবন, লালবাজার বাটা শপের নিকট, কলকাতা - ১২ যোগাযোগ নং - ৯৮৩০২৪৮৬৮৪, ৮৫৮২৮০৬২২১ ইমেল আইডি : **ipcamanishjain@gmail.com**
৬.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	প্রযত্নে মনীশ মহাবীর অ্যান্ড কোং, চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ২বি, গ্রান্ট লেন, রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, বজরঙ্গ ভবন, লালবাজার বাটা শপের নিকট, কলকাতা - ১২ **ইমেল আইডি : pirp.pratyushsureka@gmail.com ipcamanishjain@gmail.com**
৭.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	০২.০৭.২০২৪ (নোটিশ জারির পর থেকে ২১ দিন)
৮.	(ক) সংশ্লিষ্ট দাবি এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত উপলব্ধ	**https://ibbi.gov.in/en/home/downloads**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, উল্লেখ্য তারিখ ০৫.০৬.২০২৪ C.P. (IB)/76(KB)2022, ধারা ১০০ অধীনে আবেদনের অনুমোদন দিয়েছে।

শ্রী প্রত্যুষ কুমার সুরেকা-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০২.০৭.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

তারিখ : ১১.০৬.২০২৪ **মণীশ জৈন**
স্থান : কলকাতা **আইপি রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023**

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৬২৮৫৫২৮/৫৫১৮, ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:- কোম্পানির সাধারণ শেয়ার বাধ্যতামূলকভাবে হস্তান্তর করা হবে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ)-র ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে যেক্ষেত্রে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়নি/অদাবিকৃত আছে সাত বা তার বেশি বছর ধরে।

কোম্পানি আইন ২০১৩, ধারা ১২৪(৬) সঙ্গে পঠিতব্য ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) আইন ২০১৬ ("আইইপিএফ রুলস") সঙ্গে পঠিতব্য এবং যা কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক, ভারত সরকার দ্বারা বিজ্ঞাপিত যার বর্ণনা করছে বিভিন্ন পরিবর্তন সেই আইনের যা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে যদি কোনও ডিভিডেন্ড কেউ দাবি না করে থাকেন বা ভাঙিয়ে না থাকেন, সাত বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য, তবে সেই অর্থ কোম্পানি ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি ("অথরিটি")-তে যা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল।

কোম্পানির সদস্যগণকে জানানো হচ্ছে যে, যারা তাদের লভ্যাংশ সাত বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য অর্থাৎ আর্থিক বর্ষ ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত আইইপিএফ আইন অনুযায়ী তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা তাদের আক্ষরিক স্বাক্ষর সহ দাবি করুন লভ্যাংশ লিখিতভাবে যেখানে উল্লেখ থাকবে ফোলিও নং(সমূহ) অথবা ডিপি এবং ক্লায়েন্ট আইডি(সমূহ) এবং জমা করুন কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা মেসার্স আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড যারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট। ওই আবেদনে সঙ্গে জমা করতে হবে প্যান কার্ডের প্রতিলিপি, বর্তমান ঠিকানার প্রমাণ, আধার কার্ড এবং একটি বাতিল করা চেক। কোম্পানি সেইসমস্ত শেয়ারহোল্ডারগণকে তাদের নথিভুক্তকৃত ঠিকানায় জানিয়েছেন যে তাদের শেয়ার আইইপিএফে ট্রান্সফার হবে। যেসমস্ত সভ্যগণের শেয়ার আইইপিএফ খাতে হস্তান্তর হবে তার বর্ণনা কোম্পানির কাছে রয়েছে এবং তা ওয়েবসাইট www.niccoparks.com -তে পাওয়া যাবে।

আইইপিএফ রুলস অনুযায়ী, যদি লভ্যাংশ সম্পর্কিত কোনও দাবি ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর আগে জমা না করে থাকেন সেক্ষেত্রে কোম্পানি শেয়ারগুলি ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হবে। এই বিষয়ে আর কোনওরকম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না। শেয়ারগুলি ট্রান্সফারের পর সভ্যগণ ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে আধিকারিকদের কাছ থেকে দাবি করতে পারবেন। বিশদের জন্য উপরে বর্ণিত কোম্পানির ওয়েবসাইট দেখুন।

এই সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগ যদি থাকে সভ্যগণ কোম্পানির শেয়ার বিভাগে যোগাযোগ করুন (০৩৩)-৬৬২৮ ৫৫২৮/১৮ অথবা মেল করুন- rahul@niccoparks.com/ ankit@niccoparks.com কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট:- নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড, ১৫/সি নরেশ মিত্র সরণি পূর্বতন, বেলতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৬, দূরভাষ- (০৩৩) ২৪১৯২৬৪১, ই-মেল- info@rdinfotech.net

অবিলম্বে সভ্যগণকে এই সম্পর্কিত কোম্পানির কাছ থেকে তাদের অদাবিকৃত/অপ্রদেয় লভ্যাংশ দাবি করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
স্থান: কলকাতা **এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট-কোম্পানি সেক্রেটারি এবং**
তারিখ: ১০ জুন, ২০২৪ **কমপ্ল্যায়েন্স অফিসার**

এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট, ব্রাঞ্চ কোড - ১৬৮২২
সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার - II এর নিকট নিউ টাউন, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩.০৩.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সুপ্রিয় সিনহা রায়, পিতা শ্রী কালী কিংকর সিনহা রায় ঠিকানা - গ্রাম - আলিপুর, পো. আলিপুর নয়া নগর, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৩০১ এবং আরও প্রযত্নে কালী কিংকর সিনহা রায়, ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫ম তল, ব্লক ৫, ফেজ - লোটাস, পুর্ণসনস ম্যাঙ্গোলিয়া সিটি, এন/২৩১, শাস্ত্রীজী রোড, নবপল্লী, পো- নবপল্লী বারাসত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১২৬** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৭,৯২,০৩৪.০০ টাকা ১৩.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৬ জুন ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**, নিকট বকেয়া **২৭,৯২,০৩৪.০০ টাকা ১৩.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪সি, পঞ্চমতলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৭৬০ বর্গফুট কমবেশি, ব্লক নং ৫, ফেজ -লোটাস, ২ বেড রুম, ১ খোলা কিচেন ডাইনিং সহ, ১ টয়লেট তথা বাথ, ১ ডব্লু সি এবং ১ ব্যালকনি সমুদয় মার্বেল মেঝে এবং লিফট সুবিধা সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির বসবাসের ভবনে ফেজ লোটাস **'পুর্ণসনস ম্যাঙ্গোলিয়া সিটি'** প্রকল্পের মধ্যে নির্মিত ব্লক নং ৫, জমির পরিমাণ ২২ বিঘা, ১৮ কাঠা ৬ ছটাক এবং ২১ বর্গফুট কমবেশি, বাস্তবিক পরিমাণ ২২ বিঘা, ১৩ কাঠা এবং ১০ ছটাক কমবেশি জমি সমন্বিতদ ক) পরিমাণ আনুমানিক ৭০০ ডেসিমেল বা ২২ বিঘা ৪ কাঠা ১২ ছটাক এবং ২১ বর্গফুট কমবেশি - জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬৭৩ ডেসিমেল অংশ আরএস দাগ নং ৮৬, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৫, ২১৯ এবং ২৯১/৮৫৬ (এলআর দাগ নং ৯৫, ৯৬, ১৩৩, ৪৫১১, ২৩২, ৫৪৭, ৬৮০, ৭৭৫, ১৪৬৮, এবং ২২০১) আরএস খতিয়ান নং ৩৪৫, ৩৬০, ৪৫০৯ (পুরসভা হোল্ডিং নং ৩০৪/২/১ এবং ৪৫১২, পুরসভা হোল্ডিং নং ৩০৪/২/১, মৌজা : পশ্চিম ইছাপুর,পরগনা আনওয়ারপুর, জেএল নং ২৯, আরএস নং ২০২, তৌজি নং ১৪৬, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত পুরসভা অধীন এবং খ) জমির পরিমাণ আনুমানিক ২৭ ডেসিমেল কমবেশি অংশ আরএস/এলআর দাগ নং ৬১৫ এবং ৬১৮, এলআর খতিয়ান নং ৮০৩, মৌজা : মোচপোল, তৌজি নং ১৪৬, জেএলনং ৩১, উভয় থানা : বারাসত অধীন, জেলা উত্তর ২৪পরগনা এবং আরও পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং এন/২৩১,শাস্ত্রীজি রোড,নবপল্লি,বারাসত পুরসভা অধীন, এবং গ) জমির পরিমাণ আনুমানিক ২২.৫ ডেসিমেল সমপরিমাণ ১৩ কাঠা ১০ ছটাক,অংশ দাগ নং ৯৭, খতিয়ান নং ৯০৮, পুরসভা হোল্ডিং নং এন/২৩১, শাস্ত্রীজি রোড, বারাসত পুরসভা অধীন, পোষ্ট অফিস : নবপল্লি,জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। পিন : ৭০০১২৬। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুমনং ১৯০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ১৬৩৮৪৭ থেকে ১৬৩৮৯৭, দলিল নং ১৯০৩০৪৩৬৬-২০২৩ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-৩,কলকাতা।

সম্পত্তি শ্রী সুপ্রিয় সিনহা রায় পিতা শ্রী কালী কিঙ্কর সিনহা রায় এর নামে।

চৌহদ্দি : উত্তরে : বিবেক পোদ্দারের ফ্ল্যাট, **দক্ষিণে :** বৃষ্টি মান্নার ফ্ল্যাট, **পূর্বে :** কমল মিত্র, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৬.০৬.২০২৪, স্থান - রাজারহাট অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Barijahatty Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly

Notice Inviting Tender

e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of the work(s) vide **Memo No.: 268/ BGP/2024, Date: 07.06.2024. Fund: SBM(G).** Last date of bid submission : **18.06.2024 up to 02.00 PM.** Tender opening date : **20.06.2024 at 02.00 PM.** For details visit undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

Abriged Tender Notice
WBIW/EE/MED/Short NIT-01/2024-2025

On behalf of the Governor of West Bengal,tender is invited by the undersigned for a single number of work under Metropolitan Electrical Division, I & W Dte., Govt. of West Bengal. Last Date of Application: 13.06.2024 upto 15.00hrs. Last date & time for Dropping is 14.06.2024 upto 15.00hrs. Other details will be available from the notice board of office of the undersigned on working days and also from website: www.wbiwd.gov.in

Sd/- EE / MED
I &W Dte., Govt. of W.B.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৮৬, তারিখঃ ০৭.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.১, টেন্ডার নং.ঃ ইএল–এইচডব্লুএইচ–২৫– ২১–৩২৭৫–আর২, কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনে স্টাফ কোয়ার্টারের রিওয়্যারিং। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৫৭,২৮,৭৮১ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ২,২৮,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮০ দিন। **ক্রমিক নং.২, টেন্ডার নং.ঃ ইএল–এইচডব্লুএইচ–২৫– ২১–৩৩০১, কাজের নামঃ** এইএন/কাটোয়ার অধীনে আহমেদপুর–কাটোয়া শাখায় কিমি. ৩৩/১৩–১৪–তে লেভেল ক্রসিং নং. ১৩/সি/ই–র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৭,৪৭,৪৯৭ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ৩৫,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। কোন কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-102/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

খড়গপুর ডিভিশনের বেনাপুর (বিপিই) স্টেশনে, স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগ

নম্বর ঃ কম/জি৩০/এসটিবিএ/করেস/পিটি-I **তারিখ ঃ ০৭.০৬.২০২৪**

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী খড়গপুর ডিভিশনের বেনাপুর (বিপিই) স্টেশনে, স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করছেন।

স্টেশন	ক্যাটেগরি	লোকেশন কোড	চুক্তির মেয়াদ
বেনাপুর (বিপিই)	এনএসজি-৬	বিপিই-১	০৩ (তিন) বছর

জমার তারিখ ঃ ০২.০৭.২০২৪ তারিখে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা। **খোলার তারিখ ঃ** ০২.০৭.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩.৩০টা। **স্থান ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের অফিস/খড়গপুর। যোগ্যতার শর্তাবলী, অবস্থান, আবেদনের বয়ান ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ser.indianrailways.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার সম্পর্কিত কোনও অনুসন্ধানের জন্য যে কোনও কাজের দিন, কাজের সময়ে খড়গপুরে স্থিত সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার-এর অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে। **বি.দ্র. ঃ** অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে টেন্ডার বাক্সে আবেদনপত্র জমার/খোলার তারিখে রাজ্য কর্তৃপক্ষের কোনও আদেশবলে স্বাভাবিক জনজীবন/কার্যাবলী বিঘ্নিত হলে, সেদিন টেন্ডার বন্ধ রাখা হবে। পরবর্তী কাজের দিনে টেন্ডার বাক্সে আবেদনপত্র জমার/খোলার কাজ করা হবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল)
খড়গপুর
(PR-231)

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/562/23-24/2ND Call Dated 07.06.2024	Construction of Drain from H/O Utpal Mondal to H/O Susanta Das at Radha Gobindra Pally in Ward No.-12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 7,55,316.00

Bid Submission end date: **19.06.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit
http://www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 359, KOLKATA, TUESDAY
11 JUNE 2024, PAGE 8

‘ব্যাটিংয়ে আমাদের সঙ্গে যা ঘটেছে, ওদের সঙ্গেও ঘটতে পারে’, রোহিতের জয়ের মন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্কোরবোর্ডে ১১৯ রানের সংগ্রহ নিয়ে মনোবল ধরে রাখা বোলারদের জন্য বরাবরই কঠিন। সেটা যদি ভারত, পাকিস্তানের মতো স্নায়ুক্ষয়ী ম্যাচে হয়, তবে তো কথাই নেই! কিন্তু এই চাপকে জয় করে কঠিন সেই কাজই গতকাল সম্পন্ন করেছে ভারত।

হতাশাজনক ব্যাটিং ব্যর্থতাকে ভুলিয়ে দিয়ে রোহিত শর্মার দলকে দারুণ এক জয় এনে দিয়েছেন বোলাররা। ম্যাচ শেষে নিজেদের ব্যাটিং ব্যর্থতাই পাকিস্তানকে হারানোর পথে বোলারদের উজ্জীবিত করেছে বলে জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক।

পাশাপাশি জয়ের জন্য রোহিত বিশেষভাবে কৃতিত্ব দিয়েছেন ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যশপ্রীত বুমরাকে। তবে পাকিস্তানকে হারিয়েই আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে চান না রোহিত। বলেছেন, এমন মানসিকতা তিনি টুর্নামেন্টের শেষ পর্যন্ত দেখতে চান।

ব্যাটসম্যানরা হতাশ করলেও বোলাররা নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করেছেন জানিয়ে রোহিত বলেন, ‘আমরা ব্যাটিং ভালো করতে পারিনি। ১০ ওভার শেষে আমরা ভালো অবস্থায় ছিলাম। সে সময় ভালো জুটির প্রত্যাশা ছিল। আমরা ১৫,২০ রান কম করেছিলাম, প্রতিটি রানই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের লক্ষ্য ছিল ১৪০ রান করা। তবে বোলাররা তাদের কাজ করেছে। আগের ম্যাচের উইকেটের চেয়ে (আয়ারল্যান্ড ম্যাচের উইকেট) এটা ভালো উইকেট ছিল।’

দলের হার না মানা মানসিকতার কারণে শেষ পর্যন্ত জয়টা এসেছে বলে মনে করেন রোহিত, ‘এই দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত হার না মানার মানসিকতা আছে। স্কোরবোর্ডে ১১৯ রান নিয়ে আমরা চেয়েছিলাম শুরুতে ধাক্কা দিতে, সেটা পারিনি। তবে ম্যাচের মাঝামাঝি সময়ে আমরা সংগঠিত হয়েছি এবং বলেছি, (ব্যাটিংয়ে) যা আমাদের সঙ্গে ঘটেছে, সেটা ওদের সঙ্গেও ঘটতে পারে। প্রত্যেকের ছোট ছোট অবদানই দলকে জিতিয়েছে। যে,ই বল করেছে, চেয়েছে পার্থক্য গড়ে দিতে।’

এ সময় আলাদা করে বুমরার কথা মনে করিয়ে দেন রোহিত। ১৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে এ পেসারই মূলত পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন। তবে সামনের ম্যাচগুলোতেও বুমরার কাছ থেকে এমন পারফরম্যান্স দেখ তে চান ভারত অধিনায়ক, ‘বুমরা ম্যাচের সঙ্গে প্রতিনিয়ত উন্নতি করেছে। আমি তাকে নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না, আমরা বিশ্বকাপের শেষ পর্যন্ত এ মানসিকতা দেখতে চাই। বল হাতে সে দুর্দান্ত।’

কঠিন চ্যালেঞ্জ জয়ে ভারতের ১২তম সদস্য হিসেবে ছিলেন সমর্থকেরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাঁরা দলকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। সমর্থকদের কৃতিত্ব দিয়ে রোহিত বলেছেন, ‘সমর্থকেরাও দারুণ ছিল। তারা কখনো হতাশ করেনি। আমরা পৃথিবীর যেখানেই খেলি না কেন, অনেক সমর্থক হাজির হয়েছে ও আমাদের সমর্থন দিয়েছে। তারা নিজেদের মুখে হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পেরেছে। এটা মাত্রই টুর্নামেন্টের শুরু, আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।’

৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের লড়াই জিতে নতুন রাজা আলকারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট পেতেই র‍্যাকেটটা ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়লেন কার্লোস আলকারাজ। একবার দুহাতে মুখ ঢাকলেন তো আরেকবার মুষ্টিবদ্ধ হাতে গর্জন করতে থাকলেন।

একটু পর উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল তাঁর টি শার্টের পেছনটায় আঠার মতো লেগে আছে লাল মাটি। আলকারাজ হয়তো এর স্পর্শই পেতে চাইছিলেন। তিনি যে এখন লাল দুর্গের নতুন রাজা, ফ্রেঞ্চ ওপেনের নতুন চ্যাম্পিয়ন।

প্যারিসের রোলাঁ গারোয় আজ ফ্রেঞ্চ ওপেনের ১২৩তম আসরের পুরুষ এককের ফাইনাল হলো ৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের। স্নায়ুক্ষয়ী সেই লড়াইয়ে জার্মানির আলেক্সান্দার জভেরেভকে ৩-২ সেটে হারিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হলেন স্পেনের তরুণ সেনসেশন আলকারাজ।

অথচ প্রথম সেট জয়ের পর টানা দুই সেট হেরে পিছিয়ে পড়েছিলেন আলকারাজ।এরপর ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য গল্প লিখলেন। শেষ দুই সেটে জভেরেভকে পাত্তাই দিলেন না ২১ বছর বয়সী এই তারকা। আলকারাজের পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-৩, ২-৬, ৫-৭, ৬-১ ও ৬-২।

এটি আলকারাজের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা। ফ্রেঞ্চ ওপেনের আগে জিতেছেন উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন। চার গ্র্যান্ড স্লামের মধ্যে এখন শুধু অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতা বাকি তাঁর।

আর ২৭ বছর বয়সী জভেরেভ এ নিয়ে নিজের দুই গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনালেই হেরে গেলেন। এর আগে ২০২০ ইউএস ওপেনের ফাইনালে তিনি ২,০ সেটে এগিয়ে গিয়েও ৩,২ সেটে হেরে যান অস্ট্রিয়ার ডমিনিক থিমের কাছে।

স্নায়ুক্ষয়ী ফাইনাল জয়ের পর গ্যালারিতে থাকা বাবা,মায়ের স্নেহের পরশ পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন আলকারাজ। শিরোপা উঁচিয়ে ধরার আগে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বললেন, ‘এই টুর্নামেন্ট নিয়ে আমার একটি বিশেষ অনুভূতির কথা জানাতে চাই। আমার মনে আছে, স্কুল ছুটি হতেই আমি দৌড়ে বাড়িতে ফিরতাম এবং টিভি চালু করেই ফ্রেঞ্চ ওপেনের ম্যাচ দেখতে বসে যেতাম। আর আজ আমি আপনাদের সবার সামনে এই ট্রফি উঁচিয়ে ধরতে যাচ্ছি।’

স্পেনের অষ্টম টেনিস খে লোয়াড় হিসাবে ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতলেন আলকারাজ। তিনিও যে এই তালিকায় যুক্ত হতে চেয়েছিলেন, সেটাও জানিয়ে রাখ লেন, ‘যেসব স্প্যানিশ খেলোয়াড় এই টুর্নামেন্ট জিতেছেন, সেই তালিকায় আমি নিজের নাম দেখতে চেয়েছিলাম। শুধু রাফাই (রাফায়েল নাদাল) নন, (হুয়ান কার্লোস) ফেরেরো, (কার্লোস) মোয়া, (আলবার্ত) কস্টাসহ আমাদের ক্রীড়াঙ্গনের আরও যেসব কিংবদন্তি আছেন, নিজেকে তাঁদের পাশে দেখ তে চেয়েছিলাম।’

পাকিস্তানের পর ইংল্যান্ডও বিপদে, স্কটল্যান্ডের বড় জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: সর্বশেষ টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রানার্সআপ হওয়া পাকিস্তান এখন বিপদে। যুক্তরাষ্ট্রের পর ভারতের কাছেও হেরে বাবর আজমদের সুপার এইটে ওঠা শঙ্কায়।

একই বিপদে টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডও। জস বাটলারদের গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ার শঙ্কা বাড়িয়ে তুলেছে তাদেরই প্রতিবেশী স্কটল্যান্ড।

ইংল্যান্ডের সঙ্গে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে এক পয়েন্ট পাওয়া স্কটিশরা নামিবিয়ার পর কাল হারিয়ে দিয়েছে ওমানকেও। তিন ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে স্কটল্যান্ড এখন ‘বি’ গ্রুপের শীর্ষে। দুই ম্যাচের দুটিতে জিতে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অস্ট্রেলিয়া। আর সমান ম্যাচে ইংল্যান্ডের সম্বল মাত্র এক পয়েন্ট।

ইংল্যান্ড তাদের পরবর্তী দুই ম্যাচে জিতলেও পয়েন্টের দিক থেকে স্কটল্যান্ডকে পেছনে ফেলতে পারবে না। আর স্কটল্যান্ড যদি অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারে, তবু নেট রান রেটে তাদের এগিয়ে থাকার সম্ভাবনা। এই মুহূর্তে স্কটল্যান্ডের নেট রান রেট ২.১৬৪, অস্ট্রেলিয়ার ১.৮৭৫ আর ইংল্যান্ডের -১.৮০০।

স্কটল্যান্ডের রান রেট বাড়ার বড় কারণ ওমানের বিপক্ষে দাপুটে জয়। অ্যান্টিগায় ভিভ রিচার্ডস স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে ওমান তোলে ৭ উইকেটে ১৫০ রান। রান তাড়ায় স্কটল্যান্ড লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ৪১ বল আর ৭ উইকেট হাতে রেখেই। ১১ ছক্কা আর ১৩ চারে তোলা এই রানের মধ্যে তিনে নামা ব্রান্ডন ম্যাকমুলেন খেলেন ৬১ রানের অপরাজিত ইনিংস। তাঁর ৩১ বলে খেলা ইনিংসে ছিল ৯টি চার ও ২টি ছয়। ওপেনিংয়ে জর্জ মানসি খেলেন ২ চার ও ৪ ছয়ে ২০ বলে ৪১ রানের ইনিংস।

পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা স্কটল্যান্ড গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে রোববার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ইংল্যান্ডের বাকি দুই ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে এর আগেই। বৃহস্পতিবার ওমানের বিপক্ষে, ১৫ জুন প্রতিপক্ষ নামিবিয়া। এ দুটি ম্যাচে বড় ব্যবধানের জয় তুলে কি নেট রান রেট বাড়িয়ে নিতে পারবে জস বাটলারের দল? তবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামার আগেই স্কটল্যান্ড জেনে যাবে, কী ব্যবধানে হারলেও সুপার এইট নিশ্চিত হবে তাদের।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওমান ২০ ওভারে ১৫০/৭ (আঠাবলে ৫৪, খুশি ১০, ইলিয়াস ১৬, মাকসুদ ৩, কাইল ৫, আইয়ান ৪১*, মেহরান ১৩, রফউল্লাহ ০, শাকিল ৩* ; ওয়াট ৪-০-২৫-১, হুইল ৪-০-১৯-১, সোল ৪-০-৪১-১, শরীফ ৪-০-৪০-২, লিস্ক ৩-০-২১-০, গ্রিভস ১-০-২-১)।

স্কটল্যান্ড ১৩.১ ওভারে ১৫৩/৩ (মানসি ৪১, জোনস ১৬, ম্যাকমুলেন ৬১*, বেরিংটন ১৩, ক্রস ১৫*; বিলাল ২.১-০-১২-১, শাকিল ২-০-২৩-০, কলিমউল্লাহ ২-০-১৭-০, ইলিয়াস ৩-০-৪১-১, মেহরান ১-০-১৬-১, মাকসুদ ২-০-২২-০, আইয়ান ১-০-২০-০)।

ফল স্কটল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ ব্রান্ডন ম্যাকমুলেন।

টিকিটের দাম আড়াই লক্ষ, ট্র্যাক্টর বেচে খেলা দেখতে এসে পাক সমর্থক কপাল চাপড়াচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিউ ইয়র্কে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে অনেক দিন ধরেই শুরু হয়েছিল উত্তেজনা। শুধু আমেরিকা নয়, আশেপাশের অনেক দেশ থেকেও সমর্থকেরা খে লা দেখতে এসেছিলেন। চড়চড়িয়ে বেড়েছিল টিকিটের দামও। তেমনই এক পাকিস্তান সমর্থক নিজের ট্র্যাক্টর বিক্রি করে খেলা দেখতে এসেছিলেন। দিনের শেষে দলের হারে হতাশ তিনি।

গেল হা-হুতাশ করতে। এক সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেছেন, ৩তিন হাজার ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় আড়াই লক্ষ টাকা) দিয়ে টিকিট কিনে খেলা দেখতে এসেছিলাম। ভারতের স্কোর দেখার পর এক বারও মনে হয়নি ম্যাচটা আমরা হেরে যেতে পারি। ভেবেছিলাম এই রান অনায়াসে তুলে নেওয়া যাবে। ম্যাচও আমাদের হাতেই ছিল। কিন্তু বাবর আজম আউট হওয়ার পর হতাশ হয়ে পড়ি।

রবিবার বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে আগে ব্যাট করে ১১৯ রান করেছিল ভারত। পাকিস্তান শুরুটা ভাল করেও শেষ দিকে খারাপ ব্যাট করে ছ’রানে হারে। জয়ের মুখে দাঁড়িয়ে থেকেও এমন ভাবে হেরে যাওয়ায় পাকিস্তানের সমর্থকেরা একই সঙ্গে ক্রুদ্ধ এবং হতাশ।

ম্যাচের পর ভারতীয় সমর্থকেরা যেখানে আনন্দ করছিলেন, সেখানে পাকিস্তানের ওই সমর্থককে দেখা ভারতীয় সমর্থকদের শুভেচ্ছা।

ম্যাচের আগে দু’দেশের সমর্থকেরাই ছিলেন উৎসবের মেজাজে। স্থানীয় সময় সকাল ১০.৩০টা থেকে খেলা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও অনেক আগে থেকেই স্টেডিয়াম ভরিয়ে ফেলেন দর্শকেরা। তবে সংখ্যায় ভারতীয়েরা টেক্কা দিয়েছেন পাকিস্তানিদের। চারদিকে তাকালে নীল জার্সিধারীদের ভিড়ই চোখে পড়েছে।

এমবাপ্পে, গ্রিজমানদের নিয়েও ‘পুঁচকে’ কানাডাকে হারাতে পারল না ফ্রান্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউরোর আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে বড় ধাক্কা খেল ফেবারিট ফ্রান্স। দলের শীর্ষ তারকাদের নিয়েও কানাডার মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল শক্তির দলকে হারাতে পারেনি তারা। ম্যাচ শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে। ফ্রান্স না পারলেও জয় দিয়ে প্রস্তুতি শেষ করেছে ইতালি। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে ১,০ গোলে হারিয়েছে ইউরোর বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

চোট শঙ্কা থাকায় বোর্দোতে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে বেঞ্চে রেখেই একাদশ সাজান ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম। এ সময় অলিভিয়ের জিরুকে নাম্বার নাইন পজিশনে রেখে দুই পাশের উইংয়ে খেলান উসমান দেম্বেলে ও মার্কোস থুরামকে।

আর প্লে,মেকারের ভূমিকায় রাখেন আতোয়াঁন গ্রিজমানকে। ইউরোর আগে দলকে নানা ফরমেশনে বাজিয়ে দেখতেই মূলত এ কৌশল দেশমের। যদিও শেষ পর্যন্ত এ কৌশলে ভালো খেলতে পারেনি ফ্রান্স।

কানাডার বিপক্ষে বেশ সংগ্রাম করেছে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে কানাডার চেয়ে এগিয়ে থাকলেও বল দখলে কানাডা রীতিমতো ফ্রান্সের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে। ফ্রান্স এ ম্যাচে ৫১ শতাংশ বলের দখল রেখে ১৩ শটের ৪টি লক্ষ্যে রেখেছে, বিপরীতে কানাডা ৪৯ শতাংশ বলের দখল রেখে ৭টি শট নিলেও কোনোটিই লক্ষ্যে রাখতে পারেনি।

গোলের জন্য সংগ্রাম করতে থাকা দলকে ইতিবাচক ফল এনে দিতে ৭৪ মিনিটে দেম্বেলের বদলি হিসেবে মাঠে নামেন এমবাপ্পে। কিন্তু বাকি সময়ে এমবাপ্পেও ম্যাচে কোনো পার্থক্য গড়তে পারেননি।

গোল না পেলেও বল পায়ে কিছু কারিকুরি দেখিয়ে ঠিকই মুগ্ধতা ছড়ান এ ফরোয়ার্ড। ১৭ জুন ডুসেলডর্ফে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ইউরো অভিযান শুরু করবে ফ্রান্স। ‘ডি’ গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস ও পোল্যান্ড।

একই রাতে ডেভিড ফ্রাত্তেসির একমাত্র গোলে বসনিয়াকে হারিয়েছে ইতালি। ম্যাচে দাপুটে ফুটবল উপহার দিলেও শেষ পর্যন্ত একটির বেশি গোল পায়নি লুসিয়ানো স্পালেত্তির দল। ইউরো সামনে রেখে স্পালেত্তিও এ ম্যাচে বেশ কিছু পরীক্ষা,নিরীক্ষা করেছেন। ইউরোতে ইতালি নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৬ জুন আলবেনিয়ার বিপক্ষে। ‘মৃত্যুকূপ’ স্বীকৃতি পাওয়া গ্রুপ ‘বি’তে ইতালির অন্য দুই প্রতিপক্ষ হচ্ছে স্পেন ও ক্রোয়েশিয়া।

পাকিস্তানের হার দেখে শায়েব আখতার বললেন, ‘আমি হতবাক, হতাশ ও বেদনাহত’

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘বিশ্বাস করুন, পাকিস্তানের সুযোগ আছে’;ভারত, পাকিস্তান ম্যাচের আগে এই কথা বলেছিলেন পাকিস্তানের সাবেক গতি তারকা শোয়েব আখতার। ‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস’খ্যাত এই সাবেক এই ফাস্ট বোলারের কথামতো সেই সুযোগ পাকিস্তান সৃষ্টিও করেছিল। কিন্তু শেষে গিয়ে নিজেরাই সেই সুযোগ নষ্ট করে হেরেছে মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটা। বোলারদের তৈরি করে দেওয়া মঞ্চকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা। পৌঁছাতে পারেনি ১২০ রানের লক্ষ্যেও।

এই হারের পর নিজের হতাশা লুকাতে পারেননি ম্যাচের আগে সবাইকে আশাবাদী হতে বলা শোয়েবও। বলে বলে রানের ম্যাচটি পাকিস্তান যেভাবে হেরেছে, সেটা যেন মানতেই পারছেন না বিশ্বের দ্রুততম এ বোলার। নিজের এক্স অ্যাকাউন্ট ও ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া ভিডিও বার্তায় হতাশার কথা তুলে ধরেছেন তিনি। পাশাপাশি পাকিস্তান কি আসলেই সুপার এইটের আগে বাদ পড়ার যোগ্য কি না, সে প্রশ্নও রেখেছেন সাবেক এ পেসার।

নিজের এক্স অ্যাকাউটে দেওয়া ভিডিও বার্তায় হতাশ শোয়েব বলেছেন, ‘পুরো দেশ হতাশ। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। তোমাদের একে অপরের জন্য খে লতে হতো, দেশের জন্য খেলতে হতো। ম্যাচ জেতার আকাঙ্ক্ষাটা দেখাতে হতো। হতাশাজনক। পাকিস্তান কি আসলে সুপার এইটের আগে বিদায় নেওয়ার মতো দল? সৃষ্টিকর্তা জানেন। এই প্রশ্নটা আমি আপনাদের জন্য রাখছি। আপনারা সিদ্ধান্ত নিন।’

ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া ভিডিওতেও নিজের হতাশার কথা তুলে ধরেছেন শোয়েব। বিশেষ করে পাকিস্তানের বলে বলে রান নিতে না পারার ব্যর্থতা যেন ভুলতে পারছেন না শোয়েব। বারবার বলেছেন সে কথা, ‘আপনারা ম্যাচটা দেখেছেন,

পাকিস্তান হেরে গেছে। হতাশাজনক। খুবই হতাশাজনক। বলে বলে রান প্রয়োজন ছিল। নিজেদের ব্যাটিংয়ে ভারতের মিডল, অর্ডার ব্যাটসম্যানরাও গুবলেট পাকিয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তারা এটা করেছে। ১১ ওভারে তারা ৮৪ রান করে ফেলেছিল। সেখান থেকে সহজেই তারা ১৬০ রানে যেতে পারত।’

ভারত বড় সংগ্রহ গড়তে না পারলেও ১২০ রানের লক্ষ্যও শেষ পর্যন্ত ছুঁতে পারেননি বাবর, রিজওয়ানরা। দলের এমন হার নিয়ে শোয়েব আরও বলেছেন, ‘রিজওয়ানের জন্য এটা বলে বলে রানের ম্যাচ ছিল। যেখানে থেকে আরামে খেলে সে দলকে জেতাতে পারত। আর ২০ রান হলেই ম্যাচটা আমাদের পক্ষে চলে আসতে পারত। খুব হতাশার ব্যাপার। আমরা মস্তিষ্কের কোনো ব্যবহারই করিনি।’

ভারতের কাছে হেরে পাকিস্তান এখন বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পথে। এই হারের পর দলের অনেক কিছুই প্রশ্নবিদ্ধ শোয়েবের কাছে, ‘আকাঙ্ক্ষা নাকি বাস্তবায়ন, কোনটার অভাব ছিল আমি জানি না। অনেক কিছুই এখন প্রশ্নবিদ্ধ। এটা খুবই দুঃখ জনক, হতাশাজনক। পাকিস্তানের এই ম্যাচটা জেতা উচিত ছিল। ফখ রের আউট হওয়ার আগ পর্যন্ত ম্যাচটাতে পাকিস্তান জয়ের পথেই ছিল।

কোনো সমস্যাই ছিল না। ৪৭ বলে মাত্র ৪৬ রান প্রয়োজন ছিল। আমাদের হাতে ৭ উইকেট ছিল। বলে বলে রান নিলেই হতো, এটাই আমাদের প্রয়োজন ছিল। বিষয়টা আমি বুঝতে পারছি না। আমি হতবাক, হতাশ এবং বেদনাহত।’

পাকিস্তান এখনো যেভাবে সুপার এইটে উঠতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হেরে যাওয়ার পরই অনেকে বলেছিলেন, বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ানরা যে চাপে পড়েছেন, এ থেকে বের হওয়া কঠিন। কেউ কেউ তখনই বলতে শুরু করেছিলেন, পাকিস্তানের জন্য সুপার এইটে ওঠাও কঠিন হয়ে পড়বে!

কাল নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তান ভারতের কাছেও হেরে গেছে। এখন তো সত্যিকার অর্থেই বিপদে পড়ে গেছে পাকিস্তান। দলটির সমর্থকদের মধ্যে জেঁকে বসেছে গ্রুপপর্ব থেকেই বাদ পড়ার শঙ্কা।

গ্রুপপর্বের ৪ ম্যাচের মধ্যে ২টি খেলে এখন পর্যন্ত কোনো পয়েন্ট নেই পাকিস্তানের, পাঁচ দলের মধ্যে পয়েন্ট তালিকার অবস্থান চতুর্থ। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ভারত সবার ওপরে। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পেলেও নেট রান রেটে পিছিয়ে থাকায় যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় স্থানে। আর ২ ম্যাচে ১ জয় নিয়ে কানাডার অবস্থান তিন নম্বরে।

পাকিস্তান তাদের পরের দুটি ম্যাচ খেলবে কানাডা ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। কানাডার বিপক্ষে ম্যাচটি ১১ জুন, নিউইয়র্কে, আর আয়ারল্যান্ড ম্যাচটি লডারহিলে হবে ১৬ জুন। এ দুই ম্যাচ খেলতে নামার আগে দেখে নেওয়া যেতে পারে সুপার এইটে যেতে হলে ঠিক কী করতে হবে পাকিস্তানকে। শুধু নিজেরা বড় ব্যবধানে জিতলেই তো হবে না, পাকিস্তানকে চেয়ে থাকতে হবে অন্য দলগুলোর ফলের দিকেও, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের

ম্যাচের দিকে। ‘এ’ গ্রুপের বাকি ম্যাচগুলোতে কী ঘটলে পাকিস্তানের সুবিধা হবে, দেখা নেওয়া যাক সেটি।

১১ জুন পাকিস্তান-কানাডা;পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে জিততে হবে।

১২ জুন ভারত-যুক্তরাষ্ট্র;ভারতকে জিততে হবে।

১৪ জুন যুক্তরাষ্ট্র-আয়ারল্যান্ড;আয়ারল্যান্ডকে জিততে হবে।

১৫ জুন ভারত-কানাডা;ভারতকে জিততে হবে।

১৬ জুন পাকিস্তান-আয়ারল্যান্ড;পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে জিততে হবে।

সবকিছু যদি এভাবে এগোয়, তাহলে ভারত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুপার এইটে উঠবে। পাকিস্তান আর যুক্তরাষ্ট্রের পয়েন্ট সমান হয়ে যাবে। দুটি দলের মধ্যে যারা নেট রান রেটে এগিয়ে থাকবে, সুপার এইটে উঠবে তারা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**